অম্বপালী

(বৌদ্ধ যুগের নাটক)

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

কলিকাতা

১৩৫১

প্রকাশক :
শ্রীপ্রমিত কুমার চৌধুরী
১৪৭ রাসবিহারী এভেনিউ
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ প্রণবকুমার চৌধুরী

স্নেহের ঘুটু,

নাটক-রচনায় যে স্বাভাবিক নাটকীয় মনোবৃত্তি ও বৈচিত্র্য-বিকাশ-শক্তির প্রয়োজন, তা' না থাকলেও 'অম্বপালী' তোমায় প্রীতি ও আনন্দ দান ক'রবে মনে ক'রে তোমারই হাতে দিলাম। ইতি—

শারদীয়া সপ্তমী
১৩৫১

তোমার
দাদু

ভূমিকা

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী যখন তাঁর এই নাটকের জন্যে আমাকে একটি ভূমিকা লিখে দিতে বল্‌লেন, তখন আমি তাঁর মত সহৃদয় সুহৃদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। আমার এই সাহসিকতার আর একটি কারণ এই যে বাংলা ভাষায় আর যে কোন ঐশ্বর্য্য থাক, নাট্য সম্বন্ধে যে প্রাচুর্য্য নেই, একথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। অবশ্য নাটক অনেকগুলি হয়েচে এবং সিনেমার প্রভাবে নিত্য নতুন নাটকের সৃষ্টি হচ্চে, তার মধ্যে ভাল নাটকও যে নেই, তা নয়। তবুও একটু তুলনামূলক সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখ্‌লেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিশ্বের উন্নতিশীল সাহিত্যসমূহে নাটকের যেরূপ প্রাচুর্য আছে, বাংলা-ভাষায় সে অবস্থা আসবার বিলক্ষণ বিলম্ব আছে। সেই জন্যই প্রধানত আমি আমার বন্ধুকে এই নাটকখানি প্রকাশ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছি।

আমি নাট্যকারের প্রশস্তি পাঠ করে' তাঁর দেওয়া সম্মানের অবমাননা করতে ইচ্ছা করি না। বস্তুতঃ তাঁর নাটকের দোষগুণ পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞ সমালোচকের কষ্টি-পাথরে। নাটুকে রামনারায়ণের পরে যখন মাইকেলের শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী নাটকীয় কলার সুন্দর পদ্ধতি নির্দেশ ক'রে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তখন তাদের জন্যে কারও ওকালতী করতে হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, নাট্যকলা-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বর্ত্তমান যুগে যে স্তরে উপনীত হয়েচে, তাতে আশা হয় যে, যাঁদের প্রকৃত সাহিত্যিক প্রতিভা আছে, তাঁরা অধিকতর সংখ্যায় নাটক-

সৃষ্টির দিকে তাঁদের প্রতিভা নিয়োজিত করে' বংগসাহিত্যের অভাব মোচন করবেন।

'অম্বপালী' বৌদ্ধযুগের একটি কাহিনী অবলম্বন করে' লিখিত হয়েচে। অম্বপালী বা আম্রপালী বৈশালীর একজন নর্ত্তকী—আম্রোত্থান রক্ষকের পালিতা কন্যা। এই সময়ে বহু সৌন্দর্যবতী ও অর্থশালিনী রূপজীবিনীর কথা শুনতে পাওয়া যায়। সমাজে এরা হেয় ছিল, কিন্তু বিধাতার যে নিয়মে কণ্টকের বেষ্টনীর মধ্যে বসোরা গোলাপ ফোটে, সেই নিয়মে এই সকল বারাঙ্গনারা শেষ জীবনে অসামান্য ধর্মনিষ্ঠা প্রদর্শন করে' যথেষ্ট শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এই অম্বপালীর নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ তার আস্তিক্য স্বীকার করেছিলেন। এখানে একটু বলা আবশ্যক যে, সমস্ত সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় বুদ্ধদেবও স্ত্রীলোকের প্রতি চটাই ছিলেন। কথিত আছে তিনি তাঁহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতীর অনুরোধে স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্ঘে স্থান দিয়াছিলেন। এইরূপ স্ত্রীলোকের মধ্যে কয়েকজন সাধুকর্মের জন্য অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এখন যেমন অপবিত্রা রমণীদের অভিশপ্ত জীবনের দুরপনেয় ঘৃণা ব্যতীত অন্য কোনও প্রত্যাশা থাকে না, সেকালে ঠিক তেমনটি ছিল না। বৌদ্ধ কাহিনী বলে যে, মগধের রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অম্বপালীর কৌণ্ডন্য নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মে; পরে সে বৌদ্ধভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ লাভ করে এবং সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়। মাতা ও পুত্র ভগবান বুদ্ধের করুণায় সাধুজীবন যাপন করে' কৃতার্থ হয়।

এই নাটকে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়, গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘর্ষ। ধর্মোন্মত্ততার বশীভূত হয়ে লোকে যে কত অ-কাজ কু-কাজ করে বসে, তারই একটি চিত্র নাট্যকার উদ্‌ঘাটিত করেছেন। শান্ত সৌম্য ত্যাগব্রতোজ্জ্বল গৌতম বুদ্ধও যে অশেষরূপে নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ঐতিহাসিক কাহিনী বলে, সুন্দরী

নামে একজন বারবনিতাকে শত্রুরা নিয়োজিত করেছিল বুদ্ধদেবের অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্র যে ব্যর্থ হয়েছিল তারই নাটকীয় রূপ গ্রন্থকার প্রকটিত করেছেন। তবুও তাঁর হয়ে আমি বল্‌তে পারি যে, নাটক ইতিহাস নয়। তিনি একে যে রূপ দিয়েছেন, সেটি তাঁর নিজস্ব, মৌলিক শিল্পরচনা। বৌদ্ধযুগের একটি মনোজ্ঞ রূপায়ণ এই নাটকে ফুটে উঠেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক (Victor Hugo) বলেছেন, নাটক প্রকৃত শিল্পকলার নিদর্শন হ'তে হ'লে নাটকীয় যুগের মুকুর স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। আমার মনে হয়, সেই প্রাচীন যুগ এই নাটকে সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নিবেদন

এক সময়ে নাটক লিখ্‌বার দুরাশা আমায় পেয়ে বসেছিল। এই দুরাশা পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মতই অপূর্ণ থেকে যেত যদি সুযোগ্য সহায়কের সাহায্য না পেতাম।

আমার সহৃদয় বান্ধব পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাখালদাস রায় বি. এল, মহাশয় "অম্বপালী"র স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক'রে দিয়ে আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন।

আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্‌ সুসাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র এম. এ, মহাশয় আমার বিশেষ আগ্রহে "অম্বপালী"র ভূমিকা লিখে' দিয়ে' নাটক ও লেখক উভয়েরই যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

নাট্যকলাবিদ্‌ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম. এ, মহাশয় "অম্বপালী"র পাণ্ডুলিপি পড়ে' আমাকে কয়েকটি সংশোধন সঙ্কেত দিয়ে বিশেষ উপকৃত করেছেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ "অম্বপালী"র মুদ্রণ কার্য্যে সৌজন্য সহকারে আমাকে যে সাহায্য করেছেন এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি।

আর একটি কথা, এই নাটকের সর্বত্রই 'কৌণ্ডিন্য' নামের স্থলে কৌণ্ডন্য ছাপা হয়েছে। সুধীবর্গের নিকট এজন্য ত্রুটি স্বীকার করছি।

১৪৭ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

বেতালভট্ট	…	বৈশালীর বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ
নিরঞ্জন	…	ঐ ঐ অধ্যাপক
কোণ্ডন্য	…	অম্বপালীর পুত্র
রত্নদত্ত	…	বৈশালীর প্রধান শ্রেষ্ঠী
সারিপুত্র	…	বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য

রত্নদত্তের বয়স্যগণ, প্রহরী প্রভৃতি

স্ত্রী

মেঘবর্ণা	…	বেতালভট্টের সহধর্ম্মিণী
অম্বপালী	…	বৈশালীর রাজনর্ত্তকী
কলাবতী (কলা)	…	ঐ সহচরী
বিমলা	…	বৌদ্ধ ভিক্ষুণী
সুন্দরী	…	বৈশালীর গণিকা
নন্দা	…	সুন্দরীর কন্যা
কিঙ্করী		

অম্বপালী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ক্ষুদ্রক বন।

সময়—প্রভাত।

দূরে একটি নিঃসঙ্গ পাহাড়ের গাত্র বহিয়া সর্পিল গতিতে মাঠের বুকে নামিয়া আসিয়াছে একটি ছোট নদী; সম্মুখে একটি পদ্মদীঘি; পাড়ে তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুশিলাখণ্ড; তাহারই একটির উপর বসিয়া গীতরতা নন্দা। পশ্চাতে দণ্ডায়মান সঙ্গীত-মুগ্ধ কৌণ্ডন্য।

নন্দার গীত

প্রণয় পিয়াসে মানস আকাশে কাঁদিছে চাতকী
আশা কি ফলিবে পিয়াসা মিটিবে দয়িতে পাব কি?
আলেয়া ভেলায় আঁশা আসে যায় পালটিতে আঁখি
আশায় আশায় দিন বয়ে যায় তবু আশাতেই থাকি।

নন্দার অলক্ষ্যে পশ্চাৎ দিক হইতে কৌণ্ডন্যের প্রবেশ ও অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক নন্দার নয়নদ্বয় আচ্ছাদন।

নন্দা

এত বিলম্ব কেন, কৌণ্ডন্য?

কৌণ্ডন্য

(সহাস্যে নন্দার চক্ষু হইতে হস্তদ্বয় সরাইয়া ও তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) কি ক'রে বুঝ্‌লে আমি ?

নন্দা

কেন ? তোমার স্পর্শে—অঙ্গবাসে। তা'ছাড়া আর কারই বা এমন সাহস যে আমার চোখ চেপে ধরে ?

কৌণ্ডন্য

(সহাস্যে) কেন, ভয়টা কিসে ? তুমি বাঘ না সাপ ?

নন্দা

বাঘও নই—সাপও নই। বাঘ সাপ নিয়ে অনেকেই খেলায় কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক নেই যে হাসি-তামাসা ক'রতে পারে। তা এখন কি আর সূর্য্যোদয় দেখা যাবে ?—যে দেরী ক'রে এলে তুমি !

কৌণ্ডন্য

দেরী আমি ক'রিনি নন্দা—ক'রেছ তুমি। আমি যখন এসেছিলাম তখন সবে পাখীরা জেগে উঠে ঊষার বন্দনা গাইছিল'—তখনো অরুণের উদয় হয়নি। আমার আশা-ভঙ্গ দেখে আকাশের ঐ বিষণ্ণ বাঁকা শশীও দুষ্টুমি ক'রে একটু হেসেছিল যেন।

নন্দা

পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্যোদয় দেখ্‌বার ত আমারই সখ হ'য়েছিল। তোমার আশা-ভঙ্গ হ'ল কেমন ক'রে ?

কৌণ্ডন্য

আশা কি একা তোমারই থাক্‌তে আছে—আর কারো কি থাক্‌তে নেই ?

নন্দা

তোমার আবার কি আশা ছিল শুনি ?

কৌণ্ডন্য

শুন্‌বে ? আমার আশা ছিল নীল আকাশের সীমন্তে অরুণোদয়ের সঙ্গে তোমার ঐ পাতার আড়ালে ফুলটির মত আকুল কুন্তলে ঢাকা মুখখানির তুলনা ক'রে দেখ্‌বো—কে বেশী সুন্দর—কে বেশী মধুর—অরুণের জ্যোতি, না মুখের দীপ্তি !

নন্দা

তুমি পাগল—আশ্চর্য্য খেয়াল তোমার।

কৌণ্ডন্য

আমি যে পাগল—তা কি আজ টের পেলে ? পাগল না হ'লে কি বামন হ'য়েও চাঁদ ধরবার বাসনা হয় ?

নন্দা

আচ্ছা কৌণ্ডন্য, ঐ একান্তের পাহাড়টি কি সুন্দর !

কৌণ্ডন্য

অতি সুন্দর। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর ওরই গা বেয়ে আসা ছোট্ট নদীটি। ও যেন তোমারই অন্তরের প্রণয়-প্রবাহ ছুটে চলেছে বাঞ্ছিতের সন্ধানে—কোন্ সুদূরে কে জানে !

নন্দা

যাও, তুমি যেন কি !

কৌণ্ডন্য

আচ্ছা নন্দা, এই নির্জ্জন বনটি কি সুন্দর !

নন্দা

সত্যি খুব সুন্দর।

কৌণ্ডন্য

কিন্তু সকলের চেয়ে কী সুন্দর তুমি !

নন্দা

এইখানেই তাল কেটে গেল। তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না।

কৌণ্ডন্য

তা না হয় নাই পারলে। কিন্তু যা সত্য তা চিরদিনই সত্য।

নন্দা

বেশ, তোমার বিচার তোমারই থাক। এখন পার ত কয়েকটা লাল পদ্ম তুলে দাও দিকিনি। আমি নাগাল পাচ্ছি না—যে দূরে !

কৌণ্ডন্য

(স্মিত মুখে) বল ত সাম্‌নেরটাই না হয় তুলে দি।

নন্দা

ওমা, সাম্‌নে আবার কোন্‌টি ?

কৌণ্ডন্য

(সকৌতুকে নন্দার মুখখানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া) এইটি।

নন্দা

(সলজ্জভাবে মুখ সরাইয়া) এ মুখ আবার লাল পদ্ম হ'লো কি ক'রে ?

কৌণ্ডিন্য

লালিত্যে—মাধুর্য্যে—বর্ণে।

নন্দা

যা হোক আজ একটা নূতন কথা শুনলাম বটে! এখন থেকে না হয় এই দীঘির জলেই আকণ্ঠ ডুবে থাকব লাল পদ্মটি হ'য়ে।

কৌণ্ডিন্য

শুধু কি লাল পদ্ম, ওর দু'পাশে দুটি নীল অপরাজিতাও ফুটে র'য়েছে যে!

নন্দা

(ভ্রূ কুচ্‌কাইয়া) অর্থাৎ...

কৌণ্ডিন্য

অর্থাৎ—তোমার চোখ দুটি।

নন্দা

আমি হ'লে অপরাজিতার বদলে ভ্রমরই ব'ল্‌তাম।

কৌণ্ডিন্য

তা হ'লে তোমার সঙ্গে ঝগড়াই ক'রতাম।

নন্দা

কেন শুনি ?

কৌণ্ডন্য

আমার পদ্মে ভ্রমরের কি অধিকার ?

নন্দা

আচ্ছা ভ্রমরের বদলে খঞ্জন বল্‌তে ত পার‍তে ? পদ্মের উপর খঞ্জন দেখ্‌লে রাজা হয়।

কৌণ্ডন্য

তাই নাকি ! তা হ'লে রাজাই হব'।

নন্দা

(সহাস্যে) তুমি যখন দুটি খঞ্জন দেখ্‌লে তখন রাজা কেন মহারাজা হবে।

কৌণ্ডন্য

(সোল্লাসে) তা হব নন্দা—নিশ্চয় হব'। মাত্র তিনটি মাসের ব্যবধান, তার পরই আমার রাজ্যাভিষেক।

নন্দা

কিন্তু তোমার রাজ্যও নাই রাজধানীও নাই, তা ভেবেছ।

কৌণ্ডন্য

আমার রাজ্যও আছে, রাজধানীও আছে।

নন্দা

(সহাস্যে) আছে—কোথায় ?

কৌণ্ডন্য

(অঙ্গুলি দিয়া নন্দাকে দেখাইয়া) আমার সম্মুখে। তুমিই আমার রাজ্য আর তোমার হৃদয়ই আমার রাজধানী—

ওখানেই পাতা র'য়েছে আমার জন্যে প্রেমের অচল সিংহাসন। বল, বল নন্দা, শুধু একটিবার বল তুমি আমার হবে।

নন্দা

রাজা রাজ্য জয় করে, অধিকার করে—ভিক্ষা করে না। যে রাজ্য তুমি জয় ক'রেছ তা আবার ভিক্ষা ক'রে—প্রার্থনা ক'রে লাভ ক'রতে চাও কেন?

কৌণ্ডন্য

তা বটে। কিন্তু এ যে প্রেমের রাজ্য নন্দা। এখানে বিজয়ী বিজিত—রাজা ও রাজ্য পরস্পরের কাম্য। জয়ের গৌরব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত আত্মসমর্পণের উদার আকাশে মিলিয়ে গিয়ে কোথায় বিলীন হয়ে যায়। জয়-পরাজয়ের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়।

নন্দা

তাই যদি, তবে সর্ব্বদা অমন বিমর্ষ থাক কেন? কি তোমার দুশ্চিন্তা যা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রতে পার' না?

কৌণ্ডন্য

সে কথা একদিন ব'ল্ব নন্দা—আজ থাক্।

নন্দা

না কৌণ্ডন্য, আজ থাক্‌বে না, আজ হ'তে আমাদের মধ্যে গোপন ব'লে কিছু থাক্‌বে না। ভালবাসার রাজ্যে—প্রেমের রাজ্যে কোন সন্দেহ—কোন উদ্বেগ থাক্‌তে পারে না। সেখানে রাজত্ব করে চির-বিশ্বাস, চির-প্রশান্তি। বল কৌণ্ডন্য, আজই বল—এখুনি বল্।

কৌণ্ডন্য

শুন্‌বে? শুনে যদি তোমার ঐ প্রসন্ন মুখে বিষাদের ছায়াপাত হয়?

নন্দা

না, হবে না। তুমি বল।

কৌণ্ডন্য

তবে শোন! জান ত চৌবাড়ীর ছেলেরা কিরূপ অভদ্র। বাপ-মার নাম জানিনা ব'লে ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, বিদ্রূপ করে, যখন তখন কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে' হাসে। ওদের এই নির্ম্মমতা আমার অসহ্য।

নন্দা

(একটু হাসিয়া) এই ব্যাপার! আমি মনে ক'রলাম কিই না জানি! ছিঃ। এজন্য কি বিমর্ষ হ'তে' আছে। আমিও ত জানি না কে আমার বাপ, কে আমার মা। আমাদের কাছে গোপন রাখবার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে।

কৌণ্ডন্য

তা থাকতে পারে। কিন্তু এটাই বা কি রকম কথা! যে আমি আজ বাদে কাল শিক্ষা শেষ ক'রে বাড়ী চ'লে যাবো আর দু'দিন বাদে তোমাকে বাজনা-বাদ্যি ক'রে চতুর্দ্দোলায় চাপিয়ে গৃহে নিয়ে যাবো—আমি আজও জান্‌বো না কে আমার বাপ, কে আমার মা, কোথায় আমার বাড়ী, কোথায় আমার দেশ?

নন্দা

আজ বাদে কালই ত জান্‌বে—এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না। চল বাড়ী ফিরি। যাবার আগে একটিবার হাস' ত, কৌণ্ডন্য !

কৌণ্ডন্য

(সহাস্যে) তুমিও আর একবার বল—আমার হবে।

নন্দা

হব, হব, হব। একবার নয় তিনবার বল্‌লাম। ত্রিসত্য করলাম। এবার হ'ল ত? ও কি! না, না বল্‌ছে কে ?

কৌণ্ডন্য

(হাসিয়া) না, না, নয়—কা কা ; কাক ডাক্‌ছে। চল।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বেতালভট্টের বহির্বাটী সংলগ্ন বৃক্ষ-বাটিকার একাংশ।

সময়—সন্ধ্যা।

আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে চিন্তাক্লিষ্টভাবে পদচারণরত বেতালভট্ট ; দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ক্ষীণালোকে তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তার ভাব মুখে সুপ্রকাশ।

বেতালের প্রবেশ

বেতাল

যত সব পথের কুকুর! ধর্ম্ম প্রচারের নামে কী বিষোদ্গার—কী চিৎকার! এক দিনের জন্যও যদি

শাসন-দণ্ড হাতে পেতাম, কণ্ঠরোধ ক'রতাম এই বৌদ্ধ নাস্তিকদের। জীন! বুদ্ধ!! মহামানব!!! মহামানব ত নয়— মহাদানব! না, ধর্ম্মের নামে এই ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেব না। বেদ ও দেবতার নিন্দাকারী অনাচারী গৌতমকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবই আমি। হত্যা! না হত্যা নয়। হত্যা তার যোগ্য শাস্তি নয়। মারজয়ী খ্যাতি লাভ ক'রে গৌতম সকলের পূজ্য হ'য়েছে। এই খ্যাতি তার নষ্ট ক'রব। গৌতমকে আমি ভ্রষ্টচরিত্র প্রমাণ ক'রব। প্রয়োজন হ'লে ছলনার সাহায্য নিতেও পশ্চাৎপদ হব না। বেদ ও দেবতার মর্য্যাদা রক্ষার্থে অকরণীয় কি হ'তে পারে? হ্যাঁ, গৌতমকে চরিত্রহীনই প্রমাণ ক'রব। লোকের তিরস্কারে, ধিক্কারে—লজ্জায়, ঘৃণায় তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে না ম'রলে পাপিষ্ঠ গৌতমের উপযুক্ত শাস্তি হবে না। (অবগুণ্ঠনাবৃতা সুন্দরীর প্রবেশ) কে, কে তুমি?

সুন্দরী

(অবগুণ্ঠন সরাইয়া) আমি সুন্দরী।

বেতাল

সুন্দরী! কি আশ্চর্য্য! চাতক জল না চাইতেই বারি-বর্ষণ! বড় উপযুক্ত সময়েই এসেছো। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?

সুন্দরী

নন্দাকে দেখ্তে।

বেতাল

নন্দাকে দেখ্‌তে! প্রতিজ্ঞা কি ভুলে গেলে?

সুন্দরী

না ভুলিনি—স্নেহের দাবী যে এত দুর্ব্বার আগে তা বুঝ্‌তে পারিনি। আজ আমি ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে গেছি। একটিবার দেখান।

বেতাল

না সুন্দরী, তা হয় না। জান, নন্দা তোমার কন্যা একথা লোক-জানাজানি হ'লে আমার স্থান কোথায়?

সুন্দরী

জানাজানি হবে না—আমি দূর হ'তে দেখেই চলে যাব।

বেতাল

না, না, তা হয় না—এ দুরাশা ত্যাগ কর।

সুন্দরী

আপনার পায় পড়ি (পদতলে পড়িয়া) একটিবার—শুধু একটিবার দেখান।

বেতাল

(দৃঢ়তার সহিত) না।

সুন্দরী

কি কঠিন হৃদয়! নিজের সন্তান থাক্‌লে বুঝ্‌তে পারতেন বাৎসল্যের কি ব্যাকুলতা। মায়ের ব্যাকুলতা নিয়ে, স্নেহের বন্ধনকে শুধু একটি বারের জন্য দেখ্‌তে চাচ্ছি, তাতেও

আপনি বাধা দিচ্ছেন। মান্‌ব না সে বাধা। আজ মায়ের মন বিদ্রোহী! কে তার কঠিন সঙ্কল্পের শ্বাসরোধ ক'রবে?

বেতাল

(সকোপে) কে রোধ ক'রবে? আমি রোধ ক'রব। গলা টিপে রোধ ক'রব। কি স্পর্দ্ধা! মান্‌বে না আমার বাধা! নির্লজ্জা নারী! কলঙ্কের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতার শুচিতাকে কলুষিত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ? মনে পড়ে বারো বছর আগেকার এক অন্ধকার রাত্রির কথা? মনে পড়ে নন্দাকে বুকে বেঁধে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলে হ্রদের জলে?

সুন্দরী

মনে পড়ে।

বেতাল

কে তখন রক্ষা ক'রেছিল তোমাদের প্রাণ?

সুন্দরী

আপনি।

বেতাল

যদি রক্ষা না ক'রতাম, আজ কাকে দেখ্‌তে ছুটে আস্‌তে?

সুন্দরী

আসতাম না—মরণে নন্দা আমার বুকেই থাক্‌ত।

বেতাল

আজ বেশ সহজ সরলভাবে একথা ব'ল্‌তে পারচ—কিন্তু সেদিন কৃতজ্ঞতায় কণ্ঠরোধ হ'য়েছিল কেন? শোন

সুন্দরী। তোমার তরুণ জীবন রক্ষা ক'রে বারো বছর যৌবনের সুখ সম্ভোগের সুযোগ দিয়েছি। নন্দাকে রক্ষা ক'রে স্নেহযত্নে পালন ক'রেছি। সে আজ পঞ্চদশী তরুণী— রূপে ও সাদৃশ্যে যেন তোমারই যৌবনের নিখুঁত ছবিটি। এই অবাধ্যতাই বুঝি আমার পুরস্কার?

আর কখ্‌খনো অবাধ্য হব' না—আজ একটিবারের জন্য দেখ্‌তে দিন।

বেতাল

নিতান্তই দেখ্‌তে চাও?

সুন্দরী

হ্যাঁ, চাই।

বেতাল

আচ্ছা, দেখ্‌তে পাবে; কিন্তু একটি কথা রাখ্‌তে হবে।

সুন্দরী

রাখব।

বেতাল

প্রতিজ্ঞা কর।

সুন্দরী

প্রতিজ্ঞা ক'রলাম।

বেতাল

একজনকে ভ্রষ্ট-চরিত্র প্রমাণ ক'রতে হবে।

সুন্দরী

কাকে ?

বেতাল

গৌতমকে।

সুন্দরী

যিনি বুদ্ধ, তথাগত ?

বেতাল

হ্যাঁ।

সুন্দরী

তা পার্‌ব না।

বেতাল

পারতেই হবে।

সুন্দরী

না, না, কিছুতেই পার্‌ব না।

বেতাল

দেখ সুন্দরী, তুমি অকারণ ঘৃতাহুতি দিচ্ছ আমার ক্রোধানলে। একাজ তোমাকে ক'রতেই হবে। সহজে না কর—ক'রতে বাধ্য ক'রব।

সুন্দরী

বুদ্ধের পবিত্র চরিত্র ; ভ্রষ্ট প্রমাণ ক'রব কি ক'রে ?

বেতাল

মিথ্যার সাহায্যে, ছলনায়।

সুন্দরী

লোকে বিশ্বাস ক'রবে কেন ?

বেতাল

বিশ্বাস করে না করে সে ভাবনা আমার। শুধু দু'চার দিন জেতবনে যাওয়া-আসা ক'রে রটিয়ে দাও তুমি গৌতমের শয্যায় রাত্রি বাস ক'রেছ।

সুন্দরী

ক্ষমা করুন। গণিকা হ'লেও এত বড় মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে পারব না।

বেতাল

মিথ্যাকে আজন্ম আশ্রয় করেও মিথ্যাকে তোমার এত ভয় ? জাননা পাপের অনন্ত মূর্ত্তির প্রধান সহচরই মিথ্যা ?

সুন্দরী

জানি।

বেতাল

যদি জান মিথ্যাকে ভয় ক'রছ কেন অত ? যাও, আমার আদেশ পালন করগে।

সুন্দরী

না ক'রব না।

বেতাল

ক'রবে না ?

সুন্দরী

না ক'রব না ; কিছুতেই ক'রব না।

বেতাল

(বাহ্যত রাগ দমন করিয়া) শোন সুন্দরী, যেদিন তোমার প্রণয়ীরা শিশু নন্দাকে তাদের ভোগ বিলাসের অন্তরায় জেনে, তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে বাজারে বিক্রয় করিতে উদ্যত হ'য়েছিল, সেদিনের কথা মনে আছে ?

সুন্দরী

আছে।

বেতাল

পাছে নন্দাও ভবিষ্যৎ জীবনে তোমারই মত দশের ভোগ্যা হয়, বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়, এই আশঙ্কায় তাকে বুকে বেঁধে ডুবে ম'রতে যাচ্ছিলে, কেমন ?

সুন্দরী

হ্যাঁ।

বেতাল

আমার অবাধ্য হ'লে নন্দার ভাগ্যে কি আছে জান ?

সুন্দরী

কি আছে ?

বেতাল

বারাঙ্গনা বৃত্তি।

সুন্দরী

(দু'হাতে কাণ ঢাকিয়া) ছিঃ ! ছিঃ ! আপনি আচার্য্য, ধর্ম্মনায়ক, নন্দার প্রতিপালক। এমন কদর্য্য কথা কি ক'রে উচ্চারণ ক'রলেন ?

বেতাল

জিহ্বার সাহায্যে। নন্দা আমার কে? পালন ক'রেছি—আশ্রয় দিয়েছি—এই ত? লোকে ত কুকুর-বিড়ালও পালন করে।

সুন্দরী

নন্দা কি শেষে কুকুর-বিড়ালের সামিল হ'লো!

বেতাল

তোমার আত্মজার ততটুকু মর্য্যাদাও পাওয়া উচিত নয়। কুকুর-বিড়াল অনেকেই পোষে—পতিতার কন্যা ক'জনে পোষে?

সুন্দরী

না, কেউ পোষে না—আপনিও পুষবেন না; মেরে ফেলুন, আজই মেরে ফেলুন, গলা টিপে মেরে ফেলুন—নিজে না পারেন, আনুন আমার কাছে, আমি মেরে ফেল্‌ছি।

বেতাল

মেরে ফেল্‌ব কি সুন্দরী! নন্দা বেঁচে না থাক্‌লে তোমার অমন সুন্দর ব্যবসা বজায় রাখ্‌বে কে?

সুন্দরী

মেরে ফেলুন—অনুগ্রহ ক'রে মেরে ফেলুন।

বেতাল

এতকাল পালন ক'রেছি—মেরে ফেলতেও চাই না, বাজারে পাঠাতেও চাই না। অম্বপালীর পুত্র কৌণ্ডন্যের

সহিত বিবাহ দিয়ে জারজে জারজে শুভ মিলন ঘটাব। এর বেশী অনুগ্রহ ক'রতে পারব না।

সুন্দরী

এ অনুগ্রহ নয়—নিগ্রহ। নন্দা জারজ নয়—তার পিতার ঔরসজাত বৈধ সন্তান।

বেতাল

আমি বৈধ অবৈধ জানি না। তুমি আমার কথামত কাজ না ক'রলে দুদিন বাদেই শুনবে নন্দা অম্বপালীর পুত্রবধূ। সুন্দরী, অবুঝ হয়ো না, আমার আদেশ পালন কর।

সুন্দরী

একদিন আমি সতী স্ত্রীই ছিলাম। দুর্জ্জয় অভিমান ও নির্ব্বুদ্ধিতাই আমার এই সর্ব্বনাশের কারণ। নন্দার জীবনকে নরক-যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত রাখ্‌তে আমি আপনার আদেশ পালন ক'রতে স্বীকার ক'রলাম।

বেতাল

তোমার সুমতি দেখে সুখী হ'লাম।

সুন্দরী

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—অমন দেবতুল্য বুদ্ধ-চরিত্রে কলঙ্ক দিতে চাচ্ছেন কেন?

বেতাল

বল্‌ছি। আগে আমার কথার উত্তর দাও। বল ত নন্দার চেয়ে অধিক প্রিয় তোমার কি আছে?

কিছু নাই—নন্দাই আমার প্রিয়তমা।

বেতাল

সেই নন্দার উপর যদি কেহ অত্যাচার করে, তুমি কি কর সেই দুরাচারকে ?

সুন্দরী

খুন করি।

বেতাল

সেই দুরাচার যদি তোমাদের তথাগত হন ?

সুন্দরী

তাঁকেও খুন করি।

বেতাল

তোমার যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নন্দা, সেইরূপ আমার প্রিয়তম হচ্ছে বৈদিকধর্ম্ম। তাকে নিত্য ধর্ষণ ক'রছে গৌতম। আমার প্রিয়তম ধর্ম্মের ধর্ষণকারীকে কেন না হত্যা ক'রতে চাইব আমি ? আমি দৈহিক জীবন অপেক্ষা নৈতিক জীবন বেশী মূল্যবান মনে করি ব'লে গৌতমের নৈতিক জীবনে কলঙ্ক দিতে চাইছি। কলঙ্কের জীবন বহন করা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

সুন্দরী

আমি আপনার আদেশ মত জেতবনে যাব—বুদ্ধকে প্রলুব্ধ ক'রে আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'রব।

বেতাল

অমন দুরাশা ক'রো না—গৌতম-চরিত্র হিমালয়ের মত অচল অটল।

সুন্দরী

তা সত্ত্বেও তাঁর মন টলাব।

বেতাল

পারবে না—সে কামজয়ী—মারজয়ী।

সুন্দরী

নাই যদি পারি—মিথ্যার সাহায্যই নিব।

বেতাল

উত্তম। চল—নন্দাকে দেখ্‌বে। (সুন্দরীর অগ্রগমন) (স্বগত) ছিঃ! ছিঃ! নন্দার সম্বন্ধে অমন কুৎসিত কথা মুখে আনলাম কি ক'রে!—যদিও শুধু সুন্দরীকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার জন্যই ব'লেছি—তাহ'লেও কি জঘন্য নীচতার পরিচয় দিয়েছি। সুন্দরী একটা সাধারণ গণিকা—সেও আমাকে ধিক্কার দিল। পাপিষ্ঠ গৌতম, তোর জন্যই আমার এই অধঃপতন। দাঁড়া! এর জন্য শীঘ্রই তোকে সমুচিত শিক্ষা দিব। প্রস্থান।

ম্ন

স্থান—বেতাল ভট্টের গৃহ।

সময়—প্রত্যুষ।

গৃহাদি সম্পন্ন গৃহস্থের উপযোগী; প্রশস্ত অঙ্গনের এক পার্শ্বে গোশালা। বেহারী ধরণে মোটা শাড়ী পরিধানে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মেঘবর্ণা; মধ্যবয়সী ব্রাহ্মণ-গৃহিণী গোময়-মৃত্তিকা হস্তে।

মেঘবর্ণা

(গোবরছড়া দিতে দিতে) ভোর হ'তে না হ'তেই চলে গেছে ফুল তুল্‌তে। কত বলি, অত সকাল সকাল যাস্‌নে—মেয়ে কি সে কথা কাণে তোলে? ওর জন্যে যে আমার প্রাণ কি করে ও কি তা একটুও বোঝে? লোকে কথায় বলে—মায়ের প্রাণ। মা ত হইনি—ওকথার মর্ম্ম জানি না। যদি সত্যিকারের মা হতুম, এখন যা ভালবাসি তার চেয়ে বেশী বাসতুম কি নন্দাকে? (ফুলের সাজি হাতে নন্দার প্রবেশ) কোথায় ছিলি? ফুল আনিসনি?

নন্দা

এনেছি মা। কয়েকটা লাল পদ্ম। (গমনোদ্যত)

মেঘবর্ণা

আবার যাচ্ছিস কোথা?

নন্দা

কয়েকটা সাদা ফুল আনিতে। তোমার পূজোয় সাদা ফুল চাই ত।

মেঘবর্ণা

আর ফুল আন্‌তে যেতে হবে না। বাড়ীতে যা পাস তাই দিস্।

নন্দা

মার যে কথা! বাড়ীর ফুল একটিও রাখেন কিনা বাবা!

মেঘবর্ণা

চৌবাড়ী থেকে তুলে আনিস।

নন্দা

তবেই হয়েছে। আমি কিনা চৌবাড়ীতে যাই এখন!

মেঘবর্ণা

কেন? এখন যাস না কেন?

নন্দা

আমি শুধু কৌণ্ডন্যের সঙ্গেই খেলি কিনা—তাই প'ড়োরা আমাকে দেখলেই হাসে। ভারি দুষ্টু ওরা।

মেঘবর্ণা

যাক; কোথাও যেতে হবে না তোকে—সাদা ফুল না হ'লেও হবে।

নন্দা

হ্যাঁ, তা কিনা হয়!

মেঘবর্ণা

খুব হবে।

নন্দা

কোন' দিন হয় না, আর আজ হবে! যাই মা একটিবার —যাব আর আসব।

মেঘবর্ণা

কি যে বলিস! সাদা ফুল কি এখানে? সেই নদীর ধারে ত যেতে হবে?

নন্দা

সে আর এমন দূর কি? দিনের মধ্যে দশবার ত যাচ্ছি আস্‌ছি।

মেঘবর্ণা

কোথাকার ধিঙ্গী মেয়ে! একা একা অদ্দুর যাস, ভয় ডর নেই?

নন্দা

(সহাস্যে) তোমার মত' কিনা! তুমি ত আরস্যুলা দেখ্‌লেই মূর্চ্ছা যাও! ভয় ডর ক'রব কেন—কৌণ্ডন্য ত সঙ্গে থাকে।

মেঘবর্ণা

না, কৌণ্ডন্যের সঙ্গে আর যেতে হবে না। বড়' হ'য়েছিস, এখনও ছেলে-মানুষটির মত যার-তার সঙ্গে ছুট্‌বি যেখানে-সেখানে, লোকনিন্দার ভয় রাখিস্‌নে?

নন্দা

তোমার যত বিদ্‌ঘুটে কথা! লোকনিন্দার ভয়ে আধখানা হ'য়ে গেলে! কই বাবা ত তোমার মত ভয় পান না?

মেঘবর্ণা

ওঁর কথা ছেড়ে দে। ওঁর কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে ?

নন্দা

না যত বুদ্ধি তোমার ! কৌণ্ডন্যের কি সাহস, আর গায়ে কি জোর ! সে সঙ্গে থাকলে আমি বাঘের ভয় করি না।

মেঘবর্ণা

থাকবার মধ্যে আছে এই জোর ; রাস্তায় ঘাটে যাকে তাকে ঠেঙ্গায়। ছিঃ !

নন্দা

ঠেঙ্গাবে না ? বেশ ক'রবে ! লাগ্‌তে আসে কেন ওর সঙ্গে !

মেঘবর্ণা

তুই বুঝি খুব আস্‌কারা দিস্‌।

নন্দা

দে-ই ত। যাই মা, বড্ড' দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। একটিবার বল্‌লেই ছুটে যাই।

মেঘবর্ণা

না যেতে হবে না ফুল আন্‌তে। ঘর সংসারের কাজ ত্যাখ'।

নন্দা

ফুল তুল্‌তে যাই ব'লে কোন' দিন তোমার ঘরের কাজ প'ড়ে থাকে ? ভারি ত সংসার ! এখন তিনটা সংসারের কাজ

একা ক'রতে পারি। রাঁধ্‌তে দাও না, তাই। নইলে দেখ্‌তে, তোমার চেয়ে কত সুন্দর, কত তাড়াতাড়ি রাঁধ্‌তে পারি।

মেঘবর্ণা

(হাসিয়া) আচ্ছা তা দেখা যাবে।

নন্দা

বল' না সোনা মা, তুমি না বল্‌লে যে যেতে পারছি না।

মেঘবর্ণা

যাবিই যদি, যা' না—অত জিজ্ঞেস-বাদ কেন?

নন্দা

যাক, আমি যাব' না।

মেঘবর্ণা

কেন, যাবি না কেন?

নন্দা

অমন মুখ ভার ক'রে বল্‌লে নাকি যাওয়া যায়? ফিক্ করে হেসে বল, ছ্যাখো কেমন ছুটে যাই।

মেঘবর্ণা

মেয়ের কথা শোন! আচ্ছা হেসেই বল্‌ছি। আজ যা—আর কখনও কিন্তু যেতে পাবি না।

নন্দা

(হাসিতে হাসিতে) আজ ত যাই। (প্রস্থান)

মেঘবর্ণা

কি অদ্ভুত মেয়ে! ছোট্টটি যখন ছিল, কত দুষ্টুমি-ই না ক'রেছে। রাগ হ'লেও কখনও গায় হাত তুলতে পারিনি

ওর। কি যে যাদু আছে ওর হাসিতে জানি না। বকব' কি! বকতে গেলে হেসে ফেলে—রাগ জল হয়ে যায়—চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে—বকা আর হয় না।

বেতালের প্রবেশ

স্নান-আহ্নিক ত সেরেছ দেখ্‌ছি। একটা কথা শুনবার সময় হবে?

বেতাল

হবে। কি কথা?

মেঘবর্ণা

নন্দার কথা। মেয়েটার কি বিয়ে দিতে হবে না?

বেতাল

নিশ্চয়ই হবে।

মেঘবর্ণা

হবে যদি, কৌণ্ডন্য ছোঁড়ার সঙ্গে অত মিশ্‌তে দিচ্ছ কেন?

বেতাল

তাতে দোষের কি হ'য়েছে?

মেঘবর্ণা

পরে যদি এ নিয়ে কোন কথা ওঠে, কেউ ক'রবে ওকে বিয়ে?

বেতাল

কথা উঠবে কি দোষে?

মেঘবর্ণা

দোষ—ধিঙ্গিপনা আর উঠ্‌তি বয়েস।

বেতাল

আর কেউ বিয়ে যদি নাই করে, কৌণ্ডন্যই ক'রবে।

মেঘবর্ণা

(অবাক হইয়া হাতের উল্‌টা পিঠের উপর গাল রাখিয়া) যা হোক বুদ্ধি বটে একখানা! কৌণ্ডন্য করবে নন্দাকে বিয়ে?

বেতাল

কেন, বাধা কিসে?

মেঘবর্ণা

নয় কিসে, শুনি? তোমার বন্ধু, নালন্দার শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে বিয়ে ক'রবে কৌণ্ডন্য, যার বাপ মায়ের খোঁজ নেই।

বেতাল

খোঁজ নিয়েই দেওয়া হবে।

মেঘবর্ণা

ছিঃ! সাতজন্ম আইবুড়ো হ'য়ে থাকলেও, ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

বেতাল

কেন, কৌণ্ডন্যের মত বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে—কটা ছেলে মেলে? আর কি সুন্দর, কি বলিষ্ঠ, কি সাহসী!

মেঘবর্ণা

দেখছি নন্দার বাতাস তোমার গায় লেগেছে। তা হোক। ওসব যেমন আছে, তেমনি এদিকে সে যে আস্ত কাঠগোঁয়ার। তার ওপর আবার কথায় কথায় অভিমান। তুমির বদলে তুই বল্‌লেই চোখে সাঁতার পানী।

বেতাল

(স্বগত) তা হবে না! জারজ হ'লেও রাজা বিম্বিসারের পুত্র ত, রাজরক্তের প্রভাব যাবে কোথায়। ক্ষত্রিয়ের স্বভাব ত ওতে আত্মপ্রকাশ ক'রবেই।

মেঘবর্ণা

অত ভাব্‌ছ কি? বিয়ের যোগাড় দ্যাখো।

বেতাল

না, ভাব্‌ব আর কি? নিজের মেয়ে ত নয়। যেখানে হোক বিয়ে দিলেই হবে।

মেঘবর্ণা

কি বল্‌লে, নিজের মেয়ে নয়! নন্দা যে নিজের মেয়েরও বাড়া, পেটেই না হয় না ধ'রেছি। ছিঃ! ছিঃ! কথাটা মুখে আট্‌কাল' না ব'ল্‌তে?

বেতাল

আট্‌কাবে কেন?

মেঘবর্ণা

পেটে না ধ'র্‌লে বুঝি আর মায়া পড়ে না? ভগবান আমাকে মায়ের গৌরব, মায়ের আনন্দ হ'তে বঞ্চিত ক'রেছেন —স্নেহ মমতা কাকে বলে জান্‌তুম না। তুমিই একদিন তিন বছরের শিশুকে ঘরে এনে দিয়েছিলে। আমার চেয়ে তোমার হৃদয়কে আমি কঠিন মনে ক'রতুম। কিন্তু সেদিন ধরা দিলে আমার কাছে তোমার হৃদয়ের স্নেহরসের ফল্‌গু-ধারাটি! আমি লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে গেলুম নিজের মরুহৃদয়ের কথা স্মরণ ক'রে। সেইদিনকার সেই লজ্জা আমার বুকে স্নেহের যে ছোট্ট বুদ্‌বুদ্‌টি রচনা ক'রেছিল আজ তা স্নেহসাগরে রূপান্তরিত হ'য়েছে।

বেতাল

যেখানে স্নেহের বাড়াবাড়ি, সেখানেই যত গোল। নিজের মেয়ের মত ব'লে ত আর নিজের মেয়ে ব'লে চালিয়ে দেওয়া যাবে না! বাপের নামগোত্র জান্‌তে চাইবে ত?

মেঘবর্ণা

বলবে।

বেতাল

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া) তা হ'লে, নন্দার বিয়ে দিতে হবে না।

মেঘবর্ণা

তাহ'লে কৌণ্ডন্যের সঙ্গে দেবে কি ক'রে? তারাও ত জান্‌তে চাইবে।

বেতাল

নাও চাইতে পারে।

মেঘবর্ণা

তার মানে।

বেতাল

তোমার আর মানে জেনে কাজ নেই।

মেঘবর্ণা

আচ্ছা, মানে না হয় নাই জান্‌লাম, নন্দা ও কৌণ্ডন্যকে হেঁসেলে যেতে দাও না কেন তা জান্‌তে পারি কি ?

বেতাল

না, পার না, জেনে তোমার কোন লাভ নেই। বাচালতা কোরো না। স্ত্রীলোক থাকবে মাছের মত মূক আর শীতের কোকিলের মত চুপ। তাদের অত শত খবরে কাজ কি ?

প্রস্থান।

মেঘবর্ণা

চুপ্‌ না থেকে আর ক'রব কি! নামে সহধর্ম্মিণী, কাজে চাকরাণী। বৈশালীর লোকের কাছে নন্দা ও কৌণ্ডন্য এক রহস্য। তাদের কুল, গোত্র কেউই জানে না। কেন এই লুকোচুরী! কোন কেলেঙ্কারী নেই ত এর মূলে! ছিঃ ছিঃ। আমার মনে এমন কুৎসিত সন্দেহ উঠ্‌ছে কেন! স্বামী কি এত নীচ, এত হীন ? না, না!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বৈশালীর চাপাল চৈত্য।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ।

একটি বিশাল চতুর্ভুজ প্রাঙ্গণের বোধিদ্রুমতলে উপাসনা-গৃহ; কিঞ্চিৎ দূরে দুই পার্শ্বে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বাসোপযোগী গৃহাবলী; প্রাঙ্গণের পশ্চাতে সুদূরপ্রসারী "মহাবন"।

ভিক্ষুণীদের গীত।

উদিল দশ-বল করুণা-দিবাকর অসীম তিমির নাশি,
প্রেম, দয়া, জ্ঞান, করুণা, নির্ব্বাণ, আনিল শাক্য-শশী।
জগৎ দুঃখ করিতে নাশ, অসীম শক্তির সসীম প্রকাশ,
পূজা কর তাঁরে, নহে ফুলজলে, নাশিয়া বাসনা রাশি।
জ্ঞানের জোয়ারে ডাকিয়াছে বাণ, স্পন্দিত করি ভারতের প্রাণ,
বৈদিক আচার, কর্ম্ম অনাচার যাইছে ভাসিয়া তৃণ সমান।
বুদ্ধ-আলোকে, নূতন পুলকে, ধরণীর বুকে জাগিল হাসি,
অহিংসা, করুণা, জ্ঞান, নির্ব্বাণ, অধর্ম্ম মথিয়া উঠিল ভাসি।

ভিক্ষুণীদের প্রস্থান।

বিমলা

ভগবান তথাগতের চরণে শরণ নিয়ে আজ আমার কি শান্তি, কি আনন্দ! যখনই মনে হয় কি ছিলাম আর কি হ'য়েছি তখনই হৃদয় আনন্দে বিভোর হ'য়ে ওঠে। নিজের সৌভাগ্যে নিজেরই ঈর্ষা হয়। বুদ্ধ-কৃপায় বারবিলাসিনী আজ ভিক্ষুণী—নরকের কীট আজ অমৃত-পথের যাত্রী! যে

ধর্ম্মের আশ্রয় পেয়ে মিথ্যার পথ ছেড়ে সত্যের পথে চ'ল্‌তে শিখেছি, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর ক'রে প্রজ্ঞালোকের সন্ধান পেয়েছি, সেই ধর্ম্মের অমৃতধারা দিকে দিকে বিলিয়ে দিতে, ছড়িয়ে দিতে প্রাণ আজ অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সারিপুত্রের প্রবেশ ও বিমলার অভিবাদন

সারিপুত্র

পারবে বিমলা, পারবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ', কথায় যা বল্‌লে কাজেও তা ক'রতে?

বিমলা

তথাগতের কৃপা আর আপনার আশীর্ব্বাদে—নিশ্চয়ই পারব।

সারিপুত্র

প্রচার-কার্য্যের পথে বহু বিঘ্ন, বহু লাঞ্ছনা, বহু অপমান। পারবে বিমলা মাথা পেতে নিতে?

বিমলা

পারব'।

সারিপুত্র

জান বিমলা, যাদের মঙ্গলের জন্য—উদ্ধারের জন্য বুদ্ধাবিষ্কৃত নব-ধর্ম্মের অমৃত পরিবেশন ক'রতে যাবে, তারাই তাড়িয়ে দেবে গৃহদ্বার হ'তে—ষড়যন্ত্র গড়ে তুল্‌বে মিথ্যাপবাদের—আর পদে পদে বিপদে ফেল্‌বে দেবল ব্রাহ্মণরা!

বিমলা

তাও জানি।

সারিপুত্র

তবে প্রস্তুত হও। শুধু তোমার আমার নয়, সমস্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সম্মুখেই আজ অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত র'য়েছে। সুগতের যা একান্ত বাঞ্ছিত সেই জন-কল্যাণকর নবধর্ম্মের প্রচারে এসো আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর হই।

বিমলা

আমাকে যা আদেশ ক'রবেন প্রাণপাত ক'রেও তা সম্পন্ন ক'রব।

সারিপুত্র

উত্তম। তবে শোন বিমলা, ভগবান তথাগতের অভিলাষ। তিনি ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের সহিত আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল নন। তিনি ব্যাকুল হ'য়েছেন বহু লোকের হিতের জন্য, বহু লোকের সুখের জন্য। তিনি চান, যে জ্ঞানালোক বহু আয়াসে নিজে উপলব্ধি ক'রেছেন, তার কিরণে জগদ্বাসীর অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত ক'রতে—তিনি চান সকল নরনারীকে মোহনিদ্রা হ'তে জাগ্রত ক'রতে—প্রবুদ্ধ ক'রতে। এই তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়। আর সেই সঙ্গে আমাদেরও কথা শোন'—যে অমৃতের আস্বাদনে আমরা পরিতৃপ্ত হ'য়েছি—যে প্রজ্ঞালোকের কিরণে আমরা পবিত্র হ'য়েছি, সে সম্পদ একা ভোগ ক'রে তৃপ্তি হ'চ্চে না। মানব-সমাজে তা বিতরণ

ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্চে। সে অমৃত পানে তৃপ্ত হোক মানবের পিপাসা, সে আলোকে উজ্জ্বল হোক মানবের হৃদয়—দূর হোক জগতের অকল্যাণ। আজ আমি সেই নবধর্ম্মের প্রচার-ব্রতে তোমাকে দীক্ষিত ক'রলাম।

বিমলা

আমি আজীবন প্রচার-ব্রত গ্রহণ ক'রলুম। আপনার আদেশ প্রতীক্ষা ক'রছি।

সারিপুত্র

তোমার মনোভাব অন্তরে অনুভব ক'রেছি ব'লেই তোমাকে বৈশালীতে নিয়ে এসেছি। এই বৈশালীই হবে তোমার প্রচার-কার্য্যের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র। তুমি নবধর্ম্মের প্রচার দ্বারা স্থানীয় লিচ্ছবীদের উন্নত কর—মোহমুক্ত কর, তাদের মিথ্যা হ'তে সত্যে, মৃত্যু হ'তে অমৃতে নিয়ে চল। যদি কৃতকার্য্য হও, তথাগতকে বিপুল আনন্দ দেবে তুমি।

বিমলা

জগতে এত লোক থাক্‌তে লিচ্ছবীদের জন্য তথাগতের এই অহেতুক স্নেহের কারণ কি?

সারিপুত্র

তথাগতের করুণা অকারণ হ'তে পারে না। সাধু সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা পাতকী পুত্রকন্যার জন্যই পিতার স্নেহ-করুণা স্বভাবতঃই সমধিক হ'য়ে থাকে। তাই এই দুর্গত, পতিত লিচ্ছবীদের জন্য সুগতের স্নেহাধিক্য

বিমলা

লিচ্ছবীরা কি এত দুর্গত, এত পতিত ?

সারিপুত্র

দুর্গত নয়! পতিত নয়! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে লিচ্ছবীরা কতদূর অধঃপাতে গিয়েছে—ঘরে ঘরে নরকের কি কুৎসিত অভিনয় চ'লেছে! এদের অন্তঃপুরে উলঙ্গ জটিলেরা পুরাঙ্গনাদের পূজা পাচ্ছে—সাধুর পোষাকে অসাধুরা সম্মান পাচ্ছে। যেখানে একদিন গৃহলক্ষ্মীরা পূজা পেয়েছে—শ্রদ্ধা পেয়েছে, আজ সেখানেই তারা দাসীর মর্য্যাদাটুকু পাচ্ছে না। আজ বৈশালীতে সধবা লাঞ্ছিতা, বিধবা লুণ্ঠিতা, কুমারী ধর্ষিতা! আর—আর বারাঙ্গনারা···

বিমলা

উঃ! আর শুন্‌তে পারছি না।

সারিপুত্র

এরা যশ, ভাগ্য ও দারাপুত্রাদির কামনায় ধর্ম্মের নামে নিত্য যাগযজ্ঞে পশুর ত কথাই নাই, নরনারী এমন কি শিশু পর্য্যন্ত বলি দিয়ে দেবতার তর্পণ করে। মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি তান্ত্রিক অনাচার নিত্য অনুষ্ঠান করে—ঘরে ঘরে—অবাধে। আরো শুন্‌তে চাও বিমলা ?

বিমলা

না—না, আর শুন্‌তে চাই না। উঃ! নরকের যেন এখানেও এসে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিচ্ছে!

সারিপুত্র

কিন্তু এই নরকই একদিন নন্দন-কাননে রূপান্তরিত হবে, আর তুমিই হবে তার নিমিত্ত।

বিমলা

তথাগতের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।

সারিপুত্র

তাই হবে বিমলা। তোমাকে প্রধানতঃ তিনটি কাজ ক'রতে হবে। প্রথম—বৈশালীর ঘরে ঘরে ভিক্ষুণীদের পুরোবর্ত্তিনী হয়ে নবধর্ম্ম প্রচার; দ্বিতীয়—অম্বপালীর মুক্তিলাভে সহায়তা; তৃতীয়—বেতালভট্টের ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ।

বিমলা

অম্বপালীর মুক্তি!

সারিপুত্র

হ্যাঁ, অম্বপালীর মুক্তি।

বিমলা

তা কেমন ক'রে সম্ভব হবে? সে ত আকণ্ঠ ডুবে র'য়েছে রত্নদত্তের প্রেমে।

সারিপুত্র

তার মুক্তির ডাক এসেছে, তার ভেসে উঠ্‌বার সময় হ'য়েছে। তুমি শুধু তীরে টেনে এনে মুক্তির পথে তুলে দেবে।

বিমলা

কি ক'রে?

সারিপুত্র

তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত ক'রে। রত্নের প্রেমে মুগ্ধ হ'লেও অম্বপালীর পুত্রস্নেহ অপরিসীম। সেই স্নেহতন্ত্রীতে তোমায় তুল্‌তে হবে তীব্র বেদনার সুর।

বিমলা

কে তার পুত্র ?

সারিপুত্র

কৌণ্ডন্য ; সে বেতালভট্টের টোলে শিক্ষা পাচ্ছে— গোপনে, রত্নদত্তের অর্থে ও ইঙ্গিতে। কিন্তু কৌণ্ডন্য এখনো জানে না সে কার পুত্র।

মলা

বেতালভট্টের ষড়যন্ত্রের কথা কি ব'ল্‌ছিলেন ? কে এই বেতালভট্ট ?

সারিপুত্র

বৈশালীর ধর্ম্মনায়ক, বুদ্ধ-বিদ্বেষী, বৈদিক পণ্ডিত। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের ধ্বংসই এর কাম্য। তথাগতের অকলঙ্ক চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক-কালিমা লেপন ক'রে তাঁকে জন-সমাজে হীন প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার এই নীচ ষড়যন্ত্র। সে ষড়যন্ত্র তোমাকে ব্যর্থ ক'রতে হবে। এই তিন কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ কর।

বিমলা

আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলুম। আমার

সহায়—সঙ্ঘের আশীর্ব্বাদ ও ভগবান তথাগতের করুণা। আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে আজ থেকেই আমি প্রচারে বাহির হই।

সারিপুত্র

আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তথাগত তোমার সহায় হোন।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রাজকীয় নগরোদ্যানের একাংশ।

সময়—প্রভাত।

উদ্যানস্থ সুদীর্ঘ সরোবরের এক নির্জ্জন প্রান্তে মর্ম্মর পীঠিকায় আসীন কৌণ্ডন্য ও নন্দা; উভয়েই কথোপকথনে গভীর নিমগ্ন। আশেপাশে ত্রিবিধ বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। অপর তীরে কয়েকটি পুষ্পভারাবনতা লতা বৃক্ষের আশ্রয়চ্যুত হইয়া সরোবরের বুকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কৌণ্ডন্য

যদি নাই ব'ল্‌বে, ডেকে আন্‌লে কেন?

নন্দা

ব'ল্‌ব ব'লেই ত ডেকেছি—ব'ল্‌তে যে পারছি না। ছাখো কি রকম ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছে বুকটা। (কৌণ্ডন্যের হাতটা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।)

কৌণ্ডন্য

তাইত।

নন্দা

ভোরের স্বপ্ন—ব'ল্‌তে ভয় হ'চ্ছে ;—যদি সত্য হয় !

কৌণ্ডন্য

হাঃ ! হুঃ ! স্বপ্ন ! আমি ভাবলাম না জানি কি !

নন্দা

আগে শোনই—হাস্‌তে হয়, পরে হেসো ।

কৌণ্ডন্য

বল, শুন্‌ছি ।

নন্দা

তখন ফর্সা হ'য়ে এসেছে—উঠ্‌ব' উঠ্‌ব' ক'রছি, এমন সময় তুমি এসে ডাক্‌লে । বেরিয়ে আস্‌তেই তুমি হাত ধ'রে টান্‌লে—ব'ল্‌লে চল—আমিও হাস্‌তে-হাস্‌তে ছুটে চ'ল্‌লুম তোমার সঙ্গে ।

কৌণ্ডন্য

ভাবনার অনুরূপ স্বপ্ন । কোথায় চল্‌লে, ক্ষুদ্রক-বনে ত ?

নন্দা

না গো না, সে এক নূতন দেশ ;—কি সুন্দর ! কত বাড়ী ঘর, দীঘি সরোবর, নদ নদী সাগর ।

কৌণ্ডন্য

তারপর ?

নন্দা

আমরা একটা নদীর ধারে এলুম । কি মস্ত নদী !

ও-পার দেখা যায় না—সকালের নূতন রোদে বুকের জল তার ঝিক্‌মিক্ ক'রছিল। ছোট বড় কত নৌকো! আর সবগুলিই চ'লেছিল একদিকে।

কৌণ্ডন্য

বটে!

নন্দা

একখানা নৌকো—মাঝি মাল্লা নেই, তীরে এসে লাগ্‌লো। দুজনেই হাত ধরাধরি ক'রে উঠে প'ড়লুম। আপনা হ'তেই ভেসে চ'ল্‌লো নৌকো।

কৌণ্ডন্য

এ যে দেখ্‌ছি নূতন ধরণের স্বপ্ন। তারপর?

নন্দা

ঢেউয়ের তালে নেচে চ'ল্‌লো নৌকো। কি এক অজানা আনন্দে আমি যেন বিহ্বল হ'য়ে প'ড়লুম।

কৌণ্ডন্য

আর আমি?

নন্দা

তুমি ছেলে-মানুষটির মত কখন' আমার চুল, কখন' কানের দুল, নাকের ফুল, হাতের আঙ্গুল্ নিয়ে খেলায় মেতেছিলে।

কৌণ্ডন্য

স্বপ্নটা ত বেশ মজার—ব'ল্‌তে অত ভয় পাচ্ছিলে কেন? এমন স্বপ্ন তুমি নিত্যি দেখো, নিত্যি যেন সত্যি হয়।

নন্দা

থাম'—থাম'। আগে শোনই সবটা।

কৌণ্ডন্য

বল, শুনছি।

নন্দা

এদিকে যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে সে খেয়ালই ছিল না। নদী মস্ত বড় সাপের মত ফুলে ফুলে চ'লেছে—তবু খেয়ালই নেই। হঠাৎ মেঘের ডাকে, বিদ্যুতের ঝলকে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম?

কৌণ্ডন্য

ঝড় উঠ্‌লো বুঝি?

নন্দা

হ্যাঁ, সে কী মেঘের ডাক! বিদ্যুতের কী ঝলক! কানে তালা লাগ্‌লো—চোক ঝ'ল্‌সে গেলো। আর পাহাড়ের মত ঢেউগুলির ধাক্কা খেয়ে নৌকো এই ডোবে ত এই ডোবে। আমি ভয়ে কেঁদে উঠ্‌লুম—তুমি বুকে জড়িয়ে ধ'রলে আমাকে।

কৌণ্ডন্য

তুমি যে সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লে। ছিঃ। স্বপ্ন বৈ ত নয়।

নন্দা

চোখ মুছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মস্ত বড় একটা ঢেউ নৌকোর ওপর আছাড় খেয়ে প'ড়্‌লো, আমরা ছিট্‌কে পড়্‌লুম নদীর বুকে। তুমি তখনো আমাকে বুকে চেপে রেখেছিলে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে? দৈত্যের মত আর একটা ঢেউ এসে

আমাকে তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো—ভয়ে আমি চোখ বুজলুম। আবার যখন চোখ খুল্লুম—ঝড় থেমে গেছে। দেখ্লুম—তুমি অনেক দূরে—পরণে গেরুয়া, ভেসে চ'লেছ এক নূতন নৌকায়। একি দুঃস্বপ্ন দেখ্লুম কৌণ্ডন্য ?

কৌণ্ডন্য

স্বপ্ন বৈ ত নয়—ভয় কি ?

নন্দা

না কৌণ্ডন্য, আমার বড় ভয় হ'চ্ছে—হয়ত' আমাদের মিলন হবে না। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে—এ স্বপ্ন হয়ত' তারই ছায়াপাত ক'রে গেলো।

কৌণ্ডন্য

নিশ্চয় হবে মিলন—কে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবে ?

নন্দা

যদি স্বপ্নের দুর্যোগের মত কোন দুর্দ্দৈব ঘটে জীবনে ? তোমার মা-বাপ যদি রাজী না হন বিয়ে দিতে ?

কৌণ্ডন্য

কি ছেলেমানুষ ! রাজী হবেন না! কেন শুনি ?

নন্দা

জান ত সুন্দর ছেলের জন্যে বাপ-মা সুন্দরী মেয়ে চায়।

কৌণ্ডন্য

চায়ই ত—সেজন্যেই ত তোমাকে তাঁদের পছন্দ হবে।

নন্দা

যাও, আমি নাকি আবার সুন্দরী !

কৌণ্ডন্য

কে বলে তুমি সুন্দরী! তুমি বান্দরী—ছুছুন্দরী—

নন্দা

(হাসিয়া) থাম’, থাক, আর ঝগ্ড়া ক’রতে হবে না। শোন’ কৌণ্ডন্য, তুমি ত পরীক্ষা শেষ হ’লেই বাড়ী যাবে; আমার দিনগুলো কাটবে কি ক’রে?

কৌণ্ডন্য

ক’ দিন বই ত নয়। বাড়ী গিয়েই ত আমি বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে নিয়ে যাব তোমাকে।

নন্দা

হ্যাঁ, নিয়ে গেলে তুমি! বাড়ী গিয়ে কিনা আমার কথা মনে থাক্‌বে তোমার!

কৌণ্ডন্য

তা কেমন ক’রে থাক্‌বে!

নন্দা

থাক্‌বে না কৌণ্ডন্য—সত্যি থাক্‌বে না?

কৌণ্ডন্য

কি ক’রে থাকবে? মন ত তোমার ঐ আঁচলেই বেঁধে রেখে যাবো।

নন্দা

যাও! তুমি যেন কি! সত্যি কৌণ্ডন্য, একমাসের মধ্যে নিয়ে যাবে ত? দেখো কথা যেন বেঠিক না হয়।

কৌণ্ডন্য

আমার কথা বেঠিক হয় না—সে হয় তোমার, নন্দা—

নন্দা

(আশ্চর্য্য হইয়া) ওমা ! সেকি ! আমার কথা আবার কবে বেঠিক হ'লো ?

কৌণ্ডন্য

হ'লো না ? আসবার সময় পথে কি ব'লেছিলে ?

নন্দা

ওঃ ! এই কথা ! বেশত বেঠিক্‌কে এখুনি সঠিক ক'রে নিচ্ছি। বল—কোন্‌টা গাইবো ?

কৌণ্ডন্য

যেটা সেদিন বাপীতটে গেয়েছিলে।

নন্দার গীত

মম মন-মন্দিরের দেবতা তুমি
তোমার পরশে আমি তীর্থ ভূমি
হে চির-বাঞ্ছিত, ক'রোনা বঞ্চিত
প্রেম-লাঞ্ছিত জনে
অকিঞ্চনে প্রেম সিঞ্চনে
দাও আনন্দ মনে।
হৃদয়ে জাগিয়া রহ প্রণয়ে তুমি
তোমার চরণে যেন পড়িহে ঘুমি।

(হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া) ঐ যা বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, আজ কপালে বকুনি খাওয়া আছে। শীগ্‌গির চলো।

কৌণ্ডন্য

চল—যাওয়ার আগে এসো একটা অষুধ লাগিয়ে দি—(চুম্বন) এখন আর বকুনি খেলেও দাগ লাগবে না।

নন্দা

ছিঃ! ছিঃ! তুমি ভারি দুষ্টু! (ছুটিয়া পলায়ন এবং কৌণ্ডন্যের পশ্চাদ্ধাবন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বৈশালীর রাজপথ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক তাহার যষ্টির সাহায্যে সন্তর্পণে চলিতে চলিতে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। একজন কৃষক অন্ধকে একটি পয়সা দিল কিন্তু একজন সম্পন্ন লোক কিছুই না দিয়া অন্ধকে শ্লেষ করিয়া সহাস্যে চলিয়া গেল।

ভিক্ষুকের গীত

নয়ন হ'রেছ, ভালই ক'রেছ
আমি চাইনা ধরার আলো।
মনের দেউলে, হে মম দেবতা
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

সে আলোকে নাথ তোমারে দেখাও,
কাছে এসে তুমি ধরা দিয়ে যাও ;
দয়া ক'রে প্রভু আমারে শিখাও
তোমারে বাসিতে ভালো।

তুমি মম চির সহায় শরণ,
কতদিনে পাব' তব দরশন
অগতির গতি, হে জগৎপতি!
কিঙ্করে তব পালো।

ভিক্ষুক

জয় হোক্ মা। দ্বাদশীর দিন অন্ধকে একটি পয়সা দাও গো—মা

(দরজা খুলিয়া দেবীপ্রসাদ রাস্তায় আসিল।)

দেবীপ্রসাদ

(পরুষকণ্ঠে) যা, যা—এখানে কিছু হবে না। যত সব চোর আর বাট্‌পাড়! দিনের বেলায় অন্ধ সেজে লোক ঠকাবে আর রাত্তির হ'লেই চুরি ক'রবে।

ভিক্ষুক

তাদের কথা ছেড়ে দাও, বাবু।

দেবীপ্রসাদ

আর যত সাধু তুমি! চোখ থাক্‌তেও অন্ধ সেজে এসেছ।

ভিক্ষুক

তা কি কেউ সাজে বাবু!

দেব

থাম্, থাম্; আর বখামি ক'রতে হবে না।

(কলসী কাঁখে একটি বিধবা প্রবেশ করিয়া ছোঁয়াচের ভয়ে ডান হাতে কাপড় টানিয়া টুনিয়া অতি সাবধানে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিলেন।)

বিধবা

এই যে বাবা দেবীপ্রসাদ! ও ভিখিরিটার সঙ্গে আবার কি ব'ক্‌ছ?

দেবীপ্রসাদ

ত্যাখো না মাসী, ব'ল্‌ছি কিছু পাবে না, তবু যাবে না।

জান' ত ওদের মতলব। ভিক্ষা ক'রতে ত আসে না—আসে চুরির সন্ধানে।

বিধবা

এ তোদের ভারি অন্যায় বাপু—যা না. আরো ত কত বাড়ী আছে।

দেবীপ্রসাদ

এই, যাচ্ছিস্ না যে বড়'?

ভিক্ষুক

যাচ্ছি বাবু, মা লক্ষ্মী পয়সা পাঠাচ্ছেন—নিয়েই চ'লে যাব।

বিধবা

কত বুজ্‌রুকীই জানে! উনি একেবারে সাক্ষাৎ দৈবজ্ঞ ঠাকুর!

দেবীপ্রসাদ

পয়সা আস্‌ছে! মা লক্ষ্মী এসে তোর কানে কানে ব'লে গেলেন!

(একটি ছেলে বাহিরে আসিয়া ভিখিরির হাতে পয়সা দিয়া পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিল।)

ভিক্ষুক

জয় হোক মা লক্ষ্মী—ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর'।

বিধবা

বউ দেখ্‌ছি বড় বে-হিসাবী।

দেবীপ্রসাদ

চুপ্ চুপ্! অত জোরে ব'ল না মাসী। তা যা ব'লেছ, নইলে কম টাকাই কি রোজগার ক'রলাম। বুঝে খরচ ক'রলে কোন্ না আর চকমিলান বাড়ী তুল্‌তে পারতাম!

বিধবা

বউয়ের গায় কোন্ না সোণাদানার বদলে দু' চারখানা হীরে মুক্তো উঠ্‌ত। (যাওয়ার জন্য উদ্যত হইয়া) আঃ, সর্ মিন্‌সে—সর্‌না রে! ছুঁয়ে দিয়ে শেষে কি আবার নদীর ঘাটে ছোটাবি!

ভিক্ষুক

না মা, ছুঁলে জল নষ্ট হবে না—আমি ব্রাহ্মণ!

বিধবা

শুন্‌লে দেবীদাস, ভিখিরিটার কথা? হোক্ না বামুন, ভিখিরি ত বটে। আর ওর ছোঁয়া জল খাব আমি সৎ কায়েতের মেয়ে হ'য়ে?

দেবীপ্রসাদ

এই, সর্‌না রে! শেষে কি কোঁৎকার গুঁতো খাবি? (ভিক্ষুক লাঠির সাহায্যে সরিয়া এক পাশে দাঁড়াইল।)

বিধবা

বেঁচে থাক' বাবা দেবীপ্রসাদ।

(বিধবা পূর্ব্ববৎ প্রস্থান করিলেন—দেবীপ্রসাদ ভিতরে প্রবেশ করিল এবং ভিক্ষুক পুনরায় গান ধরিল।)

নয়ন হ'রেছ, ভালই ক'রেছ
আমি চাইনা ধরার আলো।
মনের দেউলে, হে মম দেবতা
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।

(সারিপুত্র প্রবেশ করিল, ভিক্ষুকের নিকট গমন করিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল।)

সারিপুত্র

অত পথ প'ড়ে থাক্‌তে এত ধারে স'রে এসেছ কেন ভাই? এস তোমায় পথের মাঝ্‌খানটায় নিয়ে যাই।

ভিক্ষুক

আহা! কথা নয় ত যেন সুধা ঝ'র্‌ছে। কে ভাই তুমি?

সারিপুত্র

আমি ভাই, তথাগতের একজন সামান্য শিষ্য—সেবক।

ঠিক, ঠিক। যিনি আচণ্ডালে ধর্ম্মের অমৃত বিলাচ্ছেন তাঁর প্রেমে প্রেমিক না হ'লে কি আর কথা অমন মিষ্টি হয়? তোমাকে, ভাই বললাম—তুমি বললাম—যেন রাগ ক'রো না।

সারিপুত্র

সে কি কথা! এমন মধুর ডাকে কেউ নাকি রাগ করে! এখন কোথায় যাবে?

ভিক্ষুক

কোথায় আর যাব ! পথে পথে ভিক্ষা ক'রব ।

সারিপুত্র

একটা কথা শোন ভাই । আমিও তোমার মত না হ'লেও অন্ধই ছিলাম । তোমার বাহিরের দৃষ্টি গেছে, আমার গেছ্লো ভাই ভিতরকার দৃষ্টি । কি অন্ধকারই না ছিল আমার অন্তরে । ভয় পেয়ে ছুটে গেলাম তথাগতের চরণে । শুনে তুমি খুশী হবে তাঁর কৃপায় অন্তরের অন্ধকার দূর হ'য়েছে, এখন বাহিরের চেয়ে ভিতরেই বেশী আলো—বাহিরের দৃষ্টি গেলেও আর দুঃখ হবে না । যাবে ভাই সেই জগতের বন্ধু, আর্ত্তের বন্ধু, ভগবান তথাগতের কাছে ?

ভিক্ষুক

মহাপাপী না হ'লে কেউ অন্ধ হয় না । সে বাহিরে অন্ধ, অন্তরেও অন্ধ । তার অন্তরে কি বাহিরে কোথাও ভগবানের দয়ার আলো প্রকাশ পায় না । তুমি অতি বড় ভাগ্যবান, তাই তথাগতের দয়ায় তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে । আমার মত অভাগার কপালে সে সৌভাগ্য সম্ভব নয় ভাই ।

সারিপুত্র

তুমি যে মস্ত বড় সংশয়বাদী হ'য়ে প'ড়েছ !

না হ'য়ে কি ক'রি ? মানুষ যদি মানুষ হ'ত, অন্ধ খঞ্জকে ঘৃণার বদলে দয়ার চক্ষে দেখ্ত, তা হ'লে হয়ত' ভগবানের দয়ায় তাদেরও বিশ্বাস থাক্ত' ।

সারিপুত্র

তুমি ত ভাই বেশ শিক্ষিত লোক দেখ্‌ছি

পিতা ছিলেন পণ্ডিত, কাজেই ছেলেকে গণ্ডমূর্খ ক'রে রাখেন্‌ নি।

সারিপুত্র

দৃষ্টি হারালে কি ক'রে ভাই?

ভিক্ষুক

বাতসন্নিপাতে।

সারিপুত্র

আর অর্থহীন, তার কারণ?

ভিক্ষুক

ভাইদের প্রতারণা।

সারিপুত্র

একবার যাওনা ভাই জেতবনে—তথাগতের চরণে। দেখ্‌বে প্রাণে কি আনন্দ কি শান্তি আসে। জ্যোতির্ম্ময়ের কিরণ-কিরীটে স্নিগ্ধ আলোর স্পর্শ পেয়ে অন্তর তোমার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে—নূতন দৃষ্টিতে জগৎ দেখে প্রাণে প্রশান্তির পরমানন্দ পাবে। যাবে ভাই, যাবে?

ভিক্ষুক

যাব ভাই, যাব—নিশ্চয় যাব। তোমার মত দরদীর কথা কি ঠেল্‌তে পারি?

সারিপুত্র

চিনে যেতে পারবে ত ?

পারব'। আমার লাঠি জেতবনের পথ চেনে।

(প্রস্থান)

সারিপুত্র

হে বুদ্ধ, হে সুগত, জগতের পাপী তাপী অনাথ আতুর সকলের দুঃখক্লেশ-মোচনের গুরুভার তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রেছ। সামান্য একটি কর্ত্তব্যের ভার দিয়েছ আমাদের উপর; তাও যদি না পারি ক'রতে, তবে আর জীবনে প্রয়োজন কি ? এই যে কৌণ্ডন্য আস্‌ছে এদিকে।

(কৌণ্ডন্য প্রবেশ করিল, সারিপুত্রকে দেখিয়া চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল।)

তথাগত মঙ্গল করুন।

কৌণ্ডন্য

বৌদ্ধ ভিক্ষু ?

সারিপুত্র

হ্যাঁ।

কৌণ্ডন্য

কি সুন্দর, সৌম্য ও শান্ত আপনার মূর্ত্তি।

সারিপুত্র

এর আগে বুঝি বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখনি, কৌণ্ডন্য ?

কৌণ্ডন্য

এ কি, আপনি দেখ্‌ছি আমার নাম জানেন।

সারিপুত্র

শুধু নাম কেন, তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি।

কৌণ্ডন্য

আমার বাবার নাম জানেন?

সারিপুত্র

জানি।

কৌণ্ডন্য

মার নাম?

সারিপুত্র

তাও জানি।

কৌণ্ডন্য

কি আশ্চর্য্য! বৈশালীর কেউ ত জানে না। আমিও জানি না। বাবার নামটা বল্‌বেন আমাকে?

সারিপুত্র

যথাসময়ে জানবে, কৌণ্ডন্য। নন্দা জানে তার বাপ-মায়ের নাম?

কৌণ্ডন্য

নন্দাকেও চেনেন দেখ্‌ছি৷ না, নন্দাও জানে না তার বাপ-মায়ের নাম।

সারিপুত্র

তবু তুমি নন্দাকে বিয়ে ক'রতে চাচ্ছ—যার কুলশীল অজ্ঞাত !

কৌণ্ডন্য

আপনি দেখ্‌ছি সবই জানেন। কে আপনি ?

সারিপুত্র

আমি কে তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই। যদি ইচ্ছা হয় আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কৌণ্ডন্য

কুল অজ্ঞাত হলেও তাকে বিয়ে ক'রব যেহেতু তার শীল জ্ঞাত। নন্দা স্ত্রীরত্ন ; দুষ্কুলের হলেও দোষ নাই। আর যে বিয়ে আচার্য্য দেবের আগ্রহে ও সমর্থনে হ'চ্ছে তা কখনই দোষের হ'তে পারে না।

সারিপুত্র

কুল-গোত্রের পরিচয় দিয়ে—পিতামাতার সম্মতি ও উপস্থিতিতে এ বিয়ে দিচ্ছেন না কেন তোমার আচার্য্য ? যেখানে এত গোপনতা সেখানে কি সন্দেহ করা উচিত নয় তোমার ?

কৌণ্ডন্য

কে আপনি ? ভিক্ষু হয়ে গার্হস্থ্য বিষয়ে এত অসঙ্গত অনুসন্ধান কেন ? আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেব না আমি

—আপনি গুরুনিন্দাকারী। আমি চল্‌লাম—আপনিও যান —পরচর্চ্চা ছেড়ে ভিক্ষুর যা কর্ত্তব্য সেই ধর্ম্ম-চর্চ্চায় মন দিন্‌গে।

প্রস্থান

সারিপুত্র

না, তেজস্বী বটে। ক্ষাত্রবীর্য্যের পূর্ণ দ্যোতক। আর কি আদর্শ গুরুভক্তি! এরূপ সিংহ-শিশুই সঙ্ঘের সর্দ্দার হওয়ার যোগ্যতম পাত্র। ঐ না ভট্টজী আসছেন! আমাকে চিন্‌তে পারলে বিষম অনর্থ ঘটাবেন। না, আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমার স'রে পড়াই উচিত।

প্রস্থান

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল

লোকটা আস্‌তে আস্‌তে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন পথে চ'লে গেল। গৌতমের চেলা তাতে সন্দেহ নেই। মুখখানা যেন চিনি চিনি ম্নে হ'চ্ছে। উপতিস্‌স কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়। উপতিস্‌স না হ'য়ে যায় না। উপতিস্‌স বুদ্ধের প্রধানতম শিষ্য। বৈশালীতে উপতিস্‌সের উপস্থিতি দুশ্চিন্তার কারণ। ষড়যন্ত্র? হুঁঃ। দেখে নিচ্ছি গৌতম! আমার বিরুদ্ধে মন্ত্রী পাঠিয়েছ! দ্যাখো কি করে ব'ড়ে চেলে মাৎ করি তোমাকে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বেতালের গৃহসংলগ্ন উদ্যান।

সময়—অপরাহ্ণ।

উদ্যানসংলগ্ন লতাবিতানে একটি দীর্ঘাসনের এক পার্শ্বে বসিয়া নন্দা গীত গাহিতেছে। তাহার পোষাক জাঁকজমকশূন্য এবং হাতে একগাছি মালা।

নন্দার গীত

এসো হে এসো হে কমল বনে
আমার মনের মধুকর হে।
প্রেমের কমল 'পরে বিরহ-শিশির ঝরে
বিরস হ'লো যে তার মধু হে।
আসিয়া হৃদয়-পুরে বিরহ বিতাড়ি' দূরে
মধুরে কর মধুতর হে।

কৌণ্ডন্য ব'লেছিল বাগানে আস্‌বে। কই, এল না ত। ঐ বুঝি আস্‌ছে। কার পায়ের শব্দ শুন্‌ছি না? হ্যাঁ, বেশ হবে, একটা মজা করা যাক।

(নিজের গলার মালা খুলিয়া কৌণ্ডন্যের গলায় পরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইয়া কৌণ্ডন্যের পরিবর্ত্তে নিরঞ্জনকে সম্মুখে দেখিয়া ধরাতলে মালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সলজ্জভাবে ছুটিয়া পলায়ন করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন প্রবেশ করিল।)

নিরঞ্জন

রাম! রাম! না জানি কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম! ছিঃ! ছিঃ! কি জঘন্য নির্লজ্জতা! কী

কুৎসিত লালসার নৃত্যঝঙ্কার বেজে উঠ্‌ছিল ঐ সঙ্গীতের তরঙ্গে তরঙ্গে! ভট্টজীর প্রশ্রয় পেয়ে নন্দা কৌণ্ডন্য বড়ই অশোভনীয় ভাবে প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠ্‌ছে। এতে ক'রে শিক্ষায়তনের শুচিতা কলুষিত হ'চ্চে। ভট্টজীকে আজ সে কথাই ব'লতে হবে। কিন্তু এদের সম্বন্ধে যেরূপ উদাসীন উনি—আমার কথা কাণে তুল্‌বেন কি?

(বেতাল প্রবেশ করিল ও নিরঞ্জন অভিবাদন করিল।)

বেতাল

এই যে নিরঞ্জন এসেছ। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

নিরঞ্জন

আদেশ করুন।

বেতাল

শুনেছ কি, গৌতম তার ধর্ম্মপ্রচারের জন্যে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পাঠিয়েছে এখানে?

নিরঞ্জন

আজ্ঞে শুনেছি।

বেতাল

তোমার সহপাঠী উপতিস্‌সও এই দলে আছে।

নিরঞ্জন

(সোৎসাহে) বটে, উপতিস্‌স এসেছে বৈশালীতে?

বেতাল

হ্যাঁ, এসেছে। এতে আনন্দের কি আছে? বরং আশঙ্কারই কারণ। এই বৌদ্ধ নাস্তিকেরা যেরূপ ঐক্যবদ্ধ ও কর্ম্মশীল,

আমার ভয় হচ্ছে, বাধা না পেলে এরা অচিরেই বৈদিক ধর্ম্মকে সমূলে বিনষ্ট করবে।

নিরঞ্জন

আপনার অনুমান হয়ত অমূলক নয়।

বেতাল

শোন নিরঞ্জন, সনাতন ধর্ম্মের এই সঙ্কট-সময়ে তোমার মত বিদ্বান্ ও বক্তার নিশ্চেষ্ট থাকা আর উচিত নয়।

নিরঞ্জন

কি ক'রতে আদেশ করেন?

বেতাল

তোমার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সদ্ব্যবহার কর; প্রচার কর উচ্চ কণ্ঠে, গম্ভীর নিনাদে বৈদিক ধর্ম্মের প্রধানতম পবিত্রতম পরমার্থ। ফুটিয়ে তোল' লোকের মানস-মুকুরে এই প্রাচীনতম ধর্ম্মের মাধুর্য্য, তার সৌন্দর্য্যের দ্যুতি; দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও তার জ্যোতি, তার মহিমা, তার গৌরব; স্পন্দিত কর, জাগ্রত কর, সজীব কর লোকের সুপ্ত মনকে; জনগণকে নিষ্ঠায়, সাত্ত্বিকতায় অনুপ্রাণিত কর; আর্য্যধর্ম্মকে অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। স্তব্ধ কর, বিমূঢ় কর এই নিরীশ্বরবাদী পাষণ্ডদের। তোমার প্রতি এই আমার আদেশ।

নিরঞ্জন

আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু এ সবে কি লাভ হবে?

বেতাল

নবধর্ম্মের ধ্বংসস্তূপের উপর সুপ্রতিষ্ঠ হবে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম।

নিরঞ্জন

আজ্ঞে, তা হবে না।

বেতাল

হবে না কেন?

নিরঞ্জন

পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির স্বধর্ম্ম। তার রাজ্যে শাশ্বত সনাতন ব'লে কিছু নেই—থাকতে পারে না। সেজন্যে কোন ধর্ম্মই নিত্য শাশ্বত হ'তে পারে না।

বেতাল

তোমার একথা বলার উদ্দেশ্য কি?

নিরঞ্জন

আমি বলতে চাচ্ছি বর্ত্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম্মই যুগধর্ম্ম। এই প্রগতিশীল ও সময়োপযোগী ধর্ম্ম প্রাচীন পঙ্গু বৈদিক ধর্ম্মকে পিছে ফেলে এগিয়ে যাবেই—তার গতি কিছুতেই রোধ করা যাবে না।

বেতাল

মূঢ়ের মত এসব কি বল্‌ছ নিরঞ্জন? তোমার মনও কি উপতিস্‌সাদির মত নূতন ধর্ম্মের ঝলক লেগে মোহাবিষ্ট হ'লো? যে বৈদিক ধর্ম্ম সৃষ্টির সমকালীন—

যে ধর্ম্ম ভগবৎপ্রেরণায় চন্দ্র-সূর্য্যের দীপ্তির মত পরিস্ফুরিত হ'য়েছিল আর্য্যঋষিদের হৃদয়গগনে, সেই চিরসত্য নিত্য ধর্ম্মকে পঙ্গু প্রাণহীন ব'ল্‌তে সঙ্কোচ হ'লো না তোমার ?

নিরঞ্জন

আপনি এ দীনের কথায় খুবই বিরক্ত হ'য়েছেন। কিন্তু আপনার চরণতলে ব'সেই শিক্ষা পেয়েছি অপ্রিয় হ'লেও সত্য কথাই বলা উচিত। যা আমি সত্য ব'লে অনুভব ক'রছি তাই আপনাকে ব'লছি। আপনি বিশ্বাস করুন, যে ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশলপতি প্রসেনজিৎ—যে ধর্ম্মে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের সম্রাজ্ঞীরা—যে ধর্ম্মের সুষমায় মুগ্ধ হ'য়ে স্বভাবকৃপণ শ্রেষ্ঠীরা মুক্তহস্ত—যে ধর্ম্মের উদারতায় রক্ষণশীলা রমণীরা ভাবোন্মত্তা—এমন কি দস্যু, তস্কর, গণিকারা পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মে আকৃষ্ট—তার ধ্বংস সম্ভব নয়—কামনা করাও সঙ্গত নয়।

বেতাল

বৈদিক ধর্ম্মের হিতার্থে এই অপধর্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই কাম্য এবং একে ধ্বংসও আমি ক'রবই। ধর্ম্মের নামে এই অনাচার আমি সহ্য ক'রব না—না, কিছুতেই না।

নিরঞ্জন

অপরাধ নেবেন না। ন্যায় ও ধর্ম্মের খাতিরেই কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি। কথাটা হ'চ্ছে এই—ধর্ম্মের নামে অনাচার চালান' হ'চ্ছে অনুমান ক'রে বৌদ্ধদের আপনি

দোষী ক'রছেন, কিন্তু আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে শিক্ষায়তনে ও নিজগৃহে যে সব কুৎসিত অনাচার অবাধে চ'লেছে তার জন্যে আপনার কোন উদ্বেগ দেখ্‌ছি না কেন?

বেতাল

সে কি! শিক্ষায়তনে—নিজ গৃহে অনাচার!

নিরঞ্জন

নিশ্চয়ই, আপনার গৃহে নিত্য চ'লেছে প্রণয় অভিনয়, কৌণ্ডন্য ও নন্দার মধ্যে। এই অনাচারের ঢেউ বিদ্যালয়ে গিয়ে পৌঁছেচে। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক জীবন বিপন্ন ক'রে তুলেছে।

বেতাল

ও! বুঝেছি, কৌণ্ডন্য নন্দার হৃদ্যতার উপর বুঝি এই ইঙ্গিত?

নিরঞ্জন

আজ্ঞে হ্যাঁ। হৃদ্যতা বলবেন না—প্রণয় বলুন।

বেতাল

না হে নিরঞ্জন, প্রণয় নয়। বৃদ্ধ হ'লেও আমি তরুণ হৃদয়ের রসবেত্তা। তুমি দক্ষ শিক্ষক—কিন্তু হৃদয়ের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ তুমি। কৌণ্ডন্য ও নন্দার বিষয় নিয়ে অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না। তাদের ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। যাতে শিক্ষায়তনের উন্নতি হয়—সুনীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায় সে চেষ্টা কর তুমি।

নিরঞ্জন

ক'রেছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারি নি। এরই মধ্যে অনেক ছাত্র অবাধ্য ও অসংযত হ'য়ে উঠেছে।

বেতাল

সেজন্য নন্দা ও কৌণ্ডন্যকে দায়ী করা চলে না। ছাত্র বিশেষের প্রকৃতিগত বৈষম্যই সেজন্য দায়ী। সকল ছাত্রই সমান সংযতচিত্ত হবে এ আশা ক'রতে পার না।

নিরঞ্জন

সম্প্রতি যে বিশ্রী ব্যাপার ঘ'টেছে আপনি হয়ত তা এখনও শোনেননি। ন্যায় বিভাগের ছাত্র সর্ব্বানন্দ সহপাঠিনী সুজাতাকে অশোভন ব্যঙ্গ করায় অধ্যাপক তাকে শাসন করেন। এতে ছাত্ররা অশিষ্টতা প্রদর্শন ক'রে দৃঢ়তার সহিত উদ্ধত-ভাবে জান্‌তে চায় কৌণ্ডন্যকে শাসন না ক'রে সর্ব্বানন্দকে শাসন করা হ'চ্ছে কেন? যে অনাচার আজ দুজনের মধ্যে আবদ্ধ, প্রশ্রয় পেলে তাই সহস্রের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে প'ড়বে।

বেতাল

তুমি সব বিষয়েই বড় অসহিষ্ণু, নিরঞ্জন। সংক্রামক হ'য়ে প'ড়বে? এখনও প'ড়েনি ত! সর্ব্বানন্দের ব্যাপার আমি জানি। আমি তার বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছি। এ একটী আকস্মিক ঘটনা।

নিরঞ্জন

অবৈধ মিলন প্রশ্রয় পেলে এরূপ ঘটনা নিত্য ঘটবে।

বেতাল

আজ যা অবৈধ মনে ক'রছ, দু'দিন বাদে তাই আবার বৈধ হ'তে পারে।

নিরঞ্জন

কি ক'রে ?

বেতাল

পরিণয়ে।

নিরঞ্জন

পরিণয়ে! কৌণ্ডন্যর সঙ্গে নন্দার পরিণয় ?

বেতাল

হ্যাঁ।

নিরঞ্জন

আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন নন্দা আপনার বন্ধুকন্যা ?

বেতাল

না, আমি ভুলি নি।

নিরঞ্জন

তবু কৌণ্ডন্যর সঙ্গে নন্দার বিবাহ দেবেন ?

বেতাল

দেব।

নিরঞ্জন

অজ্ঞাতকুলশীল কৌণ্ডন্যের সঙ্গে ?

বেতাল

হ্যাঁ।

নিরঞ্জন

নন্দা আপনার বন্ধুকন্যা ত সত্য ?

বেতাল

সন্দেহের কারণ কি ?

নিরঞ্জন

কারণ আপনার আচরণ। এ অবৈধ বিবাহ দেওয়াই যদি আপনার অভিপ্রায়, দয়া ক'রে আমাকে বিদায় দিন। নন্দা ও কৌণ্ডন্য দু'জনই আমার অতি প্রিয়, কিন্তু শিক্ষায়তনের গৌরব, পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা আমার কাছে আরো বড়।

বেতাল

আমি মনে করি না একমাত্র তোমার উপরই শিক্ষায়তনের গৌরব নির্ভর ক'রেছে। ইচ্ছা ক'রলে তুমি এখুনি যেতে পারো।

নিরঞ্জন

বেশ, তাই যাচ্ছি। তা ব'লে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারব না।

(প্রণামান্তে প্রস্থান।)

বেতাল

যাক, চলে যাক, "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল"। পবিত্রতা! পবিত্রতা! তবু যদি জানত' নন্দা গণিকা সুন্দরীর মেয়ে আর কৌণ্ডন্য অম্বপালীর পুত্র! কোন্ উচ্চকুলে তার বিয়ে দিয়ে সে কুলকে নষ্ট ক'রব? নন্দার কৌণ্ডন্যই যোগ্যতম বর। আর এই পরিণয়েই উভয়ের শান্তি, সুখ, কল্যাণ। আমি কার' বাধা শুনব না। বিয়ে আমি দোব'ই।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অম্বপালীর গৃহ—অবসর-বিনোদনের সময়োচিত গৃহালঙ্কারে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ।

সময়—অপরাহ্ন।

গৃহ-তল শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মর মণ্ডিত; প্রাচীর-গাত্র মাজ্জিত কাংস্যের পূর্ণায়তন দর্পণ; বিপরীত দিকে রত্নদন্তের স্বর্ণমণ্ডিত পূর্ণ আলেখ্য। ভিন্নাসনে উপবিষ্টা নর্মসখী কলাবতীর সহিত রহস্যালাপে মগ্না ময়ূরাকার পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অম্বপালী; পরিধানে আকাশ-রঙা রূপালী ফুল-তোলা রেশমের শাড়ী; অঙ্গে আজানুলম্বিত ঢিলা অঙ্গ-রাখা। কর-চরণ মঞ্জিষ্টা-রাগ রঞ্জিত, অঙ্গুলিতে পান্নার অঙ্গুরীয়, কর্ণে হীরকের দোলক; বেণীবদ্ধ চুলের অগ্রভাগ মুক্তার ঝুম্‌কাযুক্ত। ময়ূরের পালকে নির্ম্মিত পাখা লইয়া ব্যজনরতা কিঙ্করী।

অম্বপালী ও কলা।

কলার গীত।

ওগো তুমি কোন্ রূপের দেশের পরী,
ধরাতলে নেমে এলে বেয়ে চাঁদের তরী।
রূপে-রাঙ্গা দীপটি জ্বেলে, চুপ্‌টি করে জালটি ফেলে,
রূপে-পাগল পতঙ্গ-দল, ধর যাদুকরী।
জীবন-মরণ দোলায় দুলে, তোমার রূপের চরণ-তলে
(তারা) হতাশে নিরাশে পড়ে ফুলের মতন ঝরি।

কি সুন্দর তোর গলা! সাধে কি লোকে তোকে বৈশালীর কোকিল বলে!

কলা

গাইতে বল্‌লে, গাইলাম। অত ব্যাখ্যানা কেন?

অম্বপালী

বেশ আছিস কিন্তু—সুর আর সুরার রসে ডুবে।

কলা

তুমিই বা কি মন্দটা আছ! রত্ন আর রূপের নেশায় বিভোর।

অম্বপালী

তুই তার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বি!

কলা

বুঝিগো বুঝি। কাঙালের কি টাকার মূল্য জান্‌তে নেই? রূপের মর্ম্ম একটু জানি ব'লেই না রূপসীর দরবারে রূপের কথাই পাড়তে এসেছি। রূপে যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প! আর অর্থে কুবেরের গর্ব্বও খর্ব্ব করে। আজ ক'দিন থেকে তোমার দুয়ারে ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছে—আর আমায় কতই না সাধ্‌ছে।

অম্বপালী

আমি কি রূপের কাঙাল যে তোর কন্দর্প সুন্দরকে দেখিয়ে ভুলাতে এসেছিস্? আর অর্থের লোভ হ'য়ে থাকে—যা সেবাদাসী হ'গে। জানিস রত্ন ছাড়া এ হৃদয়ে আর কারো স্থান নাই।

কলা

রত্নের মধ্যে এমন কি দেখ্‌লে যাতে ক'রে অর্থ ও রূপকে তুচ্ছ ক'রছ?

অম্বপালী

প্রণয়।

কলা

প্রণয়! বাজে কথা। যৌবন করছে পালাই পালাই আর এখন পড়লে প্রণয়ের পাল্লায়!

অম্বপালী

তাই ত পড়ে লোকে। যৌবনে প্রণয় জন্মে না—জন্মে উন্মাদনা—উৎকট ভোগ-লালসা। যৌবন বর্ষার উচ্ছল নদী, তার তরঙ্গ-তাণ্ডবে প্রণয়পদ্ম ফুটবার সুযোগ পায় না। যদি কদাচিৎ কোন কিছু ফোটেও, তা প্রণয়-পদ্ম নয়—প্রণয়ের শালুক। বিগত যৌবনের অচঞ্চল সরোবরেই ফুটে উঠতে পারে প্রণয়ের অনবদ্য সোণার কমল।

কলা

(সহাস্যে) এই সোণার কমলটি ফুটেছিল কখন্?

অম্বপালী

যখন কৈশোরে রূপের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে, নদীর ঢেউয়ের মত হেলে দুলে, নৃত্যশীলা সদ্যফোটা ফুলবনের মত আঁচল উড়িয়ে, চরণ-চাপের মৃদু ঝঙ্কার তুলে, প্রেক্ষাগৃহে হাস্যে লাস্যে গীতে লিচ্ছবীদের অন্তরে ভোগলালসার তরঙ্গ তুলতাম, তখনই রত্নের ছায়া প'ড়েছিল আমার হৃদয়-দর্পণে! সে ছায়াই পরিণত বয়সে গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়ে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে।

কলা

কত কথাই না ক'ইতে জান! তাই যদি, তবে আধ-বুড়ো রাজা বিম্বিসারের পিছু পিছু ফেউয়ের মত রাজগৃহে ছুটেছিলে কেন?

গণিকার মনোবৃত্তির ফলে—সম্পদ ও সম্মানের লোভে।

কলা

আবার ফিরে এলে কেন তবে?

অম্বপালী

না এসে কি করি—গণিকার মনোভাবের মরণ হ'ল যে!

কলা

তাই বুঝি ছুটে এলে রত্নের খপ্পরে প'ড়্তে?

অম্বপালী

খপ্পরে নয় রে—প্রণয়ে।

কলা

প্রণয় না আরো কিছু!

অম্বপালী

থাম, থাম, তুইত ভারি চিনিস প্রণয়।

কলা

চিনি গো চিনি। তোমার প্রণয় না চিন্‌লেও প্রণয় খুব চিনি। তুমি প্রণয়ে প'ড়ে এসেছ কি না বল্‌তে পারি না। তবে তুমি যার জন্যে ছুটে এসেছিলে সেই তিনি যে প্রণয়ে

প'ড়ে আসেন নি তা আমি হলপ ক'রেই বল্ছি। তিনি এসেছেন তোমার রূপের মাকড়সার জালে আট্কা প'ড়ে।

অম্বপালী

ছিঃ! কলা, ও-কথা ব'লিস্নে।

কলা

আচ্ছা, আগে রূপের জোয়ারে একটু ভাটা প'ড়তে দাও, তখন দেখ্বে রত্নও স'রে প'ড়বে। পুরুষেরা ভোমরার মত—ফুটন্ত ফুলেই ওরা ঘুরে বেড়ায়! ওদের নাকি আবার কেউ বিশ্বাস করে!

কিঙ্করীর প্রবেশ। অভিবাদন।

কিঙ্করী

ভদ্রে! শেঠ্জী এসেছেন। (অভিবাদন করিয়া কিঙ্করীর প্রস্থান।)

অম্বপালী

হাতে হাতে প্রমাণ নে কলা। ছাখ্, অসময়ে রত্ন এসে হাজির। রূপ সময়ের দাস হ'তে পারে কিন্তু প্রেম সময়ের প্রভু।

কলা

(সহাস্যে) তোমার যুক্তির মূল্য আমি জানি! যে যুক্তি দিয়ে প্রেমকে আজ বড় বানাচ্ছ, প্রয়োজন হ'লে কালই তুল্য যুক্তি দিয়ে রূপকে হয়ত বড় ক'রবে।

(সহাস্যে) মুখ ত নয়, যেন শতমুখী !

কলা

(সহাস্যে) পালাই গো, নইলে বালাই মনে ক'রবে তোমার রত্ন। (প্রস্থান।)

(রত্নের প্রবেশ।)

(রত্নদত্তকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহাস্যে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া) আজ যে অসময়ে চন্দ্রোদয় ! এস এস।

রত্ন

(আসন-গ্রহণান্তে) হ্যাঁ, অসময়েই এসেছি 'পালী—বিশেষ কারণে। এসে অসুবিধা ক'রলাম না ত ?

অম্বপালী

শোন' কথা ! কি বিনয়ের অবতার !

রত্ন

তুমিই বা কোন্ ফেলা যাও।

অম্বপালী

এখন বিশেষ কারণটা শুনি।

রত্ন

কাল গণ-সভার বার্ষিক উৎসব—তোমাকে যেতে হবে।

অম্বপালী

কাল ? কাল যে আমি যেতে পারি না, রত্ন।

রত্ন

সে কি ! যেতেই যে হবে 'পালী ।

অম্বপালী

না রত্ন, কাল আমার কিছুতেই যাওয়া হয় না—

রত্ন

যে ক'রেই পার—কাল তোমাকে যেতেই হবে—উৎসবে উপস্থিত হয়ে নৃত্যে গীতে লিচ্ছবী-প্রধানদের মনোরঞ্জন ক'রতে হবে। স্বয়ং সভানায়ক অনুরোধ ক'রে লিখেছেন ।

অম্বপালী

তুমিও লিখে দাও—কাল আমি যেতে পারব না ।

রত্ন

আমি যে আগেই লিখেছি তুমি যাবে।

অম্বপালী

পরেই না হয় লিখ্‌তে—এমন কি তাড়াহুড়ো প'ড়েছিল ?

রত্ন

তোমার মতামত জেনে—এইত কথা ?

অম্বপালী

কোন দোষ হ'ত কি ?

রত্ন

না, দোষ আর কি ? আমি ভেবেছিলাম তোমার হয়ে এই সম্মতিটুকু দেবার অধিকার ছিল আমার।

অম্বপালী

এখনও আছে।

রত্ন

তা হলে কাল চল।

অম্বপালী

কাল ছাড়া আর যে কোন দিন বল সেদিনই যাব। কাল কৌণ্ডন্যের জন্মদিন—তার কল্যাণে দেবার্চ্চনা ক'রব।

রত্ন

গণসভার উৎসব কাল—অন্য কোন দিন গেলে চ'লবে কি ক'রে?

অম্বপালী

একদিন পিছিয়ে দাও না।

রত্ন

এ তোমার অন্যায় আব্দার। গণসভার উৎসবের দিন পিছিয়ে দিতে হবে একটা সামান্যা বারবনিতার জারজের জন্য? তার চেয়ে দেবার্চ্চনাটাই পিছিয়ে দাও না?

অম্বপালী

সম্ভব হ'লে দিতাম—কিন্তু লোকের জন্মদিন ত আর দুটো হয় না।

রত্ন

দ্যাখো 'পালী আজ ব'লে নয়, বরাবরই দেখে আসছি কৌণ্ডন্যের সামান্য ব্যাপার নিয়েও বড্ড্ই বাড়াবাড়ি কর তুমি।

অম্বপালী

রত্ন, তুমি ভুলে যাচ্ছ—আমি কৌণ্ডন্যের মা।

রত্ন

না, ভুলিনি, হলেই বা মা! তা বলে একটা জারজের জন্যে তুমি আমাকে উপেক্ষা ক'রবে এ আমি কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারছি না।

অম্বপালী

(সখেদে) সন্তান বৈধ হোক আর অবৈধই হোক, মায়ের গর্ভ-বেদনা যেমন অভিন্ন, স্নেহ-উৎকণ্ঠাও তেম্‌নিই অভিন্ন। তা বলে কৌণ্ডন্যের জন্য কোনদিনই তোমার মর্য্যাদা হানি ক'রিনি। তুমি জান না তুমি আমার কত প্রিয়। তোমার প্রতি পদধ্বনিটি পর্য্যন্ত আমার অন্তরে সুর-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে। তোমার বাহু-বেষ্টনে থেকে আমি ভাবি আমি সুখের সায়রে নাইতে নেমেছি—তোমার দু'টি বাহু তার দুই তীর। কিন্তু তোমার চক্ষে আমি একটা সামান্যা বারবিলাসিনী! তুমি আমাকে প্রণয়িনী ব'লে বিশ্বাস কর না!

রত্ন

বিশ্বাস তোমাকে চিরদিনই করি; কিন্তু বিশ্বাসের মধ্যেও অবিশ্বাসের বীজ সুপ্ত থাকে—অকারণে সে অঙ্কুরিত হয় না। যেভাবে পুত্রস্নেহ দিন দিন তোমার হৃদয়কে আক্রমণ ক'রছে, তাতে ক'রে প্রণয়ের স্থান যে সেখানে থাকতে পারে, এ বিশ্বাস আমি আর করি না।

অম্বপালী

কি আর ব'লব! হয় তোমার অন্তরই সন্দিগ্ধ,—না হয় কৌণ্ডন্যের প্রতি ঈর্ষাই তোমার চোখের সম্মুখে অলীক বিভীষিকা সৃষ্টি ক'রছে।

রত্ন

তা জানি না—হ'তে পারে। কিন্তু তুমি যে কৌণ্ডন্যের রঙিন ভবিষ্যতের ভাবনায় হৃদয় থেকে আমার প্রণয়-স্মৃতিকে দিনদিন মুছে ফেলছ তা অতি কঠোর সত্য। কিন্তু যে সুখের আশায় বিভোর তুমি—সে সুখ কাল্পনিক— মিথ্যা—মরীচিকা মাত্র। তুমি কি মনে কর কৌণ্ডন্য যেদিন তোমাকে মা বলে জানবে—সেদিন সে ছুটে আসবে তোমার কোলে? শ্রদ্ধায় সম্মানে আকুল ক'রে দেবে—অভিভূত ক'রে দেবে তোমার মাতৃহৃদয়? ভুল তোমার! সে শিক্ষার আলোক পেয়েছে—সৎসঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছে—কুৎসিত কদাচার ঘৃণা ক'রতে শিখেছে। সে তোমার বুকে ছুটে আস্‌ছে না—যে মুহূর্তে সে জানবে তুমি তার মা—তখনই ছুটে যাবে সে শত যোজন দূরে, লোকালয়ের বাইরে—বনে, বনান্তরে।

অম্বপালী

যদি যায়ই, যাবে। আমি মা—পুত্রের ত্রুটি, অসৌজন্য, অপরাধ এ সবই উপেক্ষা করবার মত মাতৃস্নেহ আমার আছে।

রত্ন

সে জন্যই স্নেহ ও প্রণয়ের দ্বন্দ্বে প্রণয়ই আজ পরাজিত।

অম্বপালী

আমার হৃদয়ে স্নেহ ও প্রণয়ে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না—এখনও নাই। আমার মাতৃত্বের ও প্রেমের এত লাঞ্ছনা করা সত্ত্বেও ব'লছি তোমার প্রণয় পরাজিত নয়। রমণী হৃদয়ে চিরদিনই সন্তান-স্নেহ প্রণয়ের উপরে। আমার হৃদয়ে এখনও কৌণ্ডন্যের পরই তোমার গৌরবময় স্থান।

রত্ন

তোমার হৃদয়ে প্রথম স্থান হয় না কেন আমার ?

অম্বপালী

প্রকৃতির নিয়ম নয় বলে। সে নিয়মের পরিবর্ত্তনের আশা করা বাতুলতা।

রত্ন

ওঃ তাই নাকি ? বেশ ! তাহলে বাতুলের মতই কাজ করা যাবে। প্রণয় ও স্নেহের বৈষম্য কৌণ্ডন্যের রক্তই মীমাংসা করবে। দেখি কে ঠেকায় ?

অম্বপালী

(উত্তেজিত হইয়া) কি বল্‌লে তুমি—তুমি ক'রবে কৌণ্ডন্যের রক্তপাত ? তোমার প্রণয়িনীর একমাত্র স্নেহের বন্ধনটিকে ছিন্ন করবে, খণ্ডিত করবে, ঈর্ষার অস্ত্রাঘাতে ?

রত্ন

নিশ্চয়ই ক'রব।

অম্বপালী

এই কি আমার উপর তোমার প্রেম, প্রণয়, আসক্তি ?

রত্ন

ও সব কথা রাখ—বল কালই উৎসবে যাবে কি না ?

অম্বপালী

না, যাব না।

রত্ন

যাবে না ?

অম্বপালী

না, যাব না।

রত্ন

দ্যাখো—অম্বপালী, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার অভিধানে ব্যর্থতা ব'লে কোন শব্দ ছিল না। আজই প্রথম লিখ্‌তে হ'লো। এর উপযুক্ত প্রতিফল পাবে তুমি এবং অচিরেই। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন।) আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

অম্বপালী

পার।

রত্ন

তোমার এই না যাওয়ার দৃঢ়তায় বেতাম্বুলের কোন ইঙ্গিত আছে কি ?

অম্বপালী

না ; কারো ইঙ্গিতই নাই।

রত্ন

হুঁ। (প্রস্থানোদ্যত।)

অম্বপালী

রত্ন ! একবারটি দাঁড়াও। (রত্নের প্রতীক্ষা ও অম্বপালীর অগ্রসর হইয়া রত্নের কণ্ঠ বেষ্টন।) শোন রত্ন, ঈর্ষায় তুমি আজ অন্ধ ; তা নইলে দেখ্‌তে পেতে আমার হৃদয়ে তোমার স্থান কত উচ্চে। ভুল ক'রো না। আমার একান্ত নির্ভর, বিশ্বাস ও প্রেমের সুন্দর দেউলটিকে হঠকারিতায় ভূমিসাৎ ক'রো না—হৃদয়-মন্দিরের রত্ন-সিংহাসন থেকে প্রণয়-বিগ্রহকে ধূলায় ছুঁড়ে ফেল' না।

রত্ন

হ'য়েছে—যথেষ্ট হ'য়েছে। ছলনার আর জায়গা পাও নি ! দূর হও।

(অম্বপালীকে ঠেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান।)

অম্বপালী

উঃ! বাপ কৌণ্ডন্য !

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বৈশালীর চাপাল চৈত্য।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ।

একটি বিশাল চতুর্ভুজ প্রাঙ্গণের বোধিদ্রুমতলে উপাসনা-গৃহ ; কিঞ্চিৎ দূরে দুই পার্শ্বে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বাসোপযোগী গৃহাবলী ; প্রাঙ্গণের পশ্চাতে সুদূরপ্রসারী "মহাবন"।

সারিপুত্র

ভট্টজীর ষড়যন্ত্রের স্বরূপ এখনো জানা গেল না। রত্নদত্তের সহায়তায় সুগতকে অপদস্থ ক'রতে এঁর উদ্যম অসীম।

বৌদ্ধধর্ম্মের অপূর্ব্ব অভ্যুদয়ে ও সাফল্যে ইনি অতিশয় অসন্তুষ্ট —উত্তেজিত ও উন্মার্গগামী। বৈদিক ধর্ম্মের কাল্পনিক হিতকল্পে এঁর অকরণীয়, অকার্য্য কিছুই নেই। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের আচরণ মানসিক জটিলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

(বিমলার প্রবেশ)

এই যে বিমলা। (বিমলা সারিপুত্রকে নতজানু হইয়া অভিবাদন করিল) ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাশীলা হও। এখন সংবাদ কি বল।

বিমলা

অতি শুভ সংবাদ—অম্বপালীর পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে।

সারিপুত্র

অতি শুভ সংবাদ।

বিমলা

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—আশাতীত পরিবর্ত্তন। এ মানুষী শক্তিতে সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ বুদ্ধকৃপাই অম্বপালীর ঘৃণিত প্রণয়ের অবসান ঘ'টিয়েছে। সে আর রত্নদত্তে মুগ্ধা নয়—আসক্তা নয়।

সারিপুত্র

তোমার অনুমান সুসঙ্গত। যাদের ঊর্দ্ধগতি সুগতের কাম্য তাদের নিন্দিত জীবনের গতি-ধারা অহৈতুকভাবেই পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন অম্বপালীর কল্যাণময় ভবিষ্যতেরই সূচনা। তথাগতের কৃপায় অচিরেই সে অর্হত্ত্ব-আনন্দ আস্বাদ ক'রবে। পরিবর্ত্তনের কারণ জানতে পেরেছ?

বিমলা

পেরেছি। কারণ, অম্বপালীর পুত্রস্নেহে রত্নদত্তের ঈর্ষা। স্নেহের নিকট প্রেমের পরাজয় ঘ'টেছে।

সারিপুত্র

এই প্রাকৃতিক নিয়ম। আর এই পরাজয়েই মায়ের মাতৃত্বের মহত্ত্ব—রমণীর রমণীয়ত্ব।

বিমলা

কিন্তু রত্নদত্ত তা স্বীকার করে না। সে চায় অম্বপালী পুত্র-স্নেহের কণ্ঠরোধ ক'রে তারই প্রণয়ে মগ্ন থাকে।

সারিপুত্র

বটে!

বিমলা

প্রকারান্তরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যই কৌণ্ডন্যকে বেতালের টোলে শিক্ষিত ক'রে তুল্‌ছে। রত্নদত্ত দূরদর্শী ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ। সে জানে শিক্ষিত কৌণ্ডন্য যখন জান্‌বে গণিকা অম্বপালী তার মা, ঘৃণায় ধিক্কারে তার ত্রিসীমানায়ও সে আসবে না, হয় গৃহত্যাগী না হয় আত্মঘাতী হবে। ফলে অম্বপালীর হৃদয়ে তার প্রণয়ই একচ্ছত্র রাজত্ব ক'রবে।

সারিপুত্র

কী দুর্জ্জন! কিন্তু দূরদৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বে রত্নদত্ত যে অভ্রান্ত নয় তার দৃষ্টান্ত অম্বপালীর প্রণয়-বৈরাগ্য। রত্নদত্তের ঈর্ষাই অম্বপালীর হৃদয়ে তার প্রণয়কে সিংহাসনচ্যুত ক'রেছে। অবৈধ প্রণয় চিরদিনই চঞ্চল প্রকৃতি।

বিমলা

সত্যই তাই। রত্নের ঈর্ষাই তার প্রণয়-পরাজয়ের প্রধান কারণ। অম্বপালী আজ আর প্রণয়-প্রলুব্ধা নয়, সে আজ বাৎসল্য-বিমুগ্ধা।

সারিপুত্র

ঈর্ষা ও স্নেহের মধ্যে আসক্তি প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। জ্যোৎস্না ও অন্ধকারের মত একের উদয়ে অপরের অপসরণ অনিবার্য্য।

বিমলা

এদিকে যে এক বিষম অনর্থের সৃষ্টি হ'য়েছে।

সারিপুত্র

কি হ'য়েছে ?

বিমলা

প্রতিহিংসায় রত্নদত্ত এখন আহত সর্পের মতন হিংস্র হ'য়ে উঠেছে। অম্বপালীকে সে শাসিয়েছে প্রয়োজন হ'লে কৌণ্ডন্যের রক্তপাত ক'রেও তার হৃদয়ে নিজের প্রণয়ের প্রাধান্য বজায় রাখবে। সুগতের মনোগত ভাব জেনে অম্বপালীকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে আশ্বাস দিব কি ?

সারিপুত্র

বেশ তা দিবে। যার ধর্ম্মজীবন ত্রিরত্নের কাম্য তার জীবন কে নষ্ট ক'রতে পারে ? আর এক কথা। অম্বপালীর আতঙ্কে ভয় পেয়ো না তুমি। এই আতঙ্কই তার মুক্তি আন্‌বে।

পুত্র-স্নেহের খাত দিয়েই অম্বপালীর মুক্তির জোয়ার ছুটে আস্‌বে।

বিমলা

তাই ত আস্‌ছে। স্নেহ পরাজিত ক'রেছে প্রণয়কে, আর পরাজিত প্রণয়ই মুক্তির বাণ ডেকে আন্‌বে।

সারিপুত্র

অত সহজে আন্‌বে না। বিজয়ী স্নেহ শুধু হৃদয়-সাগরে উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি ক'রবে—অম্বপালী প্রণয়-সাগরে না ডুবে স্নেহের সাগরে ডুবে ম'রবে।

বিমলা

তবে স্নেহের মধ্য দিয়ে মুক্তি আস্‌বে কি ক'রে?

সারিপুত্র

তাই আসবে। কি ক'রে—শোন। এতকাল অম্বপালীর হৃদয়ে স্নেহ ও প্রেম বন্ধুভাবে পাশাপাশি ছিল। রত্নদত্তের ঈর্ষা সে বন্ধুত্ব ঘুচিয়েছে—হৃদয়ে এখন একমাত্র স্নেহেরই একাধিপত্য। স্নেহের যাতু-শক্তিকে আক্রমণ না ক'রলে—আহত না ক'রলে অন্য শক্তির সাহায্য সে চাইবে কেন? অম্বপালীর এই স্নেহের উপর আঘাত হানো—তাকে আহত কর—বন্দী কর। তবেই অম্বপালীর হৃদয় আকুল হ'য়ে উঠ্‌বে, উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ছুটবে মিত্রানুসন্ধানে—স্নেহের অনুকূলে। এই তীব্র আকুলতার বেদনার পথ দিয়েই তখন ছুটে আস্‌বে মুক্তি-সেনা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ। তখন স্নেহও মুক্ত হবে—বেদনাও

শান্ত হবে। তখন মাতা পুত্র দুজনেই ত্রিরত্নের আশ্রয় নেবে —তথাগতের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ উৎসাহী কর্ম্মী পেয়ে লাভবান হবে।

বিমলা

অন্য উপায় নেই?

সারিপুত্র

হয়ত নেই। কর্ত্তব্য-সাধনে করুণার স্থান নেই, বিমলা। আঘাত কর, অবিলম্বে আঘাত কর—অম্বপালী ও কৌণ্ডন্যের কুশলের জন্যে—ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মঙ্গলের জন্যে, কঠিন আঘাত কর।

বিমলা

তাই ক'রব।

সারিপুত্র

তোমার দৃঢ়তায় সুখী হ'লুম। ভয় ক'রো না, বিমলা। আসক্তিহীন হ'য়ে কাজ ক'রলে পদ্মপত্রে জলের মত কোন পাপই স্পর্শ করে না। এখন বল—ষড়যন্ত্রের কোন সূত্র পেলে কি না!

বিমলা

পেয়েছি, কিন্তু ব'লতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

সারিপুত্র

তুমি ভিক্ষুণী—শীলে প্রতিষ্ঠিতা—ধর্ম্মপ্রচারিকা। সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সঙ্কোচ তোমার শোভা পায় না। বল।

বিমলা

সুগতচরিত্রে চিঞ্চার অনুরূপ দোষারোপ হয় ত পুনরায় প্রচারিত হবে। এই কুৎসিত ষড়যন্ত্রের নায়ক বেতাল ভট্ট আর উদ্দেশ্য-সাধিকা—নন্দামাতা সুন্দরী।

সারিপুত্র

সুগতচরিত্র এত ক্ষণভঙ্গুর নয় যে একটা অশুচি নিশ্বাসে তা চূর্ণ হয়ে যাবে। চল বিমলা—আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। এই পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত বৈশালী আস্‌ছেন।

বিমলা

কি আনন্দ! কি আনন্দ!

সারিপুত্র

তুমি পথশ্রান্ত বিমলা! চল বিশ্রাম ক'রবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রত্নদত্তের নিজস্ব নৃত্যগৃহ।

সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।

সুপ্রশস্ত গৃহতল মহার্ঘ আস্তরণে আচ্ছাদিত; গৃহটী বিবিধ বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত। রত্নদত্তের বয়স্যদের সম্মুখে নর্ত্তকীদের নৃত্য চলিতেছে।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

সুনীল গগন গায়, শশী হেসে ভেসে যায়
আলোক বিকাশে হাসে ধরণী,
কোকিলা কুহরে, মাতিয়া বিভোরে
মধুপ-মুখর মধু যামিনী।

অধীর দখিন বায়, সুষমা মাখিয়া গায়
কুসুমে শুনায় প্রেম কাহিনী।
আকাশে বাতাসে জলে, আনন্দ উছলি চলে
রজনী পুলক উন্মাদিনী !
আছেরে অধরে, কত রে মধু রে
নয়নে মদির চারু চাহনি,
এসরে বঁধুরে, কোথারে তুমি রে
ঘুচাও বিরহ দুখ-রজনী।

১ম বয়স্য

কি মিষ্টি গলা !

২য় বয়স্য

মিষ্টি ব'লে মিষ্টি—চিনি-পানা।

৩য় বয়স্য

দূর গাধা ! চিনি কি রে—মিছরী-পানা বল। চলুক, থাম্‌লে যে ?

১ম নর্ত্তকী

না থেমে কি ক'রব ! গাধার মত যা চেঁচাচ্ছেন !

৩য় বয়স্য

গাধার মত চেঁচাব না ত, কি চড়ুইয়ের মত চিঁ চিঁ ক'রব ?

১ম বয়স্য

তুই থাম্ বেটা মাতাল—রসভঙ্গ করিস্‌নে

৩য় বয়স্য

তোকে দাদা বোলে ডাকি, আর তুই শালা মাতাল বল্‌লি আমাকে ?

২য় বয়স্য

থাম্, থাম্, মাত্‌লামি ক'রে অপ্সরাদের ভাগিয়ে দিস্‌নে যেন। বিদ্যাধরীরা, ওর কথায় রাগ ক'রে চলে যেও না—এই আমি কবি হয়ে বসলাম তোমাদের স্তব করতে, গুণগান করতে। (গরুড়ের মত হাত জোড় করিয়া বসিল।)

২য় নর্ত্তকী

গুণে কাজ নেই, রূপ বর্ণনা কর।

৩য় বয়স্য

রূপ না স্বরূপ ?

১ম নর্ত্তকী

আমাদের স্বরূপ বর্ণনা ক'রবে তোমরা ? স্বয়ং নাগরাজও পারেন না।

২য় বয়স্য

না, এদের নিয়ে আর পারা গেল না—অরসিকের ঝাঁক। আমি চল্‌লুম। (গমনোদ্যত)

১ম নর্ত্তকী

না, না, রাগ ক'রো না, তুমি স্তব কর, আমরা শুন্‌ছি।

২য় বয়স্য

শোন সুন্দরীরা, তোমরা হয় অপ্সরী, নয় ত বিদ্যাধরী—ইন্দ্রের সভার নাচওয়ালী।

১ম বয়স্য

দূর্ গাধা। নাচওয়ালী কি রে! বল্ পানওয়ালী, পানে-ওয়ালী।

১ম নর্ত্তকী

দূর ড্যাক্‌রা বুড়ো—আমরা তোদের মাথা-খানেওয়ালী।

১ম বয়স্য

কী! এত বড় কথা!

২য় বয়স্য

কী! তোরা খাবি আমাদের মাথা!

৩য় বয়স্য

এই ছ্যাঁখ্—কে কার মাথা খায়—আয় টপ্ ক'রে গিলে ফেলি আনন্দনাড়ুর মত। (মুখ ব্যাদান করিয়া অগ্রসর)।

নর্ত্তকীরা

(সভয়ে) মাগো মা, কি রাক্ষুসে হাঁ! (ভয়ে সকলে সরিয়া গেল)।

(রত্নদত্তের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন)

রত্নদত্ত

কি হে, আমোদ প্রমোদ চ'লছে ত বেশ?

১ম বয়স্য

বেশ বলে বেশ—সুন্দর চ'লেছে।

২য় বয়স্য

সুন্দর ব'লে সুন্দর—অতি সুন্দর।

৩য় বয়স্য

তোমার অর্থে কি মজাটাই না লুট্‌ছি।

রত্নদত্ত

লোটো ভাই লোটো—দেখো আমার কৃপণতায় যেন বংশের গৌরব খর্ব্ব না হয়।

১ম বয়স্য

কেন খর্ব্ব হবে ?

২য় বয়স্য

আমরা দোব কেন খর্ব্ব হ'তে ?

৩য় বয়স্য

তুমি ত বেশ চালিয়েছ ছোক্‌রা! কি দরাজ হাত—এরি মধ্যেই ত বংশগৌরব বিশ গুণ বাড়িয়েছ!

রত্নদত্ত

আর লজ্জা দিও না ভাই—তোমরা খুশী থাক্‌লেই আমি খুশী। (গমনোদ্যত)

১ম বয়স্য

চ'ললে যে বড়'—একটু ব'সে আমোদ টামোদ কর!

২য় বয়স্য

যেতে দাও, যেতে দাও—ও পুরাতনের ভক্ত।

৩য় বয়স্য

আমরা ভাই ষট্‌পদের বংশধর—নিত্যং নবং নবং।

১ম নর্ত্তকী

আপনার বাড়ী, আপনার ঘর। আপনারই অর্থে নিত্য ডুবে থাকি আনন্দে ;—অথচ আপনাকে একদিনের জন্যও

আমাদের মধ্যে পাই না। যদি দয়া ক'রে এসেছেন, আমাদের উৎসাহের জন্য না হয় একটু বসুন।

রত্নদত্ত

আচ্ছা—আমি বস্‌ছি। (উপবেশন)

১ম বয়স্য

এই, এই বিদ্যাধরীরা! গা'ত এমন একখানা গান যাতে অম্বপালী টম্বপালী ভেসে যায়।

১ম নর্ত্তকী

মিন্‌ষের কথা শোন! কোথায় অম্বপালী আর কোথায় আমরা খেঁকশিয়ালী! যে হাতী দেখেছে তাকে তাক্ লাগাবে নেংটে ইঁদুর দেখিয়ে! আয় লো আয়! তোরা গা'ত একখানা রসের গান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

নিকুঞ্জ তরুছায়ে গুঞ্জরে ভৃঙ্গ
বসন্তে বাসনা কুসুম সঙ্গ।
অনিন্দ্য শশধর, চঞ্চল সরোবর
গাহিছে অলিকুল পিককুল সঙ্গ
চলে নারী অভিসারে তরল তরঙ্গ।
বহে স্নিগ্ধ শীতল বায়ু ধীরে
জাগায়ে ভোগ আশা হৃদয় তীরে
অতৃপ্ত প্রেমিক, তৃষিত চাতক
চাহিছে নিশি নিশি প্রেমেরি সঙ্গ,
বিরহ-বেদনা করে হৃদয় ভঙ্গ।

১ম বয়স্য

চমৎকার! যেন ঘণ্টার নুড়নুড়ি বেজে গেল!

২য় বয়স্য

উত্তম, উত্তম—যেন মধু ক্ষরন্তি।

৩য় বয়স্য

পুনর্গীয়তাং, পুনর্গীয়তাং, ভো ভো দয়েল-পক্ষিণীঃ।

রত্নদত্ত

(নর্ত্তকীদের প্রতি) সত্যই তোমরা সুন্দর গাও। এই নাও। (পুরস্কার প্রদান—নর্ত্তকীদের অভিবাদন। বয়স্যদের প্রতি) এবার ত খুসী হলে ভাই সব?

বয়স্যগণ

খুব খুশী, খুব খুশী।

রত্নদত্ত

এখন তোমরা আমোদ-আহ্লাদ কর—আমি চ'ল্‌লাম—মনটা আজ ভাল নেই।

(রত্নকে গমনোদ্যত দেখিয়া সকলে সম্মুখে গিয়া অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী সহকারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।)

১ম বয়স্য

সে কি! আমরা সব ধন্বন্তরীর বাচ্চা থাকতে তোমার মন অসুস্থ!

২য় বয়স্য

আসর যে মিয়িয়ে গেল—ছুঁড়ীরা মুখ খোল্ না রে।

৩য় বয়স্য

আর মুখ খুল্‌তে হবে না—ঐ ছাখো।

১ম বয়স্য

সব মাটি, সব মাটি।

২য় বয়স্য

পালা ছুঁড়ীরা, পালা—দেখ'ছ না তালের দাদা বেতাল আসছে।

১ম নর্ত্তকী

ও মা, তাই না কি? আয়লো আয়, আমরা পালাই

(নর্ত্তকীদের প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

রত্নদত্ত

এই যে ভট্টজী। (বন্ধুদের প্রতি) তোমরা ভাই এখন বিশ্রাম করগে—আমাদের গোপন কথা আছে।

(সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া অনিচ্ছায় প্রস্থান)

বেতাল

কি হে রত্ন, ব্যাপার কি?

রত্নদত্ত

কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বেতাল

তার জন্য এত তাড়াহুড়ো! তোমার চিঠি পেয়ে ভাবলুম বুঝি কোন গুরুতর ব্যাপার ঘ'টেছে।

রত্নদত্ত

তাই ত ঘ'টেছে। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে অম্বপালীর শেষ দেখা কবে হ'য়েছে ?

বেতাল

বহুদিন পূর্ব্বে।

রত্নদত্ত

আমার নিষেধ সত্ত্বেও অম্বপালীর সঙ্গে দেখা করেন কি ?

বেতাল

না, ক'রিনি—প্রয়োজন হ'লেই ক'রব।

রত্নদত্ত

আমার নিষেধ সত্ত্বেও ?

বেতাল

নিশ্চয়ই।

রত্নদত্ত

আপনি এখনও নন্দার সঙ্গে কৌণ্ডন্যের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ?

বেতাল

হ্যাঁ।

রত্নদত্ত

এ বিয়ে না দিতে আমি কি আপনাকে অনুরোধ ক'রিনি?

বেতাল

হ্যাঁ ক'রেছ।

রত্নদত্ত

তবু এ বিয়ে দেবেন ?

বেতাল

দেব।

রত্নদত্ত

তবে শুনুন আমার প্রথম আদেশ—আপনি এ বিয়ে দেবেন না! দ্বিতীয় আদেশ—আপনি অম্বপালীর সঙ্গে দেখা ক'রবেন না।

বেতাল

কি আশ্চর্য্য! আদেশ!

রত্নদত্ত

হ্যাঁ, আদেশই—অনুরোধের দিন চ'লে গেছে।

বেতাল

রত্নদত্ত, এত অশিষ্ট হ'য়েছ তুমি! জান, কার সঙ্গে কথা কইছ ?

রত্নদত্ত

জানি ষড়যন্ত্রকারী বেতাল ভট্টের সঙ্গে।

বেতাল

ষড়যন্ত্রকারী আমি ?—আর তুমি ?

রত্নদত্ত

আমি মূর্খ, তাই এতদিন আপনার ইঙ্গিতে চ'লেছি।

বেতাল

নিশ্চয়ই মূর্খ, মূর্খ ব'লেই না জড়িয়ে নিয়েছি জালে।

শোন রত্নদত্ত, তোমার উভয় আদেশই আমি অগ্রাহ্য করি। আমি অম্বপালীর সঙ্গে দেখাও ক'রব—নন্দার সঙ্গে কৌণ্ডন্যের বিয়েও দেব।

রত্নদত্ত

আমিও দেখব কি করে তুমি এ বিয়ে দাও।

বেতাল

এতক্ষণ 'আপনি' ছিলাম এখন 'তুমি'। উত্তম!

রত্নদত্ত

প্রতারক! বন্ধুর ছদ্মবেশে সাংঘাতিক শত্রু—তোমাকে আবার শ্রদ্ধা কি! তুমি বিয়ে দেবে! হা, হা, হা, শোন' বেতালভট্ট, প্রয়োজন হলে রক্তপাত ক'রেও এ বিয়ে পণ্ড করব।

বেতাল

পার ত ক'রো—বৈশ্যের মুখে ক্ষত্রিয়ের স্পর্দ্ধা বড়ই হাস্যোদ্দীপক।

রত্নদত্ত

নিশ্চয়ই ক'রব—ভেবেছ নন্দার সঙ্গে কৌণ্ডন্যের বিয়ে দিয়ে আমার বুক থেকে অম্বপালীকে বিচ্ছিন্ন করবে? তা হ'তে দিচ্ছি না।

বেতাল

শোন রত্নদত্ত, এমন কুৎসিত সঙ্কল্প ছিল না আমার। আজ তোমার সামনেই প্রতিজ্ঞা ক'রছি তোমার এই কল্পনাকেই

বাস্তবে পরিণত ক'রব—অম্বপালীকে তোমার অঙ্কচ্যুত ক'রব। আজ থেকে তোমার ভাগ্যসূত্র আমি হাতে নিলাম—

রত্নদত্ত

যাও, যাও! দূর হও আমার সুমুখ থেকে।

বেতাল

যাচ্ছি রে উন্মাদ, যাচ্ছি, কিন্তু দূর হচ্ছি না। আজ হতে তোর অন্তরে বজ্রকীট হয়ে বাসা বাঁধলুম—যতক্ষণ না হৃৎপিণ্ডের রক্ত নিঃশেষে পান ক'রছি ততক্ষণ দূর হচ্ছি না। (প্রস্থান)

বয়স্যদের প্রবেশ

১ম বয়স্য

গেছে—গেছে চ'লে বে-রসিকটা! তবে আনি ডেকে অপ্‌সরাদের—গানটান চলুক কি বল বন্ধু?

রত্নদত্ত

(ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) যাও, যাও আমার সুমুখ থেকে। [ভয়ে সকলের বসিয়া পড়িয়া ও হামাগুড়ি দিয়া প্রস্থান।] উঃ! বেতাল কি পিশাচ! কি কৃতঘ্ন! (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অম্বপালীর গৃহ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ণ।

গৃহ-তল শ্বেত-কৃষ্ণ মর্ম্মর মণ্ডিত; প্রাচীর-গাত্রে মাজ্জিত কাংস্যের পূর্ণায়তন দর্পণ; বিপরীত দিকে রত্নদত্তের স্বর্ণমণ্ডিত পূর্ণ আলেখ্য। ভিন্নাসনে উপবিষ্টা নর্মসখী কলাবতীর সহিত রহস্যালাপে মগ্না ময়ূরাকার পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় অম্বপালী; পরিধানে আকাশ-রঙা রূপালী ফুল-তোলা রেশমের শাড়ী; অঙ্গে আজানুলম্বিত ঢিলা অঙ্গ-রাখা। কর-চরণ মঞ্জিষ্ঠা-রাগ রঞ্জিত, অঙ্গুলিতে পান্নার অঙ্গুরীয়, কর্ণে হীরকের দোলক; বেণীবদ্ধ চুলের অগ্রভাগ মুক্তার ঝুম্‌কাযুক্ত। ময়ূরের পালকে নির্ম্মিত পাখা লইয়া ব্যজনরতা কিঙ্করী।

কলা

একটিবার বল্‌লেই কিন্তু ডেকে আন্‌তে পারব।

অম্বপালী

না, ডাক্‌তে হবে না।

কলা

অত অভিমান ভাল নয়। অনেক সময় কিন্তু অভিমানেরই স্রোতে প্রণয় ভেসে যায়।

কবে ছিল যে ভেসে যাবে? রত্নের হৃদয়ে প্রণয় ব'লে

কোন জিনিস নেই। সে এসেছিল রূপের জোয়ারে ভেসে—ভাঁটা পড়্‌তেই চ'লে গেছে।

কলা

রূপেই আসুক আঁর প্রণয়েই আসুক—যে এসেছে তাকে বশে রাখা চাই। যাই ডেকে আনিগে, কি বল ?

অম্বপালী

না, যাস্‌নে কলা—কিছুতেই যাস্‌নে।

কলা

কেন গো! গোসা ত কতবারই ক'রেছ—এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ ত কখ্‌খনো দেখিনি। যাই, কি বল ?

অম্বপালী

না। গেলেও সে আস্‌বে না।

কলা

দেখই না আসে কি না ; আগেও ত কতবার হ'য়েছে এমন—আবার ডাক্‌তেই সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে এসেছে।

অম্বপালী

সে দিন চ'লে গেছে, কলা। আর, আস্‌লেও আমি চাই না তাকে।

কলা

সে কি! রত্নকে তুমি চাওনা ?

অম্বপালী

কলা

কেন চাওনা ?

অম্বপালী

কেন চাইব ? যে প্রণয়ী নয়, রূপান্ধ, তাকে চাইব কেন শুনি ?

কলা

এত কাল চেয়েছিলে কেন ?

ভুলে—মোহে। সে ভুল, সে মোহ ভেঙ্গেছে।

কলা

কতক্ষণের জন্য ? প্রণয়-কলহ অজাযুদ্ধের মত আড়ম্বরই সার।

অম্বপালী

কোথাকার হাবা মেয়ে তুই ! মেয়ে মানুষ হ'য়ে মেয়ে মানুষের মন জানিস্ না। তারা সব সইতে পারে—প্রণয়ের অপমান সইতে পারে না।

কলা

(সহাস্যে) শুধু কি তাই ? বাপের বাড়ীর ঝি-চাকরের অপমানও সইতে পারে না।

অম্বপালী

পারে কি না, সে তুই ভাল জানিস। আমার বাপের বাড়ী নেই, কাজেই ওসব খবর আমি জানি না।

কলা

এখন ও সব কথা রাখ’। রত্নকে ডেকে আনিগে—সেও ত তোমারই মত অন্তরে জ্ব’লে ম’রছে।

অম্বপালী

না কলা—যেতে হবে না। তার চেয়ে তুই না হয় একখানা গান গা।

কলা

(সুরে) ওগো প্রেমিক হওয়া কথার কথা নয়।

অম্বপালী

না, না ও গান নয়। প্রেমের গানে আর রুচি নেই?

কলা

(সহাস্যে) বিরহের গানে ত রুচি আছে, তাই না হয় গাই।

হৃদয় কাননে কুসুম বিতানে অলি গাহিল কই
সলাজে গলিয়া পড়িছে ঢলিয়া ফুলবঁধুয়া অই।

ও আবার কি ছাই গাচ্ছিস্। একখানা ভাল গান গা না।

কলা

প্রেমের নয়, বিরহের নয়, তবে কি গান গাইব?

অম্বপালী

যা হয় গা।

কলা

ভালরে ভাল, এ মন্দ রসিকতা নয়। তবে শোন একখানা।

কলার গীত

আমি সাধিয়া কাঁদিয়া বিকাইনু হিয়া যাহার চরণ তলে,
হৃদয় দলিয়া সে গেল চলিয়া ভাসায়ে নয়ন জলে।
সখি! ব'লনা প্রেমের কথা—
নিঠুর তমাল ধরা নাহি দিল
মুরছি পড়িল লতা।
রতন লভিতে সাগর ছেঁচিনু,
গরল উঠিল তাহে,
শীতল বলিয়া মলয় সেবিনু
মরিনু অনল দাহে।
প্রাণ জ্বলে যে গেল,
তুষের অনলে তিলে তিলে প্রাণ
জ্বলে যে গেল,
দারুণ পিয়াসে মিছা বারি আশে
ছুটিনু মরুর পিছে—
সখি! মিছে ভালবাসা মিছে প্রেম আশা
জগতে সকলি মিছে।
এবে পলে পলে নিরাশা অনলে
পরাণ আমার জ্বলে,
আপনার ফাঁসী, আপনি রচিয়া
পরিনু আপন গলে।

আর একখানা গাইব?

না, আর গাইতে হবে না। ভাল লাগে না শুন্‌তে—মন যেন অবশ অসাড় হ'য়ে আসছে!

কলা

(সভয়ে) কেন গো, অমন হ'চ্ছে কেন?

অম্বপালী

কৌণ্ডন্যের জন্যে।

কলা

কেন, তার হয়েছে কি?

অম্বপালী

তার জীবন বিপন্ন।

কলা

সে কি গো!—পূর্ণিমারদিন বাড়ী আস্‌ছে, আমি যে তার সমাদরের জন্যে বাড়ীঘর সাজাচ্ছি!

অম্বপালী

মিছেই সাজাচ্ছিস্—বেঁচে থাক্‌লে ত আসবে?

কলা

তোমার কথা শুনে ভয়ে যে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রছে। কি হয়েছে শীগ্‌গির বল।

অম্বপালী

কি আর ব'লব? দুঃখে, অপমানে, ভয়-ভাবনায় আমার বুক ভেঙ্গে গেছে।

কলা

নাঃ! রত্নের বিরহে মাথাটা এক্‌কেবারেই বিগড়েছে।

অম্বপালী

রত্ন রত্ন করে মাথার পোকা খসালি তুই! তবু যদি জান্‌তিস কত নীচ, কত ইতর সে!

কলা

যতক্ষণ গোসা-ঘরে আছ ততক্ষণ আরো কত কি হবে! বেরিয়ে এলেই দেখ্‌বে সে·প্রেমের দুলাল।

অম্বপালী

না-রে-না। আর দুলাল নয়—এখন দুরন্ত দানব। জানিস্ আমার কৌণ্ডন্যকে কত ঈর্ষা করে—হিংসা করে সে?

কলা

সে কি! রত্ন করে কৌণ্ডন্যকে হিংসা? না, না; ও তোমাদের প্রণয়-কলহের জের।

অম্বপালী

ভারি ত জানিস তুই! বাপ্‌রে বাপ্, সে কী রাগ! দোষের মধ্যে ব'লেছিলাম সব্‌বাইর চাইতে কৌণ্ডন্যকেই বেশী ভালবাসি। বাস্! আর যাবে কোথায়? একেবারে জাত-সাপের মত ফোঁস্ ক'রে উঠল। পারলে তখ্‌খুনি কৌণ্ডন্যকে ছোবল মার্‌ত!

কলা

ছিঃ! ছিঃ! এমন ছেলেমানুষীও করে বাছা! এতখানি

বয়স হ'লো কথা ক'ইতে জান না! অত সত্যবাদী হলে কি আমাদের চলে? আমাদের হওয়া চাই প্রিয়ম্বদা।

অম্বপালী

অতশত মিথ্যে কইতে পারি না—চাইও না।

কলা

চাও না যদি—রত্ন কেন, কোন পুরুষকেই মুঠোর মধ্যে রাখ্‌তে পারবে না।

অম্বপালী

চাই না রাখ্‌তে।

কলা

চাও না তঁ ব'লছ কিন্তু স্ত্রীলোক লতার মত—একটা না একটা আশ্রয় ত চাইই।

অম্বপালী

কৌণ্ডন্য বেঁচে থাকলে, আশ্রয়ের ভাবনা কি?

কলা

ভাল কথা—কৌণ্ডন্যের জীবন বিপন্ন না কি একটা কথা ব'ল্‌ছিলে?

অম্বপালী

তোর প্রেমের দুলাল, আদুরে গোপালের আব্‌দার শুনেছিস্‌? তার আদেশ কৌণ্ডন্যকে বেশী ভালবাস্‌তে পারব না। তাকেই বেশী ভালবাসতে হবে। কৌণ্ডন্যর জন্য তার প্রেমের অপমান করলে সে তা সহ্য করবে না। প্রয়োজন

হ'লে কৌণ্ডন্যের রক্তপাত ক'রেও আমার ভালবাসায় তার প্রাধান্য বজায় রাখবে।

কলা

কী সর্ব্বনেশে কথা! কোথাকার কাঠ গোঁয়ার! তুমি বুঝি ভয়ে আঁৎকে উঠে তাই স্বীকার ক'রলে?

অম্বপালী

কোন মা নাকি তা পারে?

কলা

ও আবার প্রণয়ী! পথের কুকুর নাই দিয়ে মাথায় তুলেছ বইত নয়! দেখ্‌লে বাছা মানুষ না চিনবার ফল?

অম্বপালী

দেখ্‌লুম ত। এখন কি করি বল্‌ত?

কলা

কেন ভয় কিসের? ও করবে কি কৌণ্ডন্যের? অ্যাঃ! ভয় দেখালেই হ'লো, আমরা রাজার রাজ্যে বাস করি না!

অম্বপালী

তুই জানিসনে কলা—বৈশালীতে রত্নদত্তের অসীম ক্ষমতা। তাকে বাধা দিতে পারে এমন কে আছে কলা?

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা

আছে, আছে অম্বপালী—সকলের ভাগ্যসূত্র যার হাতে সেই নিয়তি বাধা দেবে। রত্নের সাধ্য কি তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে?

অম্বপালী

(বিমলাকে দেখে চমৎকৃতা হ'য়ে বলিলেন) সত্যি ব'ল্‌ছেন, রত্ন কৌণ্ডন্যর অনিষ্ট ক'রতে পারবে না ?

বিমলা

না, পারবে না। সত্যি বল্‌ছি—রত্ন তার কেশাগ্রও স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

অম্বপালী

কে আপনি—আপনি দেবী না মানবী ?

বিমলা

একদিন তোমারই মত পথের এঁটোপাতা ছিলুম—সহস্র কুকুর লোফালুফি ক'রত। আজ বুদ্ধের কৃপায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘে স্থান পেয়েছি। তুমি আমায় চিনতে পারছ না অম্বপালী ? আমি বিমলা।

অম্বপালী

আপনি—তুমি, তুমি বিমলা ! না, না, তুমি বিমলা নও—আমি যে তাকে চিনি।

বিমলা

আমিই সেই বিমলা।

অম্বপালী

তুমিই সেই বিমলা ? আমি স্বীকার করি তুমি খুবই সুন্দরী ছিলে ; কিন্তু এ কি রূপ দেখ্‌ছি তোমার ! এ রূপের যে তুলনা নেই, বিমলা !

বিমলা

ঠিকই দেখ্‌ছ, অম্বপালী। তখন দেখেছিলে গণিকা, এখন দেখ্‌ছ ভিক্ষুণী। গণিকা আর ভিক্ষুণীর রূপে যদি প্রভেদ না থাক্‌বে তবে ধর্ম্মের আর গৌরব কি?

অম্বপালী

আহা বিমলা, ধর্ম্ম কি অপূর্ব্ব রূপশ্রীই না ঢেলে দিয়েছেন তোমার অঙ্গে!

বিমলা

আমার আর কি ছাই রূপ! যদি কোন দিন ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবতী হও—সঙ্ঘে আশ্রয় পাও—তখন দেখ্‌বে তোমার রূপের দীপ্তিতে আমার রূপ জোনাকীর মতই হীনপ্রভ হ'য়ে গেছে।

অম্বপালী

কি যে বল্‌ছো, বিমলা! আমি হবো ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবতী—আমি পাবো সঙ্ঘে আশ্রয়!

বিমলা

বুদ্ধকৃপায় অসম্ভব কি? আমি কি ছিলাম ভেবে দেখো।

অম্বপালী

তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না, বিমলা। তুমি ছিলে বন্ধনমুক্ত—আর আমি রয়েছি স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে। কৌণ্ডন্য আমারই পুত্র, জান ত?

বিমলা

জানি। স্নেহের বন্ধন ছাড়া—প্রেমের বন্ধনও রয়েছে তোমার।

অম্বপালী

ছিল। সে এখন আর নেই।

বিমলা

স্নেহের বন্ধনও ত একদিন না থাকতে পারে।

অম্বপালী

না, না, ও কথা ব'লো না, স্নেহের বন্ধন থাকবে না? অসম্ভব, অসম্ভব! আমার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হবে কৌণ্ডন্য?

বিমলা

জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়—এখন আমি চল্‌লুম। আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

অম্বপালী

কলা, কলা, দেবীবাক্য—কৌণ্ডন্যের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ ক'রতে পারবে না; আর ভয় কি? আনন্দ কর, আনন্দ কর।

কলা

কি আনন্দ! কি আনন্দ! বাড়ীঘর সাজাই তবে? কি বল?

অম্বপালী

হ্যাঁ সাজা, কলা! (প্রস্থান)

কলা

জগতে বহুরকম পাগল আছে—প্রেমে পাগল, রূপে পাগল,—মাথা পাগল—কিন্তু এমন অকারণ পাগল কেউ কখন’ দেখেছ? এক পাগলে রক্ষা নাই এখন আবার জোড়া পাগলের পাল্লায় পড়লুম। (প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বেতালের বহির্ব্বাটী।

সময়—প্রদোষ।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি; দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান, বামে বসিবার গৃহ। সম্মুখের অল্পপরিসর চলন-পথ রাজপথে গিয়া মিশিয়াছে। চলন-পথে উত্তেজিতভাবে বেতালভট্ট পাদচারণ করিতেছে।

বেতাল

কী স্পর্দ্ধা! কী অসীম অশিষ্টতা! আদেশ! বৈশ্য হ’য়ে ব্রাহ্মণকে আদেশ! দাঁড়া মূর্খ, শীঘ্রই তোকে সমুচিত শিক্ষা দেব। তুই দেখিয়েছিস মৌখিক বীরত্ব, আমি দেখাব কার্য্যে। তুই কে যে তোর আদেশ, তোর আপত্তি শুনিব আমি! তোর মত শত রত্নদত্তও এ বিবাহ প্রতিরোধ ক’রতে পারবে না। সুন্দরীর আপত্তি সঙ্গত। তথাপি এ বিবাহ আমি দেবই। নন্দা ও কৌণ্ডন্যের মধ্যে যে একটি মাধুর্য্যময় অন্তরঙ্গতা আত্মপ্রকাশ ক’রেছে তা শুধু যে প্রণয়-চঞ্চলতা—যৌবনের ক্ষণিক উন্মাদনা তা নয়। এর মূলে রয়েছে জীবনের পরমোত্তম

বস্তু, প্রাণবন্ত প্রণয়। এই পরিণয়ের উপরই নির্ভর ক'রছে ওদের ভাবী-জীবনের সুখ সৌভাগ্য। বিবাহের কথা অম্বপালীকে পূর্ব্বে না জানিয়ে উত্তম কাজই ক'রেছি। পূর্ব্বে জানালে সেও হয়ত রত্নদুত্তের কুপরামর্শে আপত্তি ক'রে ব'সত। বিবাহ আসন্ন, এখন আর কি ভয়? কল্যই তাহাকে জানাব।

(সম্মুখে কৃষ্ণবস্ত্রাবৃতা অম্বপালীকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া)

কে, কে তুমি? সুন্দরী?

অম্বপালী

(অগ্রসর হইয়া ও অঙ্গাবরণ মোচন করিয়া) না, আমি অম্বপালী।

বেতাল

(বিস্মিত হইয়া) অম্বপালী! তুমি এখানে এ সময়ে একা?

অম্বপালী

হ্যাঁ, একটিবার কৌণ্ডন্যকে দেখ্‌তে এলাম।

বেতাল

এত কাল ত রাজপথে দেখেই তৃপ্ত ছিলে। জীবনে যা কখনো করনি—এমন দুঃসাহসের কাজ কেন ক'রলে আশ্রমে প্রবেশ ক'রে?

অম্বপালী

তিন দিন চেষ্টা ক'রেও রাজপথে তাকে দেখ্‌তে পাইনি। তাই আকুল হ'য়ে ছুটে এসেছি—যদি সুবিধে ক'রে দেখাতে পারেন একটিবারের জন্যে।

বেতাল

এই অভিনব আকুলতার কারণ ?

অম্বপালী

সবই ব'লব—আগে স্থুযোগ ক'রে একটিবার দেখান।

বেতাল

এই পূর্ণিমার দিনেই ত সে গৃহে যাবে।

অম্বপালী

তবু আজ একটিবার দেখ্‌বো তাকে।

বেতাল

না, দেখা হবে না—গৃহে যাও।

অম্বপালী

কেন দেখা হবে না ? সে ভাল আছে ত—বেঁচে আছে ত ?

বেতাল

সে কুশলেও আছে—জীবিতও আছে। এখন তুমি শীঘ্র গৃহে যাও। এখানে তোমার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়।

অম্বপালী

ভাল আছে—বেঁচে আছে তবে দেখা হবে না কেন ?

বেতাল

আমার আদেশে কৌণ্ডন্য গৃহে আবদ্ধ আছে—বিবাহের পূর্ব্বে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেব না।

অম্বপালী

বিবাহ! কার বিবাহ ?

বেতাল

কৌণ্ডন্যের।

অম্বপালী

কৌণ্ডন্যের বিয়ে? কবে? কার সঙ্গে?

বেতাল

আগামী পরশু—নন্দার সঙ্গে।

অম্বপালী

এ বিয়ে দিচ্ছে কে?

বেতাল

আমি।

অম্বপালী

কি অধিকারে?

বেতাল

আচার্য্যের অধিকারে—হিতৈষীর অধিকারে

আচার্য্যের শিক্ষা দেবার অধিকার—বিয়ে দেবার অধিকার পিতা-মাতার। আমি কৌণ্ডন্যের বিয়ে দেবো না।

বেতাল

কেন দেবে না?

অম্বপালী

আমি তাকে চিরকুমার রাখতে চাই।

বেতাল

সে কৌমার্য্য রক্ষা করিতে পারবে না। সে নন্দাতে আসক্ত।

অম্বপালী

কৌণ্ডন্য যদি বিয়ে ক'রতেই চায়—তা হ'লেও নন্দার সঙ্গে তার বিয়ে দেব না নিশ্চিত জান্‌বেন।

বেতাল

কেন ?

অম্বপালী

আপনি কি জানেন না নন্দা কার মেয়ে ?

বেতাল

হুঁ, তুমিও শুনেছ ? কিন্তু নন্দা সুন্দরীর বৈধ কন্যা।

অম্বপালী

তা হো'ক। মা যার গণিকা, তাকে বধূর সম্মান দেব না।

বেতাল

তুমি সাধ্বী-শিরোমণি হ'লে কবে ?

অম্বপালী

আমি সাধ্বী না হ'লেও আমাতে সুন্দরীতে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

বেতাল

পাদুকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

অম্বপালী

না, তা নয়। গণিকাদেরও নিজস্ব সমাজ আছে। সে সমাজে সুন্দরীর স্থান আমার পদাঙ্গুলের নীচে। কে তাকে চেনে! কি তার খ্যাতি? এই বৈশালীর ক'জনই বা নাম শুনেছে তার? যে শরীর বেচে, সৌন্দর্য্য বেচে খায় তার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। শ্রেষ্ঠত্বে আমি তার নাগালের বাইরে।

বেতাল

আত্মম্ভরিতায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। এক অর্থ ছাড়া আর কিসে তুমি সুন্দরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা?

অম্বপালী

আমার শ্রেষ্ঠত্ব ললিত কলার নব নব রসের সৃজনে;—আমি সঙ্গীতকে করি লীলায়িত, মূর্ত্ত, জীবন্ত; নৃত্যে আমি হরণ করি নটরাজের চিত্ত, নৈপুণ্যে সাজিয়ে দিই তাঁর চরণে পূজার উপচার—অভিনব নৈবেদ্য। আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রণয়-ধর্ম্মের সাধুতায়, একাগ্রতায়, একনিষ্ঠতায়।

বেতাল

শোন অম্বপালী! নন্দা শিক্ষায়, সরলতায়, প্রণয়ের দৃঢ়তায়, চরিত্রের পবিত্রতায় অতুলনীয়।

অম্বপালী

তা হো'ক।

বেতাল

আরো শোন—সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, শুচিতায় নন্দা একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত অনবদ্য পদ্ম !

অম্বপালী

এ সব সত্ত্বেও সে আঁস্তাকুড়ের পদ্ম—রূপে, রসে, গন্ধে অতুলনীয়া হ'লেও তা দিয়ে দেবতার পূজো করা চলে না।

বেতাল

(বিরক্তির সহিত) উপদেবতার পূজা করা ত চ'লতে পারে? অশিষ্টা ! পবিত্রের সঙ্গে অপবিত্রের কি অশোভন উপমা ! যাও, গৃহে যাও। কৌণ্ডন্যের দেখা পাবে না।

অম্বপালী

চাই না কৌণ্ডন্যকে দেখ্‌তে। আপনি শুধু বলুন নন্দার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন না।

বেতাল

বিবাহ আমি দোবই এবং গৃহে পাঠাবার পূর্ব্বে এই চতুর্দ্দশীতেই দোব।

অম্বপালী

আপনি বিয়ে দেবার কে ?

বেতাল

ব'লেছি ত—আচার্য্য।

অম্বপালী

আমি মা—আমি এ বিয়ে দেব না।

বেতাল

মা !! মা হ'য়ে কি উপকার ক'রেছ পুত্রের ? তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছে ব'লেই কৌণ্ডন্য আজ চণ্ডালের অধম, অস্পৃশ্য, অপাংক্তেয়। মা হ'য়েও তুমিই কৌণ্ডন্যের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। যাও, প্রস্থান কর, এ বিবাহ আমি দোবই।

(প্রস্থান)।

অম্বপালী

কী নিষ্ঠুর! মুহূর্ত্তে ছারখার ক'রে দিলে মায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা! যাও নির্ম্মম ব্রাহ্মণ, আমিও মাতৃ-হৃদয়ের একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় তোমার এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য বিধাতার চরণে প্রার্থনা ক'রব। বিধাতা বধির না হ'লে আমার প্রার্থনা শুনবেনই তিনি। আমি সহায়হীনা ব'লেই এত অপমান ক'রেও দীর্ঘ টিকি আস্ফালন ক'রে নিরাপদে যেতে পার্‌লে। আজ যদি রত্ন—না, না ও নাম আর মুখে আনব না—ঐ নামে আমার কেউ নেই। (বিমলার প্রবেশ। অম্বপালী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।) দেবি, দেবি, বেতাল জোর ক'রে—আমার অমতে কৌণ্ডন্যের সঙ্গে নন্দার বিয়ে দিচ্ছে। এ অপমানের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর—মহা অনর্থপাত হ'তে কৌণ্ডন্যকে বাঁচাও।

বিমলা

অম্বপালী, মানুষ অদৃষ্টের দাস—প্রভু নয়। যারা পৌরুষ-বাদে অতিবিশ্বাসী হ'য়ে, অদৃষ্টের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক'রতে যায়

তারা ভবিতব্যতা ভুলে যায়। প্রারব্ধ অখণ্ডনীয়, তাতে সামান্য যোগ-বিয়োগেরও সম্ভাবনা নেই। বেতাল সব করতে পারে, কৌণ্ডন্যের প্রারব্ধ পরিবর্ত্তন করতে পারে না। চল তোমাকে গৃহে পৌঁছিয়ে দিই। এ স্থান নিরাপদ নয়। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বনমধ্যস্থ গৃহাঙ্গন।

সময়—গভীর রাত্রি।

জ্যোৎস্নাদীপ্ত উন্মুক্ত বনভূমি-মধ্যস্থ একটী পরিত্যক্ত পর্ণশালার *অঙ্গনে চিন্তাক্লিষ্ট বেতালভট্ট চঞ্চলভাবে পাদচারণ করিতেছে।*

বেতাল

সুন্দরীর ত এখনও দেখা নেই। আবার মাথা বিগড়াল' নাকি? কৌণ্ডন্যের সঙ্গে নন্দার বিয়ে দিতে সুন্দরীর প্রবল আপত্তি। কিন্তু তা হ'লেও এ বিবাহ দিতেই হবে আমাকে। সুন্দরী ত দূরের কথা—স্বয়ং প্রজাপতিও যদি প্রতিকূল হন এ বিবাহ দেবই আমি—দেখি কে বাধা দিতে পারে?

সুন্দরী

(ছদ্মবেশে সুন্দরীর প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ) আমি—আমি বাধা দেব।

বেতাল

এই যে সুন্দরী! তুমি বাধা দেবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—পার ত দিও।

সুন্দরী

সত্যই বাধা দেব—প্রাণপাত ক'রেও বাধা দেব।

বেতাল

(স্বগত) আবার কাঁধে ভূত চেপেছে। (প্রকাশ্যে) বেশ ত দিও। এখন প্রতিজ্ঞা পালনে দেরী ক'রছো কেন তাই বল।

সুন্দরী

প্রতিজ্ঞা আবার কি! স্বেচ্ছায় ত করিনি।

বেতাল

স্বেচ্ছায়ই কর আর অনিচ্ছায় কর, যা স্বীকার ক'রেছ তা পালন ক'রতেই হবে তোমাকে।

সুন্দরী

যে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করে না, পরের প্রতিজ্ঞার জন্য তার অত মাথাব্যথা কেন?

বেতাল

আমার প্রতিজ্ঞা পালনের সময় এখনও আসেনি। সময় আস্‌লে আমিও পালন ক'রব।

সুন্দরী

মিথ্যা কথা—কখ্‌খনও করবে না। এই একটু আগেই না কৌণ্ডন্যের সঙ্গে নন্দার বিয়ে দিতে জিদ কচ্ছিলে?

বেতাল

তামাসা করছিলাম—তোমাকে ক্ষেপাবার জন্যে।

মিথ্যা কথা—তোমাকে চিন্‌তে আমার বাকী নেই।

বেতাল

সাবধান সুন্দরী। জান, কার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কইচ?

সুন্দরী

জানি,—আমার যমদূত বেতাল ভট্টের সুমুখে।

বেতাল

রসিকতা ছাড়। প্রতিজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হও। কাল প্রভাতেই যেন গৌতমের চরিত্র-হীনতার কথা ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। বল, প্রতিজ্ঞা পালন ক'রবে?

সুন্দরী

না, কখনও না। অমন কুৎসিত কাজ কিছুতেই ক'রব না।

বেতাল

শোন সুন্দরী, তুমি আমার কার্য্যসিদ্ধির উপায়মাত্র, কার্য্যের ভাল-মন্দ তোমার বিচার্য্য নয়।

সুন্দরী

ক্ষমা কর, বেতাল। অমন দেবতার মত নির্ম্মল চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দিতে পারব না।

বেতাল

কেন, কিসের ভয়?

সুন্দরী

ভয় নয়। তাঁর আদেশ অমান্য ক'রতে পারব না।

বেতাল

তাঁর আদেশ! কার আদেশ?

সুন্দরী

বুদ্ধ তথাগতের। মনে ক'রো না তোমার কথামত কাজ ক'রতে চেষ্টা করি নি। নন্দার সুখের জন্য, সম্মানের জন্য নিজের আত্মসম্মান, আত্মসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েও তোমার কুপরামর্শে জেতবন বিহারে গিয়েছিলুম। কিন্তু তথাগতের সামনে যেতেই আমার কু-অভিসন্ধি কোথায় যেন ভেসে গেল। তাঁর সেই প্রখর দৃষ্টি আমার বক্ষ ভেদ ক'রে অন্তরের মলিনতা দেখেই যেন করুণায় সিক্ত হয়ে উঠল—আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না, সঙ্কোচে ভেঙ্গে পড়লুম তাঁর পায়ের উপর। তিনি আমাকে অভয় দান ক'রে অনুতাপ ক'রতে আদেশ ক'রলেন।

বেতাল

গল্প রচনার সময় যথেষ্ট পাবে পরে—এখন জেতবনে গিয়ে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কর।

সুন্দরী

ক্ষমা কর। অমন সুন্দর চরিত্রে কালির ছড়া দিতে পাঠিও না আমাকে।

বেতাল

তা হ'লে কি যমালয়ে পাঠাতে বল?

সুন্দরী

তাই কর—তাই কর, বেতাল। আমার একটুও সাধ নেই বেঁচে থাকতে। তোমার পায়ে পড়ি—এই মুহূর্ত্তে আঁমার ঘৃণিত জীবনের শেষ করে দাও।

(বেতালের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।)

বেতাল

(গর্জ্জন করিয়া) সুন্দরী, দাঁড়াও। জান, অবাধ্যতারও একটা সীমা আছে? গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে তুমি আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রবে? না, তা ক'রতে দিচ্ছি না—আমার আদেশ মান্‌তেই হবে তোমাকে।

সুন্দরী

পারব না—পারব না—কিছুতেই পারব না।

বেতাল

তুমি আমার বন্দিনী—যা বলব তাই করতে বাধ্য।

আমি বন্দিনী তোমার? হাঃ, হাঃ, হাঃ,—আমার দেহকেই না হয় বাঁধ্‌তে পার, মনকে বাঁধ্‌বে কি ক'রে? —সে যে আজ বিদ্রোহী—পার ত বাঁধ তাকে?

বেতাল

তুমি কি চাও সুন্দরী? যদি অর্থ চাও—অর্থই দেব। পদগৌরব চাইলে তাই দেব। কিন্তু এ কাজ তোমাকে ক'রতেই হবে।

সুন্দরী

আমি কিছুই চাই না। আমি মৃত্যু চাই—মুক্তি চাই।

বেতাল

মিথ্যা কথা। তুমি মৃত্যু চাও না—মুক্তি চাও না। তুমি চাও মূল্য, উচ্চতম মূল্য। শোন সুন্দরী, প্রচুর অর্থ দেব—অম্বপালীর পরিবর্ত্তে তোমাকেই রত্নদত্তের প্রণয়িনীর পদগৌরব দেব। স্বীকার কর—কাল প্রভাতেই প্রচার ক'রবে গৌতমের শয্যায় রাত্রিবাস ক'রেছ তুমি।

সুন্দরী

(কাণে অঙ্গুলি দিয়া) ছিঃ ছিঃ—মহাপাপ—মহাপাপ।

বেতাল

হুঁ, মহাপাপ!—রাতারাতি সতী ব'নে গেছ। সহস্র পুরুষের উচ্ছিষ্টা! তুই এসেছিস্ আমাকে ধর্ম্ম শেখাতে?

সুন্দরী

আমি যাই হই তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমার মুক্তি যদিও কোন দিন সম্ভব হয়—তোমার ভাগ্যে অনন্ত নরক।

বেতাল

নিশ্চয়—নিশ্চয়। ঐ দ্যাখো তোমার জন্য স্বর্গের বিমান আর আমার জন্য নরকের গোযান আস্‌ছে। যাক্, আমার কথামত কাজ যখন ক'রবেই না, তুমি যেতে পার; আর তোমার যখন অমত, কৌণ্ডন্যের সঙ্গেও নন্দার বিয়ে দিচ্ছি না।

সুন্দরী

(পায়ে পড়িয়া) বেতাল—বেতাল, ক্ষমা কর আমার দুর্ব্বাক্য,—ভুলে যাও আমার অশিষ্ট আচরণ। আমি কল্পনাও ক'রতে পারি নি তুমি এত মহৎ—এত উদার! আমার মত চরিত্রহীনার প্রার্থনার যদি কোন মূল্য থাকে, ভগবান নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল ক'রবেন।

বেতাল

নিশ্চয়ই ক'রবেন। রত্নদত্ত বৈশালীর গণ-শক্তির কেন্দ্র। নন্দা উপহারে যদি তাকে তুষ্ট রাখতে পারি, তাহ'লে সমস্ত বৈশালীই আমার করতলগত হবে। এর চাইতে আর কি বেশী মঙ্গল হইতে পারে আমার!

সুন্দরী

কি বল্‌লি চণ্ডাল! (ত্রস্তে পার্শ্বদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বেতালের দিকে ছুটিয়া গেল। বেতাল সভয়ে সরিয়া যাইয়া বংশীধ্বনি করিলেন। দুইজন ছদ্মবেশী লোকের প্রবেশ এবং সুন্দরীকে বাধা প্রদান।)

বেতাল

যাও—নিয়ে যাও চণ্ডালীকে। হস্তপদ শৃঙ্খলিত ক'রে ঐ গৃহে আবদ্ধ কর। ক্ষুধাতৃষ্ণায় দু'দিনেই রণরঙ্গিনী ধূলি-ধূসরিণী হবে। দেখ'বো তখন এত তেজ কোথায় থাকে—

সুন্দরী

বড়ই বেঁচে গেলি। কিন্তু এ বাঁচা বাঁচা নয়। এই ছাখ্ (দ্বিতীয় ছুরিকা দেখাইয়া) তোর রক্তের পিপাসায় কেমন লক্ লক্ ক'রছে।

বেতাল

কেড়ে নে—কেড়ে নে—শিগ্‌গির কেড়ে নে। (অনুচরদ্বয় ছুরিকা ছিনাইয়া লইল। সাহ্লাদে) এবার বন্ধন কর্। (সুন্দরীকে বন্ধন করিয়া ও গৃহরুদ্ধ করিয়া অনুচরদ্বয়ের প্রস্থান) কোণঠাসা হ'লে কেঁচোও মাথা উঁচু করে।—এই বুদ্ধিটুকু ছিল ব'লেই আজ বেঁচে গেলুম। ভাগ্যিস পূর্ব্ব থেকে প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলুম। উঃ! কি ফাঁড়াটাই আজ কেটে গেল!

সুন্দরী

দেখ্‌ছ কি? হাত-পা'ই না হয় বাঁধ্‌লি—এখনও মুখে ধারালো দাঁত আছে—চোখে আগুনের হল্‌কা আছে। তোর মুণ্ড চিবিয়ে খাব—চোখের আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রব।

বেতাল

কি ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুলের দন্ত-বিকাশ! কি অগ্নিবর্ষী অজগর-দৃষ্টি! শরীর ও মন ভয়ে অলস অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে। এক পাও এগুতে পারছি না—কে যেন পেরেক মেরে এঁটে দিয়েছে পা।

(সভয়ে বসিয়া পড়িলেন ; পট-পরিবর্ত্তন)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বেতালের গৃহসংলগ্ন উদ্যানের একাংশ।

সময়—সন্ধ্যা।

জ্যোৎস্নালোকিত প্রস্ফুটিত কুসুমকুঞ্জের অন্তরালে কৌণ্ডন্যের অপেক্ষায় গীতরতা নন্দা অন্যমনস্কভাবে এক দীর্ঘাসনের এক প্রান্তে উপবিষ্টা।

নন্দার গীত

গগনে গগনে কত শশী বিহরে,
মাটির এ ভুবনে, কে জানে, কে জানে?
সেথা কি তারার মালা
সহিছে বিরহ-জ্বালা
সেথায় নয়ন কি গো ঝরে অভিমানে?
আমি যে জীবন-চাঁদে
সঁপেছি পরাণ সাধে
সে ত সদা থির মোর হৃদয়-গগনে,
প্রণয়ে নিরাশা নাই
বিরহ বালাই নাই
দুখের দহন তাই নাহি মোর পরাণে।

.. গগন-চাঁদ ত কখন্ আকাশে উঠেছে! হৃদয়-চাঁদের ত এখনও দেখা নেই। পরাবিদ্যার পরীক্ষায় কৌণ্ডন্য প্রথম স্থান পেয়েছে। আজ উপাধি পাবার দিন। এখুনি হয়ত উপাধি-পত্র হাতে ছুটে আসবে। ঐ যে, ছুটেই ত আসছে সত্যি সত্যি! কি আনন্দ!

(কৌণ্ডন্যের প্রবেশ)

কৌণ্ডন্য

নন্দা, নন্দা—বেদান্তবাগীশ উপাধি পেয়েছি। এই ছাখো।

নন্দা

(উপাধি-পত্র হাতে নিয়ে দেখিতে দেখিতে) ঐ যা! মোটে কুড়ি বছর বয়েস তোমার? আমার পাঁচ বছরের বড়, আর এরি মধ্যে ব্রহ্মবিছায় শিক্ষা শেষ ক'রলে!

কৌণ্ডন্য

পরীক্ষা-পাশই শিক্ষার শেষ নয়, নন্দা—কেবল শিক্ষার সূত্রপাত। ষড়্‌দর্শনের যে অনন্ত সমুদ্র সম্মুখে প'ড়ে র'য়েছে সারা জীবনেও তাঁকে মন্থন ক'রে জ্ঞান-সুধা লাভ ক'রতে পারব কি না সন্দেহ।

নন্দা

আমার কোন সন্দেহ নেই—খুব পারবে। তা তুমি এত দেরী ক'রে এলে যে বড়?—সম্মানের বোঝাটা নিয়ে চ'লতে বুঝি বড়ই কষ্ট হ'চ্ছিল?

কৌণ্ডন্য

শুধু সম্মানের বোঝা হ'লে হয়ত তাই হ'ত। কিন্তু বোঝার উপর এমন আর একটি সুখের আঁটি ছিল যাতে ক'রে আমার পা ছু'খানি পবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাখীর মত উড়ে এসেছে।

নন্দা

সুখের আঁটিটি কি শুনি ?

কৌণ্ডন্য

এখনও শোননি ? আচার্য্যদেব বল্লেন পশু'ই আমাদের বিয়ে।

নন্দা

(সলজ্জভাবে) যাও ! ও তোমার মিছে কথা।

কৌণ্ডন্য

আমার কথা নয়—আচার্য্যদেবের কথা। সত্যিই পশু' বিয়ে ; আর তার পর দিনই স-নন্দা গৃহে গমন।

নন্দা

সব বাজে কথা। সত্যি সত্যি বিয়ে হ'লে কি আর বাজনা-বাদ্যি বাজ্‌ত না ? দেশ থেকে তোমার আমার আত্মীয়েরা আস্‌তেন না ?

কৌণ্ডন্য

তাইত নন্দা, ঠিকই ত ব'লেছ। বিয়েতে ত বাজনাবাদ্যি চাই-ই—স্বজনও ত চাই।

নন্দা

যাও ! আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না। আমি কি না বিয়ে-পাগলী ?

কৌণ্ডন্য

বিয়ে-পাগলী কি না নিজের মনকে জিগ্‌গেস কর। না

নন্দা, বাজে কথা নয়, ঠাট্টা নয়, সত্যিই পশু বিয়ে। বাজনা না হ'লে কি বিয়ে আট্‌কে থাকে? শাঁখ বাজিয়েও বিয়ে হয়। আর কেউ না বাজায় তোমাতে আমাতেই না হয় গাল ফুলিয়ে শাঁখ বাজানো যাবে, কি বল?

নন্দা

(হাসিয়া) তাই না হয় যাবে। আপনার জন?

কৌণ্ডন্য

সেজন্যও বিয়ে আট্‌কাবে না। যারা ছেলেবেলা থেকে পালন করে শিখিয়ে পড়িয়ে এত বড় করেছেন—মানুষ ক'রেছেন, সেই আর্য্যা মেঘবর্ণা আর আচার্য্যই আমাদের পিতামাতার সামিল—অন্য স্বজনে দরকার কি?

নন্দা

সত্যি সত্যি বিয়ে? ঠাট্টা ক'রছ না?

কৌণ্ডন্য

না গো না, ঠাট্টা নয়—সত্যি সত্যিই বিয়ে। (নেপথ্যে—কৌণ্ডন্য, কৌণ্ডন্য) চল্‌লুম—আচার্য্য নিরঞ্জন দেব ডাক্‌ছেন—কোথাও যেও না নন্দা; এখুনি আসছি। (প্রস্থান)

নন্দা

কৌণ্ডন্য তা হ'লে ঠাট্টা ক'রছে না—সত্যি সত্যিই বিয়ে। স্বপ্নটা তা হ'লে মিথ্যাই হ'লো—আহা তাই যেন হয়। কে একজন আসছে না? (বিমলার প্রবেশ) কে তুমি?

বিমলা

ভিক্ষুণী।

নন্দা

এ ত ভিক্ষার সময় নয়। এ ত ভিক্ষে দেবার জায়গা নয়

বিমলা

ভিক্ষার জন্যে আসিনি—তোমার কাছে এসেছি, নন্দা।

নন্দা

আমার নাম জান দেখ্ছি—তা আমার কাছে কেন?

বিমলা

পর্শু ই নাকি কৌণ্ডন্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে?

নন্দা

(মাথা নত করিয়া) তাই ত শুন্ছি।

বিমলা

কৌণ্ডন্যকে বিয়ে ক'রো না।

নন্দা

(আশ্চর্য্য হইয়া) কেন?

বিমলা

জান সে কে?

নন্দা

না, মা-বাবা জানেন।

বিমলা

না, মেঘবর্ণা জানে না।

নন্দা

বাবা ত জানেন।

বিমলা

তা জানেন—আর জেনে শুনেই ভট্টজী অম্বপালীর ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিচ্ছেন।

নন্দা

অম্বপালী কে ?

বিমলা

এই বৈশালীরই গণিকা।

নন্দা

কৌণ্ডন্য গণিকা-পুত্র ! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা।

বিমলা

বিশ্বাস না হয়—কর বিয়ে ; কিন্তু আজীবন অনুতাপের আগুনে জ্বল্‌তে হবে।

নন্দা

কে তুমি ভিক্ষুণীর বেশে ডাইনী—আমার সুখের ঘরে আগুন দিতে এসেছো ? যাও, দূর হও, এখুনি দূর হও না না (স্বগত) ভিক্ষুণী নয়, ভিক্ষুণী নয় : রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী : বুক জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল—ও-হো-হো।

(চোখে আঁচল দিয়া বেগে প্রস্থান)

বিমলা

খুন ক'রলুম—খুন ক'রলুম! অমন আপন-ভোলা আত্ম-সমর্পণ—বিশ্বাস—তাকে খুন ক'রলুম—হত্যা ক'রলুম!

(কৌণ্ডন্যের প্রবেশ)

কৌণ্ডন্য

নন্দা, নন্দা! কোথায় নন্দা (বিমলাকে দেখিয়া) কে আপনি?

বিমলা

ভিক্ষুণী—

কৌণ্ডন্য

এখানে কেন?

বিমলা

তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কৌণ্ডন্য

বলুন।

বিমলা

পশু'ই নাকি নন্দাকে বিয়ে ক'রছ?

কৌণ্ডন্য

আচার্য্যদেবের তাই আদেশ।

বিমলা

কিন্তু জান নন্দা কে, কে তার পিতা, কে মাতা?

কৌণ্ডন্য

না—আচার্য্যদেব জানেন।

বিমলা

নিজে না জেনেও বিয়ে ক'রতে যাচ্ছ ?

কৌণ্ডন্য

তাতে অপরের কি ? আগেও একজন ভিক্ষু এ প্রশ্নই ক'রেছেন। বৌদ্ধদের কি আর কোন কাজ নেই—কেবল অব্যাপারেই তারা থাকে ? ছিঃ ছিঃ। এই কি ধর্ম্ম ? এই কি প্রচার-কার্য্য। যাও—অন্যত্র যাও। বেতাল ভট্টের এই উদ্যানের পবিত্রতা নষ্ট ক'রো না।

বিমলা

শোন কৌণ্ডন্য—তুমি পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান হয়ে অজ্ঞাত-কুলশীলা নন্দার রূপগুণে বিমূঢ় হয়ে পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে চাও দাও। কিন্তু হোমের আগুনে কি নরকের আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছ সেটা জানা কি উচিত মনে কর না ?

কৌণ্ডন্য

না, করি না।

বিমলা

তা হলে গণিকা সুন্দরীর মেয়েকেই বিয়ে করা স্থির ?

কৌণ্ডন্য

কে গণিকা সুন্দরীর মেয়ে ?

বিমলা

কেন, নন্দা।

কৌণ্ডন্য

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা ;—যাও, যাও—এখুনি দূর হয়ে যাও।

বিমলা

না, মিথ্যা কথা নয়—বৌদ্ধরা মিথ্যা কথা বলে না।

কৌণ্ডন্য

বলে কি না সে কথায় কাজ নেই—এখুনি যাও—আর মুহূর্ত্ত দেরী নয়, নইলে—

বিমলা

তা যাচ্ছি বৎস—কিন্তু তুমি যেন কঠোর সত্যকে মিথ্যা মনে ক'রে ভুল ক'রো না। (প্রস্থান)

কৌণ্ডন্য

একি শুনলাম! সত্যিই কি নন্দা সুন্দরীর মেয়ে? যদি হয়ই—তাতে নন্দার কি দোষ? জন্মের উপর কার অধিকার আছে? পদ্মের জন্ম পেঁকো জলে—তা' ব'লে কে তাকে ঘৃণা করে? নন্দা আমার প্রণয়-পদ্ম, নিন্দিত জন্মের জন্য তাকে ত্যাগ ক'রব? না, কখনই না। হে ভগবান, শেষ পর্য্যন্ত যেন মনের বল অক্ষুণ্ণ থাকে আমার। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বেতালভট্টের বাটী।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

বেতালভট্টের বহির্বাটী ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের একাংশ। মেঘবর্ণা নন্দার অনুসন্ধানে চিন্তামলিন মুখে প্রবেশ করিলেন।

মেঘবর্ণা

মেয়েটা একেবারে বদ্‌লে গেছে। আগে ত কৌণ্ডন্যের পায়ের শব্দ পেলেই ছুটে আসতো। এখন ছুটে ঘরে গিয়ে দোরে খিল দেয়! সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আজকালকার মেয়েদের বোঝা ভার। মন ত নয়—জিলিপির প্যাঁচ। কী যে হয়েছে কিছুতেই ব'লবে না। কা'ল থেকে ত নাওয়া খাওয়া বন্ধ,—দিন-রাত কেবলি কান্না আর কান্না। কোথা গেল? সেই সকাল থেকে মেয়ের দেখা নেই—দেখি খুঁজে।

(প্রস্থান)

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল

বিবাহ ত দেব—কিন্তু, কেন? যাদের সুখের জন্য এ বিবাহ তারা বিমনা, বিষণ্ণ। সুন্দরী ও অম্বপালী ক্রোধে উন্মত্তা; রত্ন ক্ষিপ্তপ্রায়, নিরঞ্জন বিরক্ত।

নিরঞ্জনের প্রবেশ।

এ কি, তুমি আবার এখানে?

নিরঞ্জন

যাওয়ার আগে প্রণাম ক'রতে এলুম।

বেতাল

প্রণাম না অপমান? যাও, অপসৃত হও।

নিরঞ্জন

তা হ'লে বিদেয় হই। (প্রণাম করিতে উদ্যত)

বেতাল

(বাধা দিয়া) তোমার প্রণাম অগ্রহণীয়—এখন যাও, গৌতমীয় নরকের শোভা বর্দ্ধন কর গিয়ে।

(অন্তরালে মেঘবর্ণার পুনরাগমন; নিরঞ্জন অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।)

আবার ও দিকে কেন?

নিরঞ্জন

আর্য্য! মেঘবর্ণাকে প্রণাম ক'রতে যাচ্ছি।

বেতাল

না, ওকে প্রণাম ক'রতে হবে না। যাও ঐ পথে। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

নিরঞ্জন

তাই যাচ্ছি। যাওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রতে চাই। কথাটা হ'চ্ছে—নন্দার মাও কি তাহ'লে কৌণ্ডন্যের মাতা অম্বপালীর মতই গণিকা?

বেতাল

এরূপ সন্দেহের কারণ ?

নিরঞ্জন

কারণ—আপনার আচরণ। সদ্বংশজাতা হ'লে কি আর কৌণ্ডন্যের সঙ্গে বিয়ে দিতেন ?

বেতাল

দিতাম কি না দিতাম সে আলোচনা তোমার মত অর্ব্বাচীনের সঙ্গে ক'রব না। তুমি অবাধ্য, অশিষ্ট। তোমার সান্নিধ্যও আমার পক্ষে দুঃসহ। দূর হও আমার সাম্‌নে থেকে। (উত্তরীয়ের সাহায্যে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া নিরঞ্জনের প্রস্থান।) আপদঃ শান্তি। নন্দার মা গণিকা কি না! আরে মূর্খ, মা গণিকা না হ'লে কি আর কৌণ্ডন্যের সঙ্গে নন্দার বিবাহ দিতে চাই ? এই বিবাহের বিপক্ষেই সকলে—স্বপক্ষে একা আমি। কিন্তু এরা বোঝে না যে এই বিবাহই নন্দা কৌণ্ডন্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। আর আমি স্বয়ং উদ্যোগী হ'য়ে যখন বিবাহ দিচ্ছি। অপরের বিরুদ্ধাচরণ নিতান্তই বিরক্তিকর। অপরের প্রতিবন্ধকতায় নিজের মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট ক'রব কি ? নিশ্চয়ই নয়। এ বিবাহ আমি দেবই ! (মেঘবর্ণার আত্মপ্রকাশ)

মেঘবর্ণা

না, তা পারবে না—মিথ্যাচারীর কোন উদ্দেশ্য কোনদিনই সফল হয় না।

বেতাল

মেঘবর্ণা, রসনা সংযত কর—অন্যথায়–

মেঘবর্ণা

কি ক'রবে ?

বেতাল

ঐ উদ্ধত জিহ্বাকে স্বহস্তে স্তব্ধ ক'রব।

মেঘবর্ণা

তা তুমি পার। যে পতিতার সন্তানকে ঘরে স্থান দিতে পারে সে সব কুকার্য্যই ক'রতে পারে।

বেতাল

(স্বগত) সবই ত জেনেছে। এখন কূটনীতিজ্ঞের মত মিথ্যাচারকে মিথ্যাচারের দ্বারাই সমর্থন করা উচিত। (প্রকাশ্যে) ঘরেই স্থান দিয়েছি—হাতেও খাই নি, পাকেও খাই নি, দোষের কি হ'য়েছে ?

মেঘবর্ণা

না, দোষের আর কি হয়েছে! কেবল ধর্ম্ম গেছে, নিষ্ঠা গেছে, গৃহের পবিত্রতা গেছে। গৃহের দাসীরাও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা রেখে কাজ করবার স্বাধীনতা পায়। তুমি আমাকে সে স্বাধীনতাটুকুও দাও নি। ছিঃ! ছিঃ! এমন ক'রেও কাউকে প্রতারণা করে!

বেতাল

প্রতারণা? প্রতারণা কিসে হ'ল? স্ত্রীলোকের স্বভাবই তিলকে তাল করা! আমার অজ্ঞাতসারে কে তোমাকে এ সংবাদ দিলে? নিশ্চয়ই কৃতঘ্ন নিরঞ্জন। একমাত্র সেই কৌণ্ডন্যের জাতক-পরিচয় জান্‌তে পেরেছে।

মেঘবর্ণা

না, নিরঞ্জন নয়, নিরঞ্জন সদাশয়—কৃতঘ্ন নয়।

বেতাল

তোমার মিথ্যা কথা; নিরঞ্জন না ব'লে থাক্‌লে কে তোমাকে এই গোপনীয় কথা ব'ললে?

মেঘবর্ণা

একজন ভিক্ষুণী।

বেতাল

ভিক্ষুণী? আমার বাড়ীতে ভিক্ষুণী? সিংহের গহ্বরে মৃগশিশু! মূর্খ গৌতম জানে না সিংহের অনুপস্থিতিতে তাঁর শূন্য গুহাও নিরাপদ নয়! এই হঠকারিতার জন্য গৌতমকে শীঘ্রই সমুচিত শিক্ষা দেব। না, আর বিলম্ব নয়—তিলার্দ্ধ বিলম্ব নয়। (প্রস্থান)

মেঘবর্ণা

কী অখণ্ড বিশ্বাসই না ছিল স্বামীর উপর! হিমালয়ের মত সেই অটল বিশ্বাস আজ ভেঙ্গে প'ড়ল—গুঁড়িয়ে গেল ধূলায়।

(নন্দা ছুটিয়া আসিয়া মেঘবর্ণাকে জড়াইয়া ধরিতে গেল,—
মেঘবর্ণা পশ্চাতে সরিয়া গেলেন ।)

দূর হ', দূর হ'—ছুঁস্‌নে আমায়—ছুঁস্‌নে ।

নন্দা

(আত্মবিহ্বলা হইয়া) মা, মা, বিয়ে ভেঙে দাও, এখুনি ভেঙে দাও ।

মেঘবর্ণা

বিয়ে ভেঙে দাও ! কেন ভেঙে দেব ? যেমন তোদের জন্ম তেমনি বিয়েই ত হ'চ্ছে ।

নন্দা

মা, ও-সব কি বল্‌ছ তুমি ?

মেঘবর্ণা

বল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু । মা ! মা ! কে তোর মা ? যে তোর সত্যিকার মা, যা, সেই সুন্দরী গণিকার কাছে যা ।
(প্রস্থান)

নন্দা

সুন্দরী ? গণিকা ? কে সে ? মা বল্‌লেন যেমন তোমার জন্ম তেমন বিয়েই ত হ'চ্ছে । এ কি প্রলাপ ? না কৌণ্ডন্যের মত আমারও ঘৃণিত জন্ম ?

(হঠাৎ বিভ্রান্তভাবে সুন্দরীর ছুটিয়া প্রবেশ)

সুন্দরী

নন্দা, নন্দা, আয় মা—একটিবার বুকে আয় (বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতে গেলেন)

নন্দা

(সভয়ে সরিয়া গিয়া) কে, কে তুমি ?

সুন্দরী

চিন্‌তে পারছ না মুখ দেখে ?

নন্দা

না—অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন ?

ছুটে ছুটে আস্‌ছি কিনা, মা !

নন্দা

কেন, ছুটে এলে কেন ?

সুন্দরী

তোমায় সাবধান ক'রতে ; কৌণ্ডন্যকে বিয়ে ক'রো না—না, কখ্‌খনো ক'রো না। আমায় ছুঁয়ে বল্লো বিয়ে ক'রবে না তাকে ?

নন্দা

কেন ক'রব না বিয়ে ? তুমি আমার কে—যে তোমার কথা শুন্‌তে যাবো ?

সুন্দরী

তোমার মা।

নন্দা

আমার মা ! তুমি—তুমি—তুমিই কি সুন্দরী ?

সুন্দরী

হ্যাঁ! আয় মা—জীবনের মত একটিবার শেষ কোলে আয় আমার (বাহু বিস্তার)

নন্দা

(আরো একটু সরিয়া গিয়া) তুমিই যদি মা, তুমিই যদি সুন্দরী, সত্যি করে বল তুমি কি—তুমি কি—গণিকা ?

সুন্দরী

(মাথা নত করিয়া) হ্যাঁ!

নন্দা

(পড়িতে পড়িতে একটা বৃক্ষকাণ্ডের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া) ছিঃ ছিঃ! আমি গণিকার মেয়ে ? আমার জন্মে ধিক্! জীবনে ধিক্! মৃত্যু—মৃত্যুই আমার একমাত্র মুক্তি

সুন্দরী

নন্দা, নন্দা, আমি সত্যই গণিকা—কিন্তু তুমি গণিকার মেয়ে নও। আমার স্বামীর সন্তান—আর—আর তোমার জন্মের সময় আমি কলঙ্কিতা ছিলাম না—দেহ-মন দুই-ই পবিত্র ছিল।

নন্দা

(ঘৃণায়) তা হো'ক তা হো'ক—মা ত গণিকা! ছিঃ ছিঃ!

সুন্দরী

তবু একটিবার কোলে আয়।

নন্দা

(একটু সরিয়া গিয়া) না না ছোঁব না—তোমায় আমি ছোঁব না। তুমি যাও—ছুটে যাও, দূরে—আরো দূরে—মরণের তীরে। জীবনে যেন তোমায় ছুঁতে না হয়, দেখ্‌তে না হয়, তোমার কথা কানে শুন্‌তে না হয়। যাও, যাও; চিরদিনের মত স'রে যাও—

সুন্দরী

'তাই ত যাবো, নন্দা। যাওয়ার আগে শুধু একটিবার বুক জুড়ুতে এসেছিলুম। ছুঁতেও দিলিনি! খুব ভালো, খুব ভালো। পাপকে ঘৃণা—সে খুব ভালো মা। পাপীকে যেন জীবনে ছুঁতে না হয় তোকে। যাই মা, যাই; তা'রা হয়ত ছুটে আসছে (চারিদিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত) আমায় ধ'রতে। (গমনোদ্যতা)

নন্দা

কারা আসছে ধ'রতে?

সুন্দরী

ঐ তারা গো তারা—বেতালের চর। যাই, নন্দা যাই। এই শেষ দেখা। কিন্তু সাবধান কৌণ্ডন্যকে বিয়ে ক'রো না। সে জারজ—অম্বপালীর পুত্র। (প্রস্থান)

নন্দা

ও গো যেও না—দাঁড়াও—দাঁড়াও। মা মা।

(বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—অম্বপালীর গৃহ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

অম্বপালীর প্রাতঃকালীন বসিবার সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। গৃহোপকণ্ঠ উৎসব সাজে সুশোভিত। অম্বপালী ও কলা উভয়েরই উৎসব বেশ কিন্তু মুখে দুশ্চিন্তার আভাশ প্রকাশ পাইতেছে।

অম্বপালী

কৌণ্ডন্য ফিরে আস্‌ছে ঘরে; আজ আমার আনন্দে অধীর হ'বার কথা। কিন্তু আনন্দ কোথায়? দুশ্চিন্তায় জ্ব'লে যাচ্ছি। কৌণ্ডন্য, পিতৃ-গৌরবে তুমি মহাধনী—মহারাজ বিম্বিসার তোমার পিতা। কিন্তু এই রাজনর্ত্তকীর গর্ভে জন্মেছ ব'লেই আজ তুমি পিতৃরাজ্য ও বংশ-গৌরব থেকে বঞ্চিত।

(কলার প্রবেশ)

কলা

ওমা! তুমি এখানে? আমি বাড়ীময় খুঁজে ম'রছি। ও কি গো? মুখ অমন ভার ভার কেন? য়্যাদ্দিন বাদে ছেলে ঘরে আস্‌ছে—হাস, নাচ, গাও। ওঠ, দেখ্‌বে এসো কী সুন্দর সাজিয়েছি বাড়ী-ঘর। ওঠ, চলো—আনন্দের দিনে আমোদ আহ্লাদ ক'রবে।

অম্বপালী

না কলা, আজ আমার আনন্দের দিন নয়—কঠিন

পরীক্ষার দিন। আজ আমাকে বিবেকের কাছে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কাছে—মাতৃত্বের পরীক্ষা দিতে হবে।

কলা

রত্নের শাসানিতে মাথাটা একেবারেই বিগ্‌ড়েছে।

অম্বপালী

ও তোর মহাভুল। রত্নের চেয়ে বেতালকেই আমার বেশী ভয়। রত্ন বড় জোর কৌণ্ডন্যের প্রাণ নাশ ক'রতে পারে; কিন্তু বেতালের ষড়যন্ত্র সফল হ'লে বেঁচে থেকেও কৌণ্ডন্যকে আজীবন জীবন্মৃত থাক্‌তে হবে।

কলা

এ-সব হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢোকে না বাপু। কেন, জীবন্মৃত থাক্‌তে হবে কেন?

অম্বপালী

তুই কি কৌণ্ডন্যের জন্মের কথা ভুলে গেছিস্?

কলা

ভুল্‌ব কেন? তাতে হ'য়েছে কি?

অম্বপালী

তাতেই কৌণ্ডন্যের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। সমাজে যার স্থান নেই, তার বিয়ে করার অধিকার নেই। বেতাল কৌণ্ডন্যের বিয়ে দিয়ে তার বিষম অনিষ্ট ক'রছে। অস্পৃশ্যের বংশবৃদ্ধিতে সম্মান নেই, সুখ নেই, আছে অফুরন্ত অপমান—দুর্জ্জয় দুঃখ।

কলা

তা ব'লে কি কৌণ্ডন্য আইবুড়ো কার্ত্তিকটি থাক্‌বে ?

অম্বপালী

তাই থাকা উচিত। আর সেইজন্যেই পাষাণে বুক বেঁধে শিশুকাল থেকেই গুরু-গৃহে রেখেছি তাকে।

কলা

কিছুছু দরকার ছিল না।

খুব ছিল। শিক্ষাই লোকের মন সুমার্জ্জিত করে— সুসংযত করে। অকূল সমুদ্রে পথ-হারা নাবিককে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রই পথ দেখিয়ে দেয়। সংসার-সমুদ্রে শিক্ষাই মানুষের মনকে সৎপথে চালিত করে। আমার ইচ্ছা ছিল—সমাজে স্থান না থাক্‌লে সমাজের বাইরে থেকেও সংযম ও ত্যাগে কৌণ্ডন্য এমন ভাবে তার জীবনকে গ'ড়ে তুলুক যাতে ক'রে অস্পৃশ্য হয়েও সে সকলেরই পূজ্য হয়, বরেণ্য হয়।—আর এই উদ্দেশ্যেই আমি কৌণ্ডন্যকে গুরুগৃহে রেখে শিক্ষিত ক'রেছি। বেতাল কৌণ্ডন্যের বিয়ে দিয়ে আমার সে উদ্দেশ্য নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। না কলা, আজ আনন্দের দিন নয়। যা, থামিয়ে দিগে বাজ্‌না বাদ্যি—ছিঁড়ে ফেল্‌গে গৃহের সাজসজ্জা। (হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া) কলা, কলা, দেখ্‌ত বেতাল আস্‌ছে না— ঐ যে পথের বাঁকে ?

কলা

(দেখিতে চেষ্টা করিয়া) হাঁ, বেতালই বটে।

অম্বপালী

বেতাল নিশ্চয়ই কাল কৌণ্ডন্যের বিয়ে দিয়েছে। তাই ভোর হ'তে না হ'তেই লাফাতে লাফাতে খবর দিতে আস্‌ছে। ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জা—কী অপমান!

কলা

ওমা, ওর নাম নাকি লাফান'? থুড়্‌থুড়ো বুড়োর মত নেংচাতে নেংচাতে ত আস্‌ছে।

অম্বপালী

বটে! তবে কি বেতালের দুরভিসন্ধি সফল হয়নি? তার পরাভব ঘ'টেছে?

(বেতালের প্রবেশ)

বেতাল

পরাভব ঘ'টেছে। একটা ধনগর্ব্বিত নরপশুর চক্রান্তে বেতালের উন্নত মস্তক ভূ-নত—বেতাল আজ প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট।

অম্বপালী

প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট!

বেতাল

হাঁ, আজ আমি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট—হতগর্ব্ব, হেয়—পরিত্যক্ত। নিরঞ্জন ছেড়ে গেছে, মেঘবর্ণা পুড়ে আত্মহত্যা ক'রেছে, তস্কর নন্দা কৌণ্ডন্যকে লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে।

অম্বপালী

তস্কর লুণ্ঠন ক'রেছে কৌণ্ডন্যকে ! কে এ তস্কর ? রত্ন ?

ঘেতাল

রত্ন । (অম্বপালীর মূর্চ্ছা ও কলার বক্ষে ধারণ) রত্নের ষড়যন্ত্রে আমার সমস্ত উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ, লজ্জায় অপমানে বজ্রাহত জ্বলন্ত বৃক্ষের ন্যায় আমার অবস্থা । উঃ কী জ্বালা ! যাই, যাই । (প্রস্থান)

অম্বপালী

(মূর্চ্ছাভঙ্গে) কলা, তুই আমাকে রত্নের কাছে নিয়ে চল্ । তার পা ধ'রে কৌণ্ডন্যের প্রাণভিক্ষা চাইব । সে যা বলবে— যে আদেশ করবে—সব শুন্‌ব—সব ক'র্‌ব ।

কলা

তোমার গিয়ে কাজ নেই—তুমি ডেকেছ শুন্‌লেই সে ছুটে আসবে । যাই ডেকে আনিগে । (কলার প্রস্থান)

অম্বপালী

কলা, শোন্, শোন্ (কলার পুনঃপ্রবেশ) ছ্যাখ্, খুব মিনতি ক'রে 'মিষ্টি ক'রে বলিস্—বলিস্ তার 'পালী তাকে ডেকেছে । (সম্মতিসূচক ঘাড় দোলাইয়া কলার বেগে প্রস্থান) যাই, গৃহ-দেবতার চরণে কৌণ্ডন্যের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিগে ।

(বেতালের উন্মত্তভাবে প্রবেশ)

বেতাল

চক্রান্ত—বিষম চক্রান্ত! শুধু মানুষ নয়—দেবতারাও আমার বিরুদ্ধাচারী। বৈদিক ধর্ম্মের হিতার্থে কী না ক'রেছি আমি! বৈদিক দেবতারা আমার সহায় হ'লেন না কেন? সত্যই কি আমি ভুল পথে চ'লেছি? উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, সাধন-উপায়ের ন্যায় অন্যায়ে কি আসে যায়? না না, ভুলই ক'রেছি—আসে যায়, নিশ্চয়ই আসে যায়। মেঘবর্ণা! দৈব-বাণীর মত মনে হচ্ছে তোমার শেষ বাণী—"মিথ্যাচারীর কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না।"

(প্রহরী সহ রত্নদত্তের প্রবেশ)

রত্নদত্ত

এই যে পাষণ্ড এখানে। প্রহরী, বাঁধ্ ঐকে (বেতালের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ; প্রহরী অগ্রসর হইল।)

বেতাল

(দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া ও স্কন্ধ ঈষৎ বাঁকাইয়া) সাবধান। (ভয়ে প্রহরীর পশ্চাদপসরণ) রত্নদত্ত, ব্রাহ্মণের ক্রোধানলে পতঙ্গের মত ভস্ম হবার অভিলাষ হ'য়েছে তোমারি! অপেক্ষা কর—অচিরেই অভিলাষ পূর্ণ হবে।

রত্নদত্ত

(বিদ্রূপ সহকারে) ব্রাহ্মণ! সুন্দরীর আত্মহত্যার কারণ

তুমি,—"ব্রাহ্মণ" ব'লে আস্ফালন ক'রতে লজ্জা হ'চ্ছে না তোমার? তুমি ব্রাহ্মণ নও—ব্রাহ্মণের কলঙ্ক।

বেতাল

(বিস্মিত ভাবে) সুন্দরী আত্মহত্যা ক'রেছে? সুন্দরী জীবিতা নাই?

রত্নদত্ত

আহা কি ভাল মানুষটি! যেন কিছুই জানেন না। তোমারই দত্ত বিষাঙ্গুরীর সাহায্যেই সুন্দরী আত্মহত্যা ক'রেছে। তুমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বেতাল

বিষাঙ্গুরীতে বিষ ছিল না—শুধু অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেটি দিয়েছিলাম।

রত্নদত্ত

বিষ ছিল।

বেতাল

সুন্দরী! সুন্দরী!! বুদ্ধ-বিনাশ যজ্ঞে তুমি যে আমার শেষ ঋত্বিক্—শেষ হোত্রী ছিলে! পুরুষকার, তুমি অলস—অকর্ম্মণ্য। ধ্বংস হও, তুমি ধ্বংস হও। দৈব! তুমিই সর্ব্বশক্তিমান্। তোমার প্রাধান্য যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরা কাপুরুষ নন—তাঁরাই শক্তিমান্। গৌতম, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে তুমি আজ জয়ী—আমি বিজিত, পরাভূত। আজ নৈতিক অবনতির নিম্নতম

সোপানে দাঁড়িয়ে স্বীকার ক'র্‌ছি তুমিই ভারতের—হয় ত বহির্ভারতেরও, ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মনায়ক—নরদেহে তুমি স্বয়ং নারায়ণ।

রত্নদত্ত

বিবেক-চূড়ামণি। ভাণে আমাকে ভুলাতে পারবে না। তোমারই অত্যাচারে সুন্দরী ম'রেছে—তোমাকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত ক'র্‌বো—তুমি আমার বন্দী।

বেতাল

হা হা হা। আমি তোমার বন্দী? ফেরু ক'রবে সিংহকে শৃঙ্খলিত! জানিস্‌ দুরাচার, এখনও ব্রহ্মণ্য-দেব শক্তিহীন হন নাই। সামর্থ্য থাকে, বন্দী কর্‌ এই উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখাকে। (রত্নদত্ত ও প্রহরীর ক্ষণিক-স্তব্ধ ভাব; ধীর মন্থর গতিতে বেতালের প্রস্থান। ক্ষণিক পরে রত্নদত্ত আত্মস্থ হইলেন।)

রত্নদত্ত

(আত্মস্থ হইয়া) প্রহরী, প্রহরী, যাও বন্দী কর—ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণকে।

প্রহরী

ব্রাহ্মণ—দেবতা!

রত্নদত্ত

চুপ্‌ কর মূর্খ। ছুটে আয়, ওকে বন্দী ক'রতেই হবে।

(উভয়ের ছুটিয়া প্রস্থান।)

(অশ্রুপ্লাবিতা অম্বপালীর প্রবেশ।)

অম্বপালী

গৃহদেবতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কাঁদ্‌লুম। দয়া হবে কি তাঁর? কৌণ্ডন্যকে কোলে ফিরে পাব কি?

(বিমলার প্রবেশ)

দেবি, দেবি, সর্ব্বনাশ হয়েছে—কৌণ্ডন্যকে লুটে' নিয়েছে রত্ন—হয় ত এতক্ষণে হত্যা করেছে।

বিমলা

রত্ন কৌণ্ডন্যকে লুটেও নেয় নি—হত্যাও করে নি।

'নেয় নি লুটে'? করে নি হত্যা? কি আনন্দ! কি আনন্দ!

বিমলা

সত্যিই আনন্দ—আজ তোমার সুপ্রভাত। তোমার কৌণ্ডন্য বুদ্ধ-চরণে আশ্রয় নিয়েছে।

অম্বপালী

আমার কৌণ্ডন্য আশ্রয় নিয়েছে, বুদ্ধ-চরণে! এ আমি কি শুন্‌ছি! আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখ্‌ছি! আমার কৌণ্ডন্য যার জন্যে জমিয়েছি এই অতুল ঐশ্বর্য্য—সে বুদ্ধানুরাগী সন্ন্যাসী—গৃহত্যাগী। এ কি নিয়তির পরিহাস!

বিমলা

পরিহাস নয়—পুরস্কার—সঞ্চিত কর্ম্মের পুরস্কার। কৌণ্ডন্য আজ সর্ব্ববাসনা-মুক্ত—নিষ্কাম। সে আজ সারিপুত্রের 'সামনের', ভিক্ষু-পথ যাত্রী। কৌণ্ডন্যের দেবদুর্লভ নব জীবনে, সন্ন্যাস-সৌভাগ্যে আনন্দ কর অম্বপালী, আনন্দ কর।

অম্বপালী

না, আনন্দ ক'রব না—কাঁদব, আকুল হ'য়ে, প্রাণ ভ'রে কাঁদব। আজ আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ, কৌণ্ডন্যের ভবিষ্যৎ ব্যর্থ, জীবন ব্যর্থ। কৌণ্ডন্যের আজ নব-জীবন নয়, তার অকাল মরণ—সন্ন্যাস-সাগরে আত্মনিমজ্জন।

বিমলা

সন্ন্যাস ঐহিক মৃত্যু—কিন্তু নৈতিক অমরত্ব। ত্যাগই মহত্ত্বের পথের একমাত্র পাথেয়। সন্ন্যাসেই মাতা কৃতার্থা হয়—কুল পবিত্র হয়।

অম্বপালী

না না, আমি কৃতার্থা নই। কুল পবিত্র করে ব'ল্‌ছ—কৌণ্ডন্যের আবার কুল কি? না না, আমি কৌণ্ডন্যের পরিণয়ও যেমন চাই না, সন্ন্যাসও তেমনি চাই না।

বিমলা

কি চাও তুমি?

অম্বপালী

আমি চাই সে সংসারে থেকে সুখী হয়। সুখই মানুষের প্রধান কাম্য। পুণ্যই পূর্ণ সুখ দিতে পারে—আর দানেই পুণ্য। আমি চাই আমার কলুষিত অর্থের সদ্ব্যয়ে—জীবহিতে দানে, বদান্যতায়—সে পুণ্যসঞ্চয় ক'রে সত্যিকার সুখী হয়। আমি কৌণ্ডন্যকে ফিরিয়ে আন্‌তে চাই।

বিমলা

বেশ, তাই আন। চল তোমার আম্রকানন-প্রাসাদে—সেখানেই স্ফটিক বেদীতলে, পদ্মাসনস্থ বুদ্ধ-পাদমূলে শুভ্র নির্ম্মাল্যের মত শোভা পাচ্ছে স-নন্দা কৌণ্ডন্য।

অম্বপালী

বল কি বিমলা! আমার প্রাসাদে এই পতিতার গৃহে এসেছেন বুদ্ধ তথাগত?

বিমলা

তোমার গৃহ আর পতিতার গৃহ নয়। মহামানবের পায়ের ধূলা পেয়ে পবিত্রতম হ'য়েছে। অরুণোদয়ে অন্ধকারের মত তথাগতের করুণা-কিরণের কাছে মলিনতা অস্পৃশ্যতা তিষ্ঠিতে পারে না। তোমার অসীম সৌভাগ্য।

অম্বপালী

আমার কুটীরে তথাগতের আগমন সত্যই সৌভাগ্য। কিন্তু কৌণ্ডন্যের বদলে আমি সে সৌভাগ্যও চাই না—আমি কৌণ্ডন্যকেই চাই। আমি কৌণ্ডন্যকে স্নেহের নিবিড় আবেষ্টনে

মঙ্গল-কামনার বজ্র বন্ধনে সমস্ত বিপদের বাইরে, পাপ ও পাতকের পশ্চাতে দুঃখের দূরে রাখিতে চাই। আমি কৌণ্ডন্যকে চাই।

বিমলা

চলো।

অম্বপালী

হ্যাঁ চলো, কিন্তু—

বিমলা

কিন্তু কি ?

অম্বপালী

আমি যে গণিকা, আমি কাছে গেলে যদি বুদ্ধদেবের অমর্য্যাদা হয় ?

বিমলা

না, তা হয় না—তিনি পাপকেই ঘৃণা করেন, পাপীকে ঘৃণা করেন না। তাঁর কৃপা পেয়ে কত পতিতা স্রোতাপত্তি পেয়ে সংসারে শান্তিলাভ ক'রেছে। (বিলাস-বেশের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি অম্বপালীকে সম্বোধন করিয়া) ভাবছো কি ? চলো।

অম্বপালী

এই বিলাস-বেশে ?

বিমলা

তুমি যে এ-বেশে যেতে চাইবে না, তা জানি। এই নাও—যাও, প'রে এসো। (অম্বপালীকে কাষায়-বাস প্রদান ও

অম্বপালীর গৃহান্তরে গমন।) অম্বপালীর পবিত্রতম ভবিষ্যৎ আসন্ন-প্রায়, বুদ্ধকৃপায় হৃদয়ে সদ্বৃত্তি জেগেছে। কাষায় বাসের কুহকস্পর্শে কি পরিবর্ত্তন হয় দেখা যাক্।

(কাষায়-বাস পরিধান করিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে অম্বপালীর পুনঃ প্রবেশ)

অম্বপালী

কি পোষাক দিলে যাতুকরী! আমি যে আমাকে ভুলে যাচ্ছি—হারিয়ে ফেল্‌ছি আমার স্মৃতি! শীগগির ফিরিয়ে নাও—ছিঁড়ে ফেলো এই মায়াবী পোষাক। এ কার বাড়ী! আমার অট্টালিকা প্রাসাদ কোথায় গেলো? আমি এই কুঁড়ে ঘরে কেন? এ কোন্ দেশ? কার বাড়ী? পাশের বাড়ীর ঐ বউটি কে—বিমলা? হ্যাঁ, বিমলাই ত। অমন কট্‌মট্ ক'রে চাইছে কেন? ওমা, এ আবার কি হিংসা! ভারি ত মজা! নূতন বাড়ী নূতন পড়সী সব যে মিলিয়ে গেলো! এই যে বিমলা—এ-সব কি দেখলুম?—স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল?

বিমলা

স্বপ্ন নয়, ইন্দ্রজালও নয়, সব সত্য। তথাগতের ইচ্ছাশক্তি আর কাষায়-বাসের শৌচ-শক্তি মুহূর্ত্তের জন্যে তোমার পূর্ব্ব-জীবনের একটি স্মৃতি ভাসিয়ে তুলেছিল তোমার মনে।

অম্বপালী

একি অসম্ভব কথা বলছ, বিমলা!

বিমলা

অসম্ভব ব'লে জগতে কিছুই নাই। তুমি ক্ষণিকের জন্যে জাতিস্মর হ'য়েছিলে। যে বউটিকে দেখ্‌লে আমিই সে। পূর্ব্ব জীবনে আমরা প্রতিবেশিনী ছিলাম। সামান্য কারণে পরস্পরকে আমরা কঠিন অভিশাপ দিই। তারই ফলে এজন্মে আমাদের নিন্দিত জীবন। বুদ্ধ-কৃপায় তোমার আগেই আমি অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছি,—তোমার সময়ও আসন্ন। চলো, কৌণ্ডন্যকে ফিরিয়ে আন্‌বে।

অম্বপালী

না ফিরিয়ে আনব না। আমার মোহ কেটে গেছে। আজ সত্যিই আনন্দের দিন। আজ কৌণ্ডন্যের নূতন রকম গৃহ-[illegible] নূতন রকম জীবন-যাত্রা। হে সুগত, হে বুদ্ধ তথাগত, পুত্রের সঙ্গে মায়েরও যেন নব-জীবন লাভ হয় আজ! মুক্তির মলয়ে মনকে তোমার চরণে উড়িয়ে নাও, আর যেন ফিরতে না হয় ঘরে।

(বেগে বেতালের প্রবেশ)

বেতাল

এই যে অম্বপালী তুমিও চ'লেছ? আহা যাও, যাও। নিরঞ্জন গেছে—নন্দা-কৌণ্ডন্য গেছে—তুমিও যাও। মেঘবর্ণাও গেছে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই গেছে। যে ধর্ম্মের অনুশাসন পাপের অকরণ, কুশলের অনুষ্ঠান, চিত্তের পরিমার্জ্জন, সে ধর্ম্মে

আকৃষ্টা না হ'য়ে থাকতে পারে কি মেঘবর্ণা ? হয়ত সুন্দরীও বুদ্ধচরণে আশ্রয় পেয়েছে। যে চরণে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ অবনত, প্রণত—শুধুই আমিই কি তা থেকে বঞ্চিত থাকবো ? ভিক্ষুণী, অম্বপালী, তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল। ফুলের সঙ্গে এই সামান্য কীটকেও মহতের চরণে আশ্রয় নিতে দাও। গাও—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

(সকলে)

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

যবনিকা পতন